বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে"

প্রবাহ

কলেজ বার্ষিকী ২০২১-২০২২

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

www.bafsk.edu.bd

এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান

বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি

বিমান বাহিনী প্রধান

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

কলেজ বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বাহন এবং একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের যাবতীয় কর্মকান্ডের সমন্বিত প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পরিচালিত বিএএফ শাহীন কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঐতিহ্য ও সুনামের ধারাকে অব্যাহত রেখে বার্ষিকী প্রকাশনার চলমান প্রয়াস শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনে এই দেশকে নেতৃত্ব দিবে। স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার এই শপথ নতুন প্রজন্মের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। জাতির পিতার আদর্শকে বুকে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর।

দেশমাতৃকার প্রতিরক্ষার পাশাপাশি দেশে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে অত্যাধুনিক সুবিধাসম্বলিত সাতটি বিএএফ শাহীন কলেজ, একটি বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ, ছয়টি প্রি-স্কুল ও একটি বিশেষায়িত স্কুল। মহাকাশ গবেষণা এবং দেশের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়'। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই প্রয়াস দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমি আশা করি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

কলেজ বার্ষিকীতে যাদের লেখা ও সৃষ্টিকর্ম প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশনার কাজে যারা সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আর সেই সাথে আমি বিএএফ শাহীন কলেজসমূহের সার্বিক সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা।

শেখ আব্দুল হান্নান, বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি
এয়ার চীফ মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

এয়ার অধিনায়ক
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু

সভাপতির বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ পথ-পরিক্রমায় ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা পাবো একটি সমৃদ্ধ, উন্নত তথা স্মার্ট বাংলাদেশ। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে দেশ গড়ার ভবিষৎ কারিগর। জাতীয় উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল বিশ্বের বাস্তবতাকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতার গর্বিত অংশীদার বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা। এ স্বনামধন্য কলেজের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের আকাশ-ছোঁয়া বহুমাত্রিক চিন্তা-ভাবনাকে কোনো গল্প, কবিতায় অথবা তুলির আঁচড়ে স্বপ্নিল ক্যানভাসে শৈল্পিকভাবে প্রকাশ করতে চায়। তাদের এ স্বপ্নময় কল্পনা একসময় প্রকাশ পায় কলেজ বার্ষিকীতে। সময়ের ধারাবাহিকতায় বর্ণিলরূপে শাহীন শিক্ষার্থীদের লেখা ও আঁকায় সমৃদ্ধ **"কলেজ বার্ষিকী- প্রবাহ ২০২২"** প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সাহিত্য, শিল্পকলা, পরিশীলিত সাংস্কৃতিক ও নিয়মিত বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা হয়ে ওঠে সম্ভাবনাময় ও জাতীয় জীবনের দক্ষ চালিকা শক্তি। শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তবধর্মী ও আনন্দঘন করার লক্ষ্যে সম্মানিত বিমান বাহিনী প্রধান প্রতিটি শাহীন প্রাঙ্গনকে করেছেন শিক্ষাবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন। আমার বিশ্বাস, কোমলমতি ও প্রাণচঞ্চল শাহীন শিক্ষার্থীরা উল্লেখিত সুযোগ-সুবিধার আলোকে নিজেদের উন্নত, উৎকর্ষমণ্ডিত, দক্ষ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

বিদ্যমান প্রাঞ্জল পরিবেশে অধ্যয়নরত শাহীন শিক্ষার্থীরা বাঙালির সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সংগ্রাম এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদীপ্ত শপথ চেতনায় ধারণ করে পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে যেন দেশমাতৃকার সেবা ও বিশ্বমানবতার কল্যাণে গৌরবময় ভূমিকা রাখতে পারে- এ প্রত্যাশা রাখছি।

কলেজ বার্ষিকীর সার্বিক কর্মকাণ্ডে যারা মূল্যবান সময় ও অক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আলোকিত মানুষ গড়ার এ প্রচেষ্টা যেন অব্যাহত থাকে– এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। জয় বাংলা।

এয়ার ভাইস মার্শাল এম এ আওয়াল হোসেন
বিবিপি, ওএসপি, জিইউপি, এনডিসি, এডব্লিউসি, পিএসসি
এয়ার অধিনায়ক
বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু
ও
সভাপতি
কলেজ পরিচালনা পরিষদ
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

অধ্যক্ষের বাণী

প্রতিটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননকে বিকশিত করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে অবস্থিত সুনির্মল, স্নিগ্ধ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা তেমনই এক স্বপ্নের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতি বছরের মতো এ বছরও প্রকাশ করতে যাচ্ছে কলেজ বার্ষিকী 'প্রবাহ ২০২১-২০২২'; যা সত্যিই আনন্দের।

বার্ষিকী একটি বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের সুবিন্যস্ত দর্পণ। এর অধিকাংশ লেখা কোমলপ্রাণ শিক্ষার্থীদের। তাদের অপরিপক্ব হাতের লেখায় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গভীরতা ও সুসামঞ্জস্য প্রকাশভঙ্গির অভাব থাকলেও শিক্ষার্থীদের সহজ, সরল ও সাবলীল অভিব্যক্তি সত্যিই অতুলনীয়। একইসাথে শিক্ষকদের কিছু জ্ঞানগর্ভ লেখাও এই বার্ষিকীকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে জীবন-জগৎ সম্পর্কে মৌলিক ভাবনাগুলো নান্দনিক বাণীবিন্যাসে ও অপূর্ব ভাষা-সৌকর্যে প্রকাশ করার মাধ্যমে খুদে শিক্ষার্থীরা একদিন সম্ভাবনাময় সাহিত্য-শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রথাবদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন গঠনে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে এটি হবে মুক্তবুদ্ধির সূতিকাগার। ক্লাস, পড়াশুনা ও ভালো ফলাফলের পাশাপাশি করোনার মতো মহামারি কাটিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, সেজন্য এ জাতীয় বার্ষিকী প্রকাশ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। খুদে লেখকদের এ সৃষ্টির পথ আরো আলোকিত হোক-এই প্রত্যাশা রইলো।

সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও যত্নশীলতা দিয়ে 'প্রবাহ ২০২১-২০২২' প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন; তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'প্রবাহ' প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক- নিত্যনতুন সৃষ্টিতে আরো সমৃদ্ধ হোক বার্ষিকী-এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকল সৃজনশীল কাজে সহায় হোন।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি
অধ্যক্ষ
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

কলেজ বার্ষিকী ২০২১-২০২২

প্রকাশনা পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক

এয়ার ভাইস মার্শাল এম এ আওয়াল হোসেন, বিবিপি, ওএসপি, জিইউপি, এনডিসি, এডব্লিউসি, পিএসসি
এয়ার অধিনায়ক
বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু
ও সভাপতি
কলেজ পরিচালনা পরিষদ
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

উপদেষ্টা

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি
অধ্যক্ষ, বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ নূরে আলম ফেরদাউস,
উপাধ্যক্ষ, বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

সম্পাদক

খান মোহাম্মদ ফজলুল করিম
সহকারী অধ্যাপক

সহ-সম্পাদক

শাহিদা খানম
সহকারী অধ্যাপক

সদস্য

শাহীন মিয়া, প্রভাষক
মোঃ এরশাদ আলী, প্রভাষক
হুমায়ুন কবির, প্রভাষক
পাপিয়া খান, প্রভাষক
মোঃ জাকির হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
আশিস কুমার দাস, সিনিয়র শিক্ষক
মোঃ আব্দুল্লাহ্, সহকারী শিক্ষক
মাহমুদা রহমান মুন্নি, সহকারী শিক্ষক
মাঃ ওঃ অঃ মোঃ মুসলিম উদ্দিন আহম্মদ (অবঃ), অফিস সুপার
সিঃ ওঃ অঃ জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া (অবঃ), হিসাব রক্ষক

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি

সাঈমা ইসলাম, কলেজ
খালিদ বিন ওয়ালিদ, স্কুল

আলোকচিত্র

মোঃ জাকির হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
ফটো ফ্লাইট, বা বি বা ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু এবং ফটোগ্রাফি ক্লাব, বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

প্রচ্ছদ

অতনু মল্লিক

পৃষ্ঠা বিণ্যাস

মোঃ গোলাম কিবরিয়া, jeweel68@gmail.com

মুদ্রণ

ক্রিয়েটিভ হ্যান্ডস লিমিটেড, ১৭ বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকের পাতা

লেখা-লেখি এক ধরনের খেলা। এ খেলায় থাকে শব্দব্রহ্মের নান্দনিক মাদকতা ও কল্পনার ঐশ্বর্য। অলৌকিক আনন্দের ভার যখন কোন সৃজনশীল ব্যক্তির মানস-লোকে বড় একটা জায়গা দখল করে নেয়, তখন তা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভাষা পেতে চায়। এভাবেই সৃষ্টি হয় সাহিত্যের।

সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততা। ক্লাস, পড়াশুনা, পরীক্ষা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির ঠাসা শিডিউলে পড়ে শিক্ষার্থীরা হাঁপিয়ে উঠছে ; কিছু লেখা বা আঁকার অবসরটুকু তারা পাচ্ছে না। আবার যেটুকু অবসর পাচ্ছে, সেই সময়টুকু কেড়ে নিচ্ছে স্মার্ট ফোন, ট্যাবের মতো ডিভাইসসমূহ। এর মধ্যেই কেউ কেউ লিখছে বা ছবি আঁকছে কল্পনার সবটুকু রং দিয়ে। আমাদের কোমলমতি শাহীনেরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

করোনা-পরবর্তী সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শাহীন-শিক্ষার্থীদের লেখা ও আঁকায় সমৃদ্ধ কলেজ বার্ষিকী 'প্রবাহ-২০২১-২০২২' এর প্রকাশের আনন্দ-বার্তায় উচ্ছ্বসিত সকল শাহীন-পাঠক। এই প্রকাশ সম্ভব হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষের উদার সহযোগিতা ও আন্তরিক অনুপ্রেরণায়। এজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখায় অপরিপক্বতা থাকতে পারে; কিন্তু তাদের সৃজনশীল অনুভূতির প্রকাশ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

সময়ের দর্পণস্বরূপ একটি মানসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন ম্যাগাজিন উপহার দিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি; তারপরও দু-একটি জায়গায় কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি থেকে যেতে পারে-যা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার দাবি রইলো।

পরিশেষে, যাদের পরামর্শ, মেধা, শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'প্রবাহ ২০২১-২০২২' এর প্রকাশ সফল হয়েছে; তাদেরকে সম্পাদনা কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খান মোহাম্মদ ফজলুল করিম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ও
সম্পাদক 'প্রবাহ ২০২১-২০২২'

কলেজ পরিচালনা পরিষদ

এয়ার ভাইস মার্শাল এম এ আওয়াল হোসেন
বিবিপি, ওএসপি, জিইউপি, এনডিসি, এডব্লিউসি, পিএসসি
সভাপতি

গ্রুপ ক্যাপ্টেন নাজমুল আলম
জিইউপি, এসিএসসি, পিএসসি
অভিভাবক প্রতিনিধি

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন
জিইউপি, পিএসসি
সভাপতি

মোঃ নূরে আলম ফেরদাউস
উপাধ্যক্ষ
শিক্ষক প্রতিনিধি (কলেজ শাখা)

মোহাম্মদ সোহেল রেজা
সহকারী প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক)
শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল শাখা)

স্কোয়াড্রন লীডার ইসমত আরা বেগম
অভিভাবক প্রতিনিধি

খন্দকার সেলিনা আফরোজ
সহকারী প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক - ইংরেজি ভার্সন)
মহিলা প্রতিনিধি

সম্পাদনা পরিষদ (প্রবাহ ২০২১-২০২২)

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি
সভাপতি

খান মোহাম্মদ ফজলুল করিম
সম্পাদক

শাহিদা খানম
সহ-সম্পাদক

শাহীন মিয়া
সদস্য

মোঃ এরশাদ আলী
সদস্য

হুমায়ুন কবির
সদস্য

পাপিয়া খান
সদস্য

মোঃ জাকির হোসেন
সদস্য

আশিস কুমার দাস
সদস্য

মোঃ আব্দুল্লাহ
সদস্য

মাহমুদা রহমান মুন্নি
সদস্য

মোঃ মুসলিম উদ্দিন আহম্মদ
সদস্য

জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া
সদস্য

সাঈমা ইসলাম
শিক্ষার্থী প্রতিনিধি - কলেজ শাখা

খালিদ বিন ওয়ালিদ
শিক্ষার্থী প্রতিনিধি - স্কুল শাখা

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার পরিচিতি

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা সুনির্মল প্রকৃতির অকৃত্রিম স্নেহছায়া আর পাখ-পাখালির কলকাকলি মুখর অনাবিল মনোরম পরিবেশে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল এক আদর্শ অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নগরীর কোলাহল থেকে দূরে ধূলি, ধুঁয়া ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের বাইরে অফুরন্ত প্রাণময়তায় শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়; যা ঢাকা শহরের অন্য কোথাও দুর্লভ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর অধীনে এটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত। এটির পরিচালনায় রয়েছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দ; যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যাপীঠটির সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত সদস্যবৃন্দ ও এলাকার জনগণের সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ১৯৭২ সালে 'এয়ারফোর্স স্কুল' নামে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালে এটির নামকরণ করা হয় 'বিএএফ শাহীন স্কুল'। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে এটিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয় এবং পুনরায় নামকরণ করা হয় 'বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটালো'।

এখানে শিশু হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশে শিক্ষা লাভ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষায় রয়েছে এ কলেজের গৌরবময় ফলাফল। শিক্ষার্থীরা ইতঃপূর্বে বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থান লাভসহ প্রতি বছরই কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে আসছে। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও ছাত্র-ছাত্রীরা রাখছে সাফল্যের দীপ্ত স্বাক্ষর। ২০১০ সাল থেকে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে ইংরেজি ভার্সনে পাঠদান কার্যক্রম। ২০১৫ সাল থেকে ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সফলতার ধারা অব্যাহত রাখছে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজ শাখার ইংরেজি ভার্সনের যাত্রা শুরু হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক পূর্ণতা লাভ করে। 'শিক্ষা-সংযম-শৃঙ্খলা' হচ্ছে এ কলেজের মূলনীতি। তাই শুধু পাঠ্যপুস্তক-ভিত্তিক পাঠদান নয় বরং ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে তাদের সৎ, সুশৃঙ্খল, সংযমী ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষার্থীদের নান্দনিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে এ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সংস্কৃতির চর্চা হয়। প্রতিবছরই কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এখানকার শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গৌরবময় সাফল্য বয়ে আনছে। রাজনীতিমুক্ত এই কলেজে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগার, কমনরুম, খেলাধূলার বিস্তীর্ণ মাঠ, ডিবেটিং ক্লাব, কুইজ ক্লাব, গার্লস গাইড, স্কাউট, ও বিএনসিসি ইউনিট। এছাড়াও নবনির্মিত কলেজ ভবনে আছে দৃষ্টিনন্দন ক্যাফেটেরিয়া, মাল্টিমিডিয়া-সংযুক্ত ক্লাসরুমসহ অন্যান্য শিক্ষা-সহায়ক অত্যাধুনিক সুবিধা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এ কলেজের রয়েছে নিজস্ব ওয়েবসাইট; যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জরুরি বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক কর্মপঞ্জি, পাঠ্যপুস্তক তালিকাসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিত সংযোগ (আপলোড) করা হয়। 'Student Management System' এর আওতায় ডায়নামিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল, রিপোর্ট কার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের বেতন ও আনুষঙ্গিক পাওনাদি DBBL-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিশোধের ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি SMS-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ কলেজে সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা।

অভিভাবকদের জন্য এ প্রতিষ্ঠানের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে আধুনিক সুব্যবস্থাসহ রয়েছে দুটি অপেক্ষাগার ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে একটি ক্যান্টিন। ২০১৪ সালে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য যাতায়াতে সংযোজিত হয়েছে একটি মাইক্রোবাস। বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে বাস সার্ভিস। এর আলোকে চারটি বাস প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থান থেকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী এবং অভিভাবকদের আনা-নেওয়া করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। সার্বিক বিবেচনায় বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা সময়ের দাবি মেটাতে অনন্য এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এক নজরে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

আমাদের মূলনীতি	:	শিক্ষা, সংযম, শৃঙ্খলা		
অবস্থান	:	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু		
		ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা		
স্থাপিত	:	১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ		
শিক্ষার মাধ্যম	:	বাংলা ও ইংরেজি		
শ্রেণিবিন্যাস	:	সহ-শিক্ষা		
কলেজে আগমন	:	ক্লাশ শুরু	:	০৮:০০ ঘটিকা
		ছুটি	:	০১:৪৫ ঘটিকা
প্রাতঃসমাবেশ	:	০৭:৫০ হতে ০৮:১৫ ঘটিকা পর্যন্ত		
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	:	বাংলা মাধ্যম	:	স্কুল শাখা ৪৩১২ জন
		ইংরেজি মাধ্যম	:	স্কুল শাখা ৮০১ জন
		বাংলা মাধ্যম	:	কলেজ শাখা ১৯৫০ জন
		ইংরেজি মাধ্যম	:	কলেজ শাখা ২০৪ জন
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	:	বাংলা মাধ্যম	:	১৫২ জন
		ইংরেজি মাধ্যম	:	৩৬ জন
অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	:	১৭ জন		
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	:	৪৩ জন		

পাঠ্য বিভাগ

স্কুল শাখা	:	বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক (বাংলা ভার্সন)
		বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা (ইংরেজি ভার্সন)
কলেজ শাখা	:	বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক (বাংলা ভার্সন)
		বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্সন)
হাউজের সংখ্যা	:	৫টি
হাউজ পরিচিতি	:	

হাউজের নাম	হাউজের রং
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	লাল
কাজী নজরুল ইসলাম	গোলাপি
শেরে বাংলা একে ফজলুল হক	হলুদ
নবাব সিরাজউদ্দৌলা	সবুজ
ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা	বেগুনি

শাহীনের সাফল্য-গাথা

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

এইচএসসি পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ-৫	মোট পাশ	পাশের শতকরা হার
২০২২	৯৫৪ জন	৭০৮ জন	৯৫৪ জন	১০০%
২০২১	৯৭৯ জন	৬৪৯ জন	৯৭৯ জন	১০০%
২০২০	৬১০ জন	৩৮৪ জন	৬১০ জন	১০০%

এসএসসি পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ-৫	মোট পাশ	পাশের শতকরা হার
২০২২	৪২১ জন	৩৬০ জন	৪২১ জন	১০০%
২০২১	৪১৩ জন	২৭৬ জন	৪১৩ জন	১০০%
২০২০	৩৫৩ জন	২১৬ জন	৩৫৩ জন	১০০%

জেএসসি পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ-৫	মোট পাশ	পাশের শতকরা হার
২০১৯	৩৭৮ জন	১৪৮ জন	৩৭৮ জন	১০০%
২০১৮	৪০৯ জন	২৬৪ জন	৪০৯ জন	১০০%
২০১৭	৩৭২ জন	২৪৭ জন	৩৭২ জন	১০০%

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ-৫	মোট পাশ	পাশের শতকরা হার
২০১৯	৪০০ জন	৩৮১ জন	৪০০ জন	১০০%
২০১৮	৩৯৪ জন	৩৮৫ জন	৩৯৪ জন	১০০%
২০১৭	৩৬৪ জন	৩১৫ জন	৩৬৪ জন	১০০%

জুনিয়র বৃত্তি লাভ

সাল	ট্যালেন্ট পুল	সাধারণ গ্রেড	মোট
২০১৯	০৫ জন	০৮ জন	১৩ জন
২০১৮	০৬ জন	০৯ জন	১৫ জন
২০১৭	০২ জন	০৭ জন	০৯ জন

প্রাথমিক বৃত্তি লাভ

সাল	ট্যালেন্ট পুল	সাধারণ গ্রেড	মোট পাশ
২০১৯	০৪ জন	০০ জন	০৪ জন
২০১৮	০৩ জন	০০ জন	০৩ জন
২০১৭	০৭ জন	০১ জন	০৮ জন

উচ্চ শিক্ষায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগপ্রাপ্ত কৃতী শাহীনেরা

অরাকল আতিক আব্দুল্লাহ
নওগাঁ মেডিক্যাল কলেজ

ওয়াহাব হোসেন
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

জারিয়াত তাসনিম আফিয়া
বিইউপি

দীপ্র দত্ত
রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
(রুয়েট)

নাফিসা তাসনিম বিনতে হারুন
বিইউপি

নাহিদুল ইসলাম বিজয়
এমআইএসটি

ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারি
খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যাল
(কুয়েট)

মহিউদ্দিন আহমেদ
শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ
মেডিক্যাল কলেজ

মাহামুদুল বায়েজিদ
খুলনা মেডিক্যাল কলেজ

মুরাদ হোসেন জিম
শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ
জামালপুর

মোঃ আকতারুজ্জামান নাহিদ
বিইউপি

মোঃ আফনান
খুলনা মেডিক্যাল কলেজ

রোকনুজ্জামান শুভ
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

হাসনাইন নোমানি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
(বুয়েট)

ওয়াসিমুল হাসান রাজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খোরশেদ আলম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাহীনের সাফল্য-গাথা

সানজিদা শাবনাজ তামান্না
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরিফা আক্তার আশা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওয়াসিফ আল মুবিন রাফি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খান মারজান হোসেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জেরিন তাসনিম প্রীতি
বিইউপি

সাজেদ আহমেদ স্বাধীন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নাবিল আহমেদ পান্থ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিশাত তাসনিম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মাহমুদুল হোসাইন আকাশ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

মীর্জা তানভীর আহমেদ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শাকিবুল বাশার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শামিত আনাম আলভী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সরকার মোহাম্মদ সায়েম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আলোকচিত্রে

প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ
ফ্যাকাল্টি মেম্বারস
অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি
অধ্যক্ষ

মোঃ নূরে আলম ফেরদাউস
উপাধ্যক্ষ

ফ্লাইং অফিসার কোয়েলী
কলেজ অ্যাডজুট্যান্ট

মোহাম্মদ সোহেল রেজা
সহকারী প্রধান শিক্ষক
(মাধ্যমিক শাখা, বাংলা ভার্সন)

ওয়াজিফা খাতুন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
(প্রাথমিক শাখা, বাংলা ভার্সন)

খন্দকার সেলিনা আফরোজ
সহকারী প্রধান শিক্ষক
(ইংরেজি ভার্সন)

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - কলেজ শাখা

মোঃ নূরে আলম ফেরদাউস
সহকারী অধ্যাপক
ইসলাম শিক্ষা

জেসমিন পারভীন
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি

মুসাররাত জাহান
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান

মোঃ শিহাব উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ আব্দুল মোতালেব
সহকারী অধ্যাপক
রসায়ন বিজ্ঞান

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা

শুভেন্দু কুমার সাহা
সহকারী অধ্যাপক
পরিসংখ্যান

মোঃ মাহবুব আলম
সহকারী অধ্যাপক
হিসাব বিজ্ঞান

মাসুদ করিম
সহকারী অধ্যাপক
গণিত

ইকবাল হোসেন মুন্সি
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা

মাহবুবুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
পদার্থ বিজ্ঞান

খান মোহাম্মদ ফজলুল করিম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - কলেজ শাখা

মাজহারুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
যুক্তিবিদ্যা

সাঈদুর রহমান প্রামানিক
সহকারী অধ্যাপক
ভূগোল

মিন্টু মিয়া
সহকারী অধ্যাপক
রসায়ন বিজ্ঞান

শাহিদা খানম
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস

মোঃ মুরশীদ আলম
সহকারী অধ্যাপক
উদ্ভিদবিজ্ঞান

কাজী তরিকুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং

মোঃ শাহীন মিয়া
প্রভাষক
ইংরেজি

মোঃ খায়রুল ইসলাম
প্রভাষক
গণিত

নাহিদ আফরোজ
প্রভাষক
প্রাণিবিজ্ঞান

যুবাইদা তানজীন
প্রভাষক
সমাজবিজ্ঞান

তানভীর মোস্তফা
প্রভাষক
ইংরেজি

নাঈমা সুলতানা
প্রভাষক
বাংলা

মুরাদ হোসেন
প্রভাষক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ আল-আমীন
প্রভাষক
পৌরনীতি

মোঃ রেদোয়ানুল করিম
প্রভাষক
ইসলমের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

নাসিমা আক্তার
প্রভাষক
ইংরেজি

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - কলেজ শাখা

মোশারফ হোসেন
প্রভাষক
বাংলা

পাপিয়া খান
প্রভাষক
বাংলা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
প্রভাষক
ইংরেজি

গৌতম কুমার সরকার
প্রভাষক
পদার্থবিজ্ঞান

শরীফুল ইসলাম
প্রভাষক
মার্কেটিং

মোঃ আমির হোসেন
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

জুলফা চৌধুরী
প্রভাষক
ইংরেজি

মোঃ শাহরিয়ার আলম
প্রভাষক
আইসিটি

মোঃ তারিকুল ইসলাম
প্রভাষক
প্রকৌশল অঙ্কন

মোঃ আশরাফুজ্জামান শাহ্
প্রভাষক
কৃষি শিক্ষা

মোঃ ইকরাম হোসেন
প্রভাষক
রসায়ন

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুনেম
প্রভাষক
আইসিটি

আব্দুল্লাহ্ আল সাদেক
প্রভাষক
পদার্থবিজ্ঞান

সাইফুদ্দিন আহমেদ শামীম
প্রভাষক
গণিত

মোঃ সজীব হাওলাদার
প্রভাষক
গণিত

মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস তানিয়া
কাউন্সিলর

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - কলেজ শাখা (ইংরেজি ভার্সন)

মোঃ এরশাদ আলী
প্রভাষক
বাংলা

মোঃ হুমায়ুন কবির
প্রভাষক
ইংরেজি

সাগর বড়ুয়া
প্রভাষক
রসায়ন বিজ্ঞান

ফয়সাল আমমেদ তারেক
প্রভাষক
উদ্ভিদবিজ্ঞান

ফারিয়া খাতুন
প্রভাষক
প্রাণিবিজ্ঞান

রুকাইয়া ইয়ামিন
প্রভাষক
পদার্থবিজ্ঞান

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - কলেজ শাখা

মির্জা জেসমিন বেগম
প্রদর্শক, রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ ইকবাল হোসেন
প্রদর্শক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

এ এস এম রায়হান উদ্দিন
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

আফরোজা আফতাব
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা (বাংলা ভার্সন)

মোহাম্মদ সোহেল রেজা
সিনিয়র শিক্ষক

ওয়াজিফা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক

কাজী মুহাঃ শামসুল হুদা
সিনিয়র শিক্ষক

মুহাঃ এরশাদ উল্যাহ
সিনিয়র শিক্ষক

মুহাঃ আইয়ুব আলী
সিনিয়র শিক্ষক

তারিকুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

শামসাদ বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

হামিদা আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

সাঈদা শাহীন সেতারা
সিনিয়র শিক্ষক

রোকসানা আমিন
সিনিয়র শিক্ষক

নাসিমা আখতার
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ জাকির হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক

নাজনীন খানম
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ ময়নুল হক
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আজিজুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

রূপ নারায়ণ সরকার
সিনিয়র শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

সাদিয়া আফরিন
সিনিয়র শিক্ষক

রোফেজা আকতার
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ মোশাররফ হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক

তাসলিমা বাসেত
সিনিয়র শিক্ষক

মোসাঃ এমরানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

লুৎফুন্নাহার
সিনিয়র শিক্ষক

সানজিদা পারভীন
সিনিয়র শিক্ষক

রওনক আরা
সিনিয়র শিক্ষক

আব্দুল মজিদ পরশ
সিনিয়র শিক্ষক

আফজালুন নাহার
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ তাজমিনুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

আবেদা সুলতানা ঝর্ণা
সিনিয়র শিক্ষক

কামরুন নাহার তানিয়া
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান মোস্তফা
সিনিয়র শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

শাহীনুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

কিরণ বড়ুয়া
সিনিয়র শিক্ষক

মোছাঃ মর্তুজা আকতার
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আমিরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

আস-সাদিক
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

কামরুল হাসান
সিনিয়র শিক্ষক

আল মামুন
সিনিয়র শিক্ষক

রেহানা আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

আশিস কুমার দাস
সিনিয়র শিক্ষক

শামসুন নাহার শান্তা
সিনিয়র শিক্ষক

তাহমিনা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক

গৌতম কুমার দেবনাথ
সিনিয়র শিক্ষক

সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

আব্দুর রশিদ
সিনিয়র শিক্ষক

স্বরূপ কুমার ভক্ত
সিনিয়র শিক্ষক

হারুন-অর-রশীদ
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আফাজ উদ্দিন পাঠান
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ সাইদুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

মোঃ রুহুল আমিন
সহকারী শিক্ষক

সিরাজাম মনিরা
সহকারী শিক্ষক

আফিফা নাসরীন
সহকারী শিক্ষক

নাজমা আক্তার
সহকারী শিক্ষক

ইমরান হোসাইন
সহকারী শিক্ষক

মোঃ নুর আলম সিদ্দিক
সহকারী শিক্ষক

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আব্দুল্লাহ্
সহকারী শিক্ষক

পরিমল চন্দ্র সরকার
সহকারী শিক্ষক

সুমন চন্দ্র রায়
সহকারী শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

মোঃ সাইফ উদ্দিন সোহেল
সহকারী শিক্ষক

উম্মে হাবিবা
সহকারী শিক্ষক

নরিন সিকদার বনি
সহকারী শিক্ষক

আফিয়া সুলতানা রাখী
সহকারী শিক্ষক

তাসনীম ফেরদৌস
সহকারী শিক্ষক

মেহেনাজ শফিক
সহকারী শিক্ষক

সায়মা সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

মোসাঃ সাইলা ইয়াসমিন
সহকারী শিক্ষক

আইরিন সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

মামুনুর রশীদ
সহকারী শিক্ষক

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী শিক্ষক

দীপক চন্দ্র বল্লভ
সহকারী শিক্ষক

মোঃ কামরুজ্জামান
সহকারী শিক্ষক

শামিমা নারগিস
সহকারী শিক্ষক

ফারজানা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

মোঃ আমির হোসেন স্বপন
সংগীত শিক্ষক

সেলিনা আক্তার
সহকারী শিক্ষক

মোঃ ফিরোজ আলী
সহকারী শিক্ষক

নাদিয়া ইসলাম চামেলী
সহকারী শিক্ষক

নাসরিন জাহান
সহকারী শিক্ষক

যারীন তাসনিম
সহকারী শিক্ষক

মোহাম্মদ আল আমিন বিল্লাহ
সহকারী শিক্ষক

সৈয়দা ফাতেমা সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

আমেনা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

নীলুফা আক্তার
সহকারী শিক্ষক

লুৎফুন্নাহার আইরিন
সহকারী শিক্ষক

রুবিনা ইয়াসমিন স্মৃতি
সহকারী শিক্ষক

সানজিদা রহমান
সহকারী শিক্ষক

ফারজানা লোবান
সহকারী শিক্ষক

শাহীনা সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

শাহিদা পারভিন
সহকারী শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

সামিয়া সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

মোঃ সাইদুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

মোঃ জাকারিয়া
সহকারী শিক্ষক

মোঃ হাফিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আকবর হোসাইন
সহকারী শিক্ষক

মোঃ নাইম আলী
সহকারী শিক্ষক

ফারহান নওরোজ নুর
সহকারী শিক্ষক

সুস্মিতা সংগীতা মৃধা
সহকারী শিক্ষক

দীপক চন্দ্র দাস
সহকারী শিক্ষক

শ্রী লালন কুমার
সহকারী শিক্ষক

সুমাইয়া হোসেন অর্পা
সহকারী শিক্ষক

ঈশিতা আক্তার সুচী
সহকারী শিক্ষক

শারমীন সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

শামসুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

সোনিয়া খাতুন
সহকারী শিক্ষক

ইমাম হোসেন
সহকারী শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - স্কুল শাখা

মাহমুদা আক্তার
সহকারী শিক্ষক

নূর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ্
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আল আমিন হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মোঃ নাজমুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

মুক্তা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

কানিজ ফাতেমা
সহকারী শিক্ষক

মোসাঃ ফেরদৌস বেগম
সহকারী শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - ইংরেজি ভার্সন

খন্দকার সেলিনা আফরোজ
সিনিয়র শিক্ষক

শামসুন নাহার
সিনিয়র শিক্ষক

আনজুমান আরা রিপা
সিনিয়র শিক্ষক

মাহবুবা আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ আলী
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আবু সুফিয়ান
সিনিয়র শিক্ষক

ফারহানা আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - ইংরেজি ভার্সন

মাহমুদা রহমান (মুন্নি)
সহকারী শিক্ষক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

তাজনিন সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আব্দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

মানসুরা হাসান
সহকারী শিক্ষক

ইমরান আহমেদ
সহকারী শিক্ষক

মোঃ গোলাম মুক্তাদির
সহকারী শিক্ষক

তনুশ্রী বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক

ফাতেমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

নুসরাত সিদ্দিকা
সহকারী শিক্ষক

সোনিয়া শাহিন মুক্তি
সহকারী শিক্ষক

লায়লা নাসরিন
সহকারী শিক্ষক

ফ্যাকাল্টি মেম্বারস - ইংরেজি ভার্সন

শাম্মী আক্তার
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ
সহকারী শিক্ষক

আইরিন আক্তার
সহকারী শিক্ষক

তানভিন সুলতানা চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

আশিক উজ জামান চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

জেনসি হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক

মোসাঃ ফারহানা নাসরীন
সহকারী শিক্ষক

মোঃ রায়হান
সহকারী শিক্ষক

আয়েশা সিদ্দিকা
সহকারী শিক্ষক

খন্দকার শামীমা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক

অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ মুসলিম উদ্দিন আহম্মদ
অফিস সুপার

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়া
হিসাব রক্ষক

মোঃ গোলাম মোস্তফা (অবঃ)
মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট

মোঃ লুৎফর রহমান
হিসাব সহকারী

জিতেন্দ্র নারায়ণ তালুকদার
অফিস সহকারী

মোঃ জাকির হোসাইন
অফিস সহকারী

মোঃ আবুল হাশেম
হিসাব সহকারী

মোঃ কামরুল হাসান
হিসাব সহকারী

মোঃ রুহুল আমিন
হিসাব সহকারী

মোঃ ইমদাদুল হক চৌধুরী
অফিস সহকারী

নিমাই চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী

মোঃ রাশেদুজ্জামান
ল্যাব সহকারী (আইসিটি)

মোঃ সাদেকুল ইসলাম আকন্দ
ল্যাব সহকারী (জীববিজ্ঞান)

মোঃ নূর আলম
ল্যাব সহকারী (রসায়ন)

মোঃ মনির হোসেন
ল্যাব এটেন্ড্যান্ট

অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
হিসাব সহকারী

জান্নাতুল ফেরদৌস
অফিস সহকারী

মুস্তারী
চিকিৎসা সহকারী

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
অফিস সহকারী

শফিউল্লাহ
হিসাব সহকারী

মোঃ রাকিবুজ্জামান হাসান
অফিস সহকারী

লাইলী আক্তার
অফিস সহকারী

মোঃ মোস্তফা কামাল
ড্রাইভার

মোঃ আতিকুর রহমান
টেকনিশিয়ান

মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান
ফটোকপি অপারেটর

নিত্য দিনের সহযোগী

মোঃ রফিকুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোঃ নূর হোসেন
অফিস সহায়ক

মোঃ আব্দুল আউয়াল
অফিস সহায়ক

মোঃ নিজামুল ইমরান বারী
অফিস সহায়ক

শাহীনুর রহমান
ল্যাব সহায়ক

বাছির উদ্দিন পাঠান
ল্যাব সহায়ক

শহীদুল ইসলাম
প্রহরী

মোঃ মহব্বত আলী
প্রহরী - ইলেক্ট্রিশিয়ান

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রহরী

মোছাঃ আমিনা খাতুন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মনি বেগম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

শেখ ইসমাইল হোসেন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মোঃ জামাল উদ্দিন তালুকদার
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মাইনুল হক হাওলাদার
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

শিরিন আক্তার
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

সালেহা বেগম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মর্জিনা বেগম
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

শাহিনা আক্তার
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মোঃ আল আমিন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

সোহেল রানা
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

নিত্যদিনের সহযোগী

লুনা বেগম
অফিস সহায়ক

মোঃ ছলিম
প্রহরী

মোঃ জসিম উদ্দিন
অফিস সহায়ক

রওশন আরা
অফিস সহায়ক

মুকুল শেখ
অফিস সহায়ক

মোঃ রকিব মিয়া
অফিস সহায়ক

মোঃ ইব্রাহীম খলিল
অফিস সহায়ক

মোঃ লেবু মিয়া
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

রুমি আক্তার
আয়া

মোসাঃ আদুরি খাতুন
আয়া

মোঃ মিজানুর রহমান
কার্পেন্টার

মোঃ মাসুদ রানা
নিত্য সহায়ক

মোঃ জাকিউল ইসলাম
নিত্য সহায়ক

আবুল কাশেম
নিত্য সহায়ক

মোঃ রবিকুল ইসলাম
নিত্য সহায়ক

মোঃ রাকিব হোসেন
নিত্য সহায়ক

মোছাঃ স্মৃতি খাতুন
নিত্য সহায়ক

মোছাঃ সুরজিনা আক্তার
নিত্য সহায়ক

মোসাঃ মর্জিনা খাতুন
নিত্য সহায়ক

২০২১-২০২২ এ শাহীনে কর্মজীবন শেষ করলেন যাঁরা

হেলেন শামসি
সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান
যোগদানঃ ১৫-০৬-১৯৮৬ খ্রি.
অবসরঃ ৩১-০৭-২০২১ খ্রি.

লুৎফা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক
যোগদানঃ ১৪-০৭-১৯৮৮ খ্রি.
অবসরঃ ০২-০১-২০২১ খ্রি.

মুহাঃ শাকের আমিন
সিনিয়র শিক্ষক
যোগদানঃ ২২-১০-১৯৮৬ খ্রি.
অবসরঃ ০১-০৯-২০২১ খ্রি.

সুলতানুল আরেফিন বারী
সিনিয়র শিক্ষক
যোগদানঃ ২০-০৭-১৯৯৪ খ্রি.
অবসরঃ ০৩-০৫-২০২১ খ্রি.

লায়লা পারভীন
সিনিয়র শিক্ষক
যোগদানঃ ২০-১০-১৯৮৬ খ্রি.
অবসরঃ ০১-০১-২০২২ খ্রি.

নুরুন নাহার খান উর্মি
সহকারী গ্রন্থাগারিক
যোগদানঃ ০১-০২-১৯৮৪ খ্রি.
অবসরঃ ০১-০৫-২০২১ খ্রি.

রফিকুল ইসলাম
নিত্য দিনের সহযোগী
যোগদানঃ ১৯-১১-১৯৮০ খ্রি.
অবসরঃ ১২-১০-২০২২ খ্রি.

২০২১-এ শাহীন হারিয়েছে যাঁকে

মোঃ আমিনুল ইসলাম

যোগদানঃ ০১-১০-১৯৮৬ খ্রি.
মৃত্যুঃ ০৫-০২-২০২১ খ্রি.

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

নতুন শপথে দীপ্ত বাঙালি; সোনালি স্বপ্নে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

১৯৭১ সাল থেকে ২০২১ সাল। হাটি হাটি পা পা করে অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে আমরা অতিক্রম করেছি বিজয়ের পঞ্চাশ বছর; উৎযাপন করেছি স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী। এটা আমাদের দেশ ও জাতির জন্য মহা আনন্দের; মহা গৌরবের। শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে সকল বাধা-বিপত্তি-ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে এবং দারিদ্র্য-ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। যোগাযোগের ব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রোরেল, অসংখ্য ফ্লাইওভারসহ প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক নানা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য-সেবা ও কৃষি-সেবাসহ অন্যান্য অর্জনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বনন্দিত। আজ আমরা বিশ্বসভায় একটি সম্মানজনক স্থানে অবস্থান করছি।

২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের স্মরণীয় দুই শুভক্ষণ। পরাধীনতার শিকল ভেঙে দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ ধরে বাঙালি জাতি পেয়েছে হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে। মুজিববর্ষ পালনের মহান স্বর্ণালি-সময়েই উদযাপিত হয়েছে স্বাধীনতা ও বিজয়ের পঞ্চাশ বছর। এমন মাহেন্দ্রক্ষণে পুরো জাতি উচ্ছ্বসিত; উজ্জীবিত নতুন স্বপ্নে।

বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সারাদেশের মানুষকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকল বিভাগীয় জেলা, উপজেলা, স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গণে দেশব্যাপী একযোগে জাতীয় পতাকা হাতে সবাই শপথ বাক্য পাঠ করেন। সমস্বরে সকলে যে শপথ পাঠ করেছেন তা হলো:-

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

শপথ পাঠ করাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শপথ পাঠ করছেন বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার শিক্ষক মন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। আজ দৃপ্তকণ্ঠে শপথ করছি যে, শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না-দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উন্নত, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সোনার বাংলা গড়ে তুলব। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ-প্লাজায় বিশেষ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ও আমন্ত্রিত অতিথি ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু

মনোমুগ্ধকর আতশবাজি

চোখ ধাঁধানো আলোক সজ্জা

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সম্মিলিত বাহিনীর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ

একাডেমিসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা।

সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। '১৬ই ডিসেম্বর,

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

২০২১'-এর প্রথম প্রহরে ৩১ বার তোপধ্বনি দিয়ে শুরু হয় দিনের কার্যক্রম। এরপর মধ্যরাত থেকে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আতশবাজি ফোটানো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়। বিজয় দিবসে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমন্ত্রিত অতিথি ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। কুচকাওয়াজে বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসার, ভিডিপিসহ বিভিন্ন বাহিনী অংশ নেয়। আকাশ থেকে পতাকা উড়িয়ে অবতরণ করেন ছত্রীসেনা দল। বাংলাদেশি বাহিনীর সাথে কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মেক্সিকো ও ভুটান-এর সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সদস্য।

স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হবে- এই প্রত্যাশা প্রতিটি বাঙালির। এই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে আমাদের প্রত্যেককেই যার যার অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে। চলমান উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারলে নিশ্চয়ই উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হবে। আমরা সেই স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের দিকেই তাকিয়ে আছি।

গ্রন্থনায়

খান মোহাম্মদ ফজলুল করিম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
সম্পাদক, 'প্রবাহ ২০২১-২০২২'

বঙ্গবন্ধু ও বাংলার স্বাধীনতা

অঙ্কনে

অন্বেষা মল্লিক
শ্রেনিঃ অষ্টম
শাখাঃ ডায়মন্ড
রোলঃ ১৪৬

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ রাকিবুল ইসলাম
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ সিগমা
রোলঃ ১৯০৮

বীরশ্রেষ্ঠ পদক

সাত বীরশ্রেষ্ঠ আমাদের গর্ব

'বীরশ্রেষ্ঠ' - শব্দটি ছোট মনে হলেও এর গুরুত্ব আসমান সমান। 'বীরশ্রেষ্ঠ' বীরত্বের জন্য প্রদত্ত বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সামরিক পুরস্কার। যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ দেয়া হয় 'বীরশ্রেষ্ঠ' সম্মাননা। গুরুত্বের ক্রমানুসারে বীরত্বের জন্য প্রদত্ত বাংলাদেশের অন্যান্য সামরিক পদক হলোঃ বীরোত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক। যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপনকারী যোদ্ধাদের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বীরশ্রেষ্ঠ' পদক দেওয়া হয়। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ

হলেনঃ-

(১) ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ
(২) সিপাহী মোঃ মোস্তফা কামাল
(৩) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
(৪) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
(৫) সিপাহী হামিদুর রহমান
(৬) আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন
(৭) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

এরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন বাংলার মুক্তির জন্য। এরা আমাদের জাতির গর্ব, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। নিম্নে এদের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ-

১. ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ

মুন্সি আব্দুর রউফ (১৯৪৩-১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চরম সাহসিকতা আর অসামান্য বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সাতজন বীরকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৯৬৩ সালের ৮ মে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে যোগদান করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি নিয়মিত পদাতিক সৈন্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুড়িঘাট গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল (মতান্তরে ২০ এপ্রিল) তিনি মর্টার শেলের আঘাতে শহীদ হন। তাঁকে রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাটে একটি টিলার ওপর সমাহিত করা হয়।

২. সিপাহী মোস্তফা কামাল

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (১৯৪৭-১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। তার পৈতৃক নিবাস ভোলা জেলার হাজীপুর গ্রামে। মোস্তফা কামাল জীবন বাজি রেখে অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় সমাহিত করা হয়।

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (১৯৪১-১৯৭১) বাংলাদেশের একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। তার জন্ম ঢাকাতে এবং মৃত্যু হয় পাকিস্তানে। তাঁকে পাকিস্তানে সমাহিত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে তাঁর মরদেহ ২০০৬ সালের ২৩ শে জুন বাংলাদেশে নিয়ে এসে সমাহিত করা হয়।

৪. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

নূর মোহাম্মদ শেখ (১৯৩৬-১৯৭১) দীর্ঘদিন দিনাজপুর সীমান্তে চাকরি করেন। ১৯৭০ সালের ১০ জুলাই নূর মোহাম্মদকে দিনাজপুর থেকে যশোর সেক্টরে বদলি করা হয়। এরপর তিনি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালে যশোর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ৮নং সেক্টরে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন। প্রবল বিক্রমে জীবনপণ লড়াই করে নূর মোহাম্মদ শেখ শহিদ হন। তিনি আমাদের গর্ব।

৫. সিপাহী হামিদুর রহমান

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (১৯৫৩-১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি দেশের জন্য মরণপণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন।

৬. আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৯৩৫-১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। নোয়াখালীর কৃতী সন্তান ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ চলা-কালে খুলনায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকারদের ছোড়া বোমার আঘাতে দগ্ধ হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন নৌবাহিনীর সদস্য রুহুল আমিনের বীরত্বসূচক ভূমিকা জাতি আজীবন স্মরণ রাখবে।

৭. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (১৯৪৯-১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিবাহিনীর ৭নং সেক্টরে কর্মরত ছিলেন। মহানন্দা নদীর তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষা ভাঙার প্রচেষ্টার সময় তিনি শহীদ হন। তার উদ্যোগে মুক্তিবাহিনী ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। যার ফলস্বরূপ মুক্তিবাহিনী প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে এবং ঐ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়। তাঁর সম্মানে ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান ফটকের নাম 'শহীদ জাহাঙ্গীর গেট' নামকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে বীরশ্রেষ্ঠদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত মিশে আছে এই মাটিতে, সেই তাজা রক্তের গন্ধ কী এতো সহজেই মুছে যাবে? আমার দেশের এসব সোনার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে উনিশশো একাত্তরে। সেদিন যুদ্ধে যদি দেশের এই সোনার সন্তানেরা গর্জে না উঠতো, তবে আজও হয়তো আমাদেরকে পাকিস্তানিদের দাসত্ব করতে হতো। যাদের জন্য স্বাধীনতা পেয়েছি, তাঁদের সম্মান করতে হবে। তবেই স্বাধীনতার সার্থকতা ফুটে উঠবে এই বাংলায়।

সূচিপত্র

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

আমার একুশ ৪৬
স্বাধীনতা ৪৬
বিড়ালছানার জন্মদিনে ৪৬
সাঁতার শেখা ৪৭
আমাদের বাংলাদেশ ৪৭
শপথ ৪৮
বন্ধু ৪৮
আয়নায় নিজের ছবি ৪৯
বর্ষাকাল ৪৯
ছাত্রজীবন ৫০
সেসব দিনের কথা ৫০
ভাষার গান ৫১
দেখা হবে ৫১
কবিতা ৫২
করোনা কাল ৫২
মনের আশা ৫৩
সৃষ্টিকর্তা ৫৩
মায়ের ভালোবাসা ৫৪
বন্ধুত্ব ৫৪
মনে পড়ে ৫৫
গাছ ৫৫
অকস্মাৎ বৃষ্টিপাত ৫৬
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা ৫৭
অঙ্ক শিক্ষা ৫৭
শিক্ষক ৫৮
চিরঋণী ৫৮
আঁধার থেকে আলোতে ৫৯
বন্ধুত্বের পরিণতি ৫৯

আলোকচিত্রে আলোকোজ্জ্বল শাহীনেরা ৬০-১০০

সাহিত্য - কথায় শাহীন শিক্ষার্থী

ঘুরে এলাম কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ১০২
মানুষ কী বলবে? ১০৩
হেলেন কেলার ১০৪
লিভিং ইগল ১০৫
বারমুডা ট্রায়াঙ্গল: রহস্য নাকি গুজব ১০৫
রাতের আঁধারে ভূতুরে লাশ ১০৭
হাঁরঘে বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০৮
ওসিন থেকে নোসিন, নোসিন থেকে নোসিন-চান ১০৯
SIR-(নিকাসা) ১১০
মিশর রহস্যঃ পিরামিডের রোমাঞ্চিত অধ্যায় ১১১
এক নজরে সিলেটের দর্শনীয় স্থান ১১২
অন্তিম বার্তা ১১৫
আমার প্রাণী পরিবার ১১৬

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সমাদরশূন্য ফুলের প্রসঙ্গ ১২১
বঙ্গবন্ধু পাঠ ও দর্শন কেন প্রয়োজন ১২৩
আহ্বান ১২৬
সুস্থ জীবনের জন্য খেলাধূলা ১২৭
জাতকের তিনটি গল্প ১২৯

সূচিপত্র

Literary Gossip English Writing (Students)

Bengali Our Mother Tongue	133
My Mother	134
The Quran	134
The Awakening	135
James Webb Space Telescope	136
A Little about Our Parents	137
Stephen Hawking	138
My Mother is a Housewife; Nevertheless	140
Some Amazing Facts about the Universe	141
The Promise	142
Facts about the World	143
Some Unknown Facts of the World	143
Funny Jokes	144
Jokes	144

Literary Gossip English Writing (Teachers)

Glorious 50 years of BAF Shaheen College Kurmitola	146
Nawab Salimullah: the Father of Muslim Nationalism in Bengal	150
স্মৃতির পাতায় বর্ণিল শাহীন	১৫৫-১৮২
বিচিত্রা সম্ভার	১৮৪-২০১
রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি	২০৩-২০৮

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

ছন্দ যতির শব্দবন্ধে
জাগ্রত শাহীনেরা

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

সারাহ্ আশরাফী
শ্রেণিঃ প্রথম
শাখাঃ সানফ্লাওয়ার
রোলঃ ১০৬

আমার একুশ

আমার একুশ মিশে আছে-
আমার সোনার বাংলায়।
আমার একুশ মিশে আছে,
সকালের সোনালি আভায়।
আমার একুশ মিশে আছে,
হেমন্তের রুপালি শিশিরে।
আমার একুশ মিশে আছে,
ফাগুনের তপ্ত দুপুরে।
আমার একুশ মিশে আছে,
সবুজ ঘাসের বুকে।
আমার একুশ মিশে আছে,
পথের বাঁকে শিমুলের ডালে।

অজরা আজিজ লামিয়া
শ্রেণিঃ প্রথম
শাখাঃ মেরিগোল্ড
রোলঃ ২১৬

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!
এসেছো তুমি লাখো শহিদের
রক্তের বিনিময়ে।
এসেছো তুমি কৃষ্ণচূড়া রঙে,
এসেছো তুমি রক্তজবা হয়ে-
রাজপথ রাঙিয়ে।
শুনেছি সেই গল্প;
সাত কোটি মানুষের বীরত্বের কথা।
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এসেছো তুমি।
মা বোনের চোখের জলের স্রোতে-
স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!
এসেছো তুমি গোলাপ হয়ে।

মরিয়ম আক্তার রামিসা
শ্রেণিঃ দ্বিতীয়
শাখাঃ মেঘনা
রোলঃ ৭৪৯

বিড়ালছানার জন্মদিনে

বিড়ালছানার জন্মদিনে,
আসলো কুকুর ছানা।
মুরগি, হাঁস আর ইঁদুর ছানার,
ব্যাপার ছিল জানা।
দাওয়াতে আসলো সবাই,
আসলো চড়ুই ছানা।
বাঁদরছানা আনলো কেক আর,
অনেক রকম খানা।
সবাই যখন আসলো তখন,
বলল কুকুর ঘেউ।
বিড়ালছানার জন্মদিনে,
গাইবে না গান কেউ।
সবাই মিলে গাইল গান,
হ্যাপি বার্থডে টু ইউ,
বলল বিড়ালছানা মিউ মিউ।

মেজবাহ্ উদ্দিন আকন্দ
শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ কর্ণফুলী
রোলঃ ৫৩০

সাঁতার শেখা

সাঁতার তুমি এমন কেন?
এতই ভয়ংকর!
কোমর-পানিতে নামলে আমার,
বুক করে ধড়ফড়।
পুকুর জলে নামছি যখন,
শান–বাঁধানো ঘাটে।
মনটা কেমন করছে ধুঁকধুঁক,
ভয়ের রাজ্যের হাটে।
হাজার চেষ্টার পরে আমি,
ভিজাই যখন গা।
পানির মধ্যে ডিগবাজি খাই,
পারি না তো আর তা।
কেমনে আমি শিখবো সাঁতার?
কাঁপে যে মোর পা।
তোমরা কেমনে শিখলে সাঁতার,
আমায় বলো না।

মনোত্তম চাকমা
শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ সিলভিয়া
রোলঃ ০৬

আমাদের বাংলাদেশ

ষড়ঋতুর এই দেশ
মাঠ ভরা সোনালি ধান
নদী ভরা মাছ,
গাছে-গাছে, ফুল-ফল প্রকৃতির অবদান।
পাখির কূজনে মোহিত বাঙালির প্রাণ।
গ্রীষ্ম আনে উষ্ণতা;
বর্ষা আনে জলধারা।
শরতে ফোটে কাশফুল,
হেমন্তে ফসল ভরা মাঠ।
বসন্তের প্রকৃতি নেয় নতুন সাজ,
ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যে ভরা এই তো বাংলাদেশ

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

ফরহাদ জাহিন আবির

শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ কাঞ্চন
রোলঃ ৭০২

শপথ

সদা সত্য কথা বলব,
ন্যায়ের পথে চলবো।
পড়ার সময় পড়া, শুধু খাওয়ার সময়ই খাবো,
আর খেলার সময় খেলবো মোরা, আনন্দেতে মাতবো।
মিথ্যাটাকে ত্যাগ করেছি,
অসৎ সঙ্গের পাল ছিঁড়েছি।
ভালো থাকার প্রত্যয়ে আজ গাঁট বেঁধেছি-
মূল্যবোধের অবক্ষয়টা রুখবো বলে,
নৈতিকতার পরেছি তাজ।
তাড়াব আজ যারা দেশদ্রোহীর দলে,
সেই রণমূর্তির ধরেছি সাজ।
সোনার বাংলা গড়বো,
এই শপথ নিয়েছি আজ।

সানজিদা আক্তার

শ্রেণিঃ পঞ্চম
শাখাঃ সূর্যমুখী
রোলঃ ১৩৮

বন্ধু

বন্ধু মানে মস্ত আকাশ, আকাশ ভরা নীল,
বন্ধু মানে উড়ন্ত আর দুরন্ত গাঙচিল।
বন্ধু মানে সকালবেলা, বন্ধু মানে সাজ,
বন্ধু মানে মনের কথা বলতে নাহি লাজ।
বন্ধু মানে ফাঁকা মাঠে একটুখানি হাওয়া,
বন্ধু মানে এই জীবনে অনেক খানি পাওয়া।
বন্ধু মানে ঝুম-বৃষ্টি, বন্ধু দখিন হাওয়া;
বন্ধু মানে অল্প খাবার মিলেমিশে খাওয়া।
বন্ধু মানে শরৎকালের শুভ্র মেঘের ভেলা,
বন্ধু মানে ঝগড়া ভুলে, আবার শুরু খেলা।
বন্ধু মানেই ফাগুন হাওয়া, ফুল ফোটানোর রাত,
বন্ধু মানে সুখে-দুঃখে বাড়িয়ে দেওয়া হাত।
ভালোবাসি বন্ধু তোকে, বড্ড ভালোবাসি,
মান-অভিমান ভুলে গিয়ে বারবার কাছে আসি।

জুলিয়া তাসলিম
শ্রেণিঃ পঞ্চম
শাখাঃ জুঁই
রোলঃ ৩১১

আয়নায় নিজের ছবি

হাসলে কেমন লাগে?
কাঁদলে কেমন লাগে?
কেমন লাগে মুখটা যখন-
লাল হয়ে যায় রাগে।
ভেংচি যখন কাটে,
আবার যখন চাটে-
হঠাৎ কখন ডিগবাজি দেয়,
উল্টো হয়ে খাটে।
কেমন লাগে নিজেই দেখে,
নিজের ছবি আয়নায়।
হেসে-কেঁদে রেগে-মেগে,
নানা রকম বায়নায়।

নাহিয়ান তাসনীম
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২১৪

বর্ষাকাল

এইতো এলো বর্ষাকাল!
দিনরাত শুধু বৃষ্টি,
রিমঝিম তার শব্দ মনে,
আনন্দ করে সৃষ্টি।
পথের বাঁকে, বনে-বাদাড়ে,
কেয়া কদমের বাস,
ভরা নদী-নালা, পুকুর জলে-
খেলছে রাজহাঁস!
বর্ষা এলে হাটে বসে,
দেশি মাছের মেলা।
বিলে-ঝিলে দুরন্ত কিশোর-
ভাসায় কত ভেলা।
বর্ষায় আসে বানের জোয়ার,
ডুবে যায় বসত-বাড়ি।
লাখো মানুষ পানিবন্দি,
করে আহাজারি।
এই ঋতুতে কারও দুঃখ,
কারও সুখের কাল।
এই সুখ-দুঃখ মিলিয়েই,
কাটে বর্ষাকাল।

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

মাইশা মালিহা (রুহ)
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৪১

ছাত্রজীবন

ছাত্রজীবন লেখা পড়ার,
ছাত্রজীবন অনেক শেখার।
ছাত্রজীবন অতি সংগ্রামী,
ছাত্রজীবন বেশ অগ্রগামী।
ছাত্রজীবন ঊষার আলো,
ছাত্রজীবন বড়ই ভালো।
ছাত্রজীবন কত সুখের,
ছাত্রজীবন ঝড় তুফানের।
ছাত্রজীবন আশার আলো,
ছাত্রজীবন মানে ভাগ্য ভীষণ ভালো।
ছাত্রজীবন শ্রমের আর সাধনার,
নতুন পথে অগ্রযাত্রার।
ছাত্রজীবন স্বপ্নভরা আনন্দ-ভুবন,
ছাত্রজীবন জ্ঞান-সাধনা সারাক্ষণ।

মিশকাতুল জান্নাত
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ গোল্ড
রোলঃ ১৫৯

সেসব দিনের কথা

সেই কবে যে তিন টাকা মণ চাল ছিলো,
গোয়ালভরা বিশ বলদের হাল ছিলো।
মাঠভরা সোনার ধানের সম্ভার ছিলো,
কিষাণ-বউয়ের ধান উড়ানোর ধুম ছিলো।
সকাল বেলা গাই দোহনের তাড়া ছিলো,
সাত সকালে লাল মোরগের ডাক ছিলো।
জেলে-কিষাণ-মাঝির গলায় গান ছিলো,
জারি-সারি-মারফতির চল ছিলো।
রাত্রি জেগে যাত্রা দেখার ঢল ছিলো,
এসব কিছু গেল কোথায়?
জানতে চাইলে উত্তর আসে;
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

জারিন আফনীন অহনা
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৬৯

ভাষার গান

আমার স্নেহ ও ভালোবাসা,
আমার স্বপ্ন আমার আশা।
আমার ভালোবাসার ভাষা,
বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।
আমার সুখ ও আমার শান্তি,
আমার মায়ের মুখের ক্লান্তি।
জন্ম-মৃত্যু কান্না-হাসা,
বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।
আমার গানে, আমার সুর,
শহর-গাঁয়ে, গঞ্জে-পুরে।
মিলায় গলা মজুর-চাষা,
বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।

মাসিয়াত তাসমিয়া রূপকথা
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ পায়রা
রোলঃ ৭৫৮

দেখা হবে

কোনো এক জায়গায়,
কোনো এক শহরে।
কোনো এক পল্লিতে,
কোনো এক পথে।
কোনো এক খোলা-মেলা মাঠে,
অথবা বদ্ধ ঘরেতে,
আমাদের সকলের একদিন–
দেখা হবে।

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

জান্নাতুল ফেরদৌস নির্জলা
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ পিকক
রোলঃ ৬২৩

কবিতা

প্রত্যক্ষ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হলো-কবিতা,
অনেক বিশ্বস্ত বন্ধুর থেকে প্রতারিত হওয়ার
নামই হলো-কবিতা।
দুঃখের গল্প ঢেলে সাজানোর নাম কবিতা,
জীবনের প্রতিটি ব্যথাই এক একটি কবিতা।
জীবনের এক একটি ব্যর্থতা যেন একটি কবিতা।
ফুটপাতে শুয়ে থাকা আর্তনাদকারী মানুষের
চিৎকারই হলো-কবিতা।
ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগই হলো কবিতা
শৈশব থেকে বর্তমান এই দুই সময়ের
ব্যবধানই হলো কবিতা।
ধনী-গরিবের বৈষম্যের প্রতিচ্ছবিই হলো কবিতা,
অবহেলিত মায়ের সন্তানের জন্য জমে থাকা
ভালোবাসাই হলো কবিতা।
বারবার ব্যর্থ হয়ে সফলতার চেষ্টা করার
অদম্য ইচ্ছা হলো কবিতা।
সৎ পথে থেকে বাধা মোকাবেলা করার
চেষ্টাই হলো কবিতা।
চরম দুঃসময়ে বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোই কবিতা
আর জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার নামই কবিতা।

হাবজা আল নুবাইয়াত
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ পিকক
রোলঃ ৬৫১

করোনা কাল

আগের দিনগুলো ভালো ছিল,
স্কুল ছিল বেশ!
২০১৯-এ করোনা এসে করেছিল শেষ।
মহামারি আকার হয়ে সে ধ্বংস করল বিশ্ব,
স্কুলের সেই সুখের দিনগুলোকে-
আগের মতো পাই না ফিরে আর।
অনলাইনে ক্লাস করতে ভাল্লাগে কার?
যান্ত্রিক ক্লাস করে আমাদের জীবনটাই বরবাদ।
বন্ধু পাইনা, দেখা হয় না,
এক সাথে আর হাঁটা হয় না।
সুখের সেই দিনগুলো খুঁজে বেড়াই,
দস্যু করোনার হাত থেকে রেহাই চাই।
ফিরে পেতে চাই চিরচেনা ক্লাস,
হারিয়ে যাওয়া বারান্দা-
সবুজ ঘাসের মাঠ-
শিক্ষকদের ভালোবাসার মন্ত্রে-
উজ্জীবিত হতে চাই আবার।
করোনা নিপাত যাক,
আনন্দ মুক্তি পাক।

এসএম ইফতেখার নূর
শ্রেণি ঃ সপ্তম
শাখা ঃ স্কাইলার্ক
রোল ঃ ৩৩০

মনের আশা

মনের কষ্ট ভুলিয়া যাও,
আপন হৃদয়ের সব কথা বলিয়া দাও।
আমি বলিনি তোমায় জীবনদান করিতে,
আমি বলেছি শুধু হাল ধরিতে।
মানুষের প্রধান সান্ত্বনার উৎস নয় ধন,
মানুষের প্রধান সান্ত্বনার জায়গা একটি মানবিক মন।
সুখের সন্ধানে না বেরিয়ে আল্লাহর ইবাদত করো,
হালাল রুজির জন্য সত্যের পথ ধরো।
আসবে সুখ, আসবে শান্তি,
ঘুচিবে দুঃখ, দূর হবে ক্লান্তি।
মনের আশা হবে পূর্ণ,
দুঃখ-ব্যথা হবে চূর্ণ।

নাফিস মাহমুদ ফুয়াদ
শ্রেণি ঃ অষ্টম
শাখা ঃ ডায়না
রোল ঃ ৪০৫

সৃষ্টিকর্তা

হে আল্লাহ, তুমি মেহেরবান,
তুমি দয়াবান।
তুমি সৃষ্টি করেছো সব,
তুমি মোদের রব।
আমরা শুধু করি তোমারই ইবাদত,
তোমার দয়ায় বেঁচে থাকি
তোমার দয়ায় পথ চলি।
বিচার দিনে তুমি মোদের
শাস্তি দিও না।
শপথ করছি তোমার নামে
নামাজ ছাড়ব না।

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

মাহি-আল-মাহমুদ
শ্রেণি ঃ অষ্টম
শাখা ঃ ডায়না
রোল ঃ ৪১৮

মায়ের ভালোবাসা

মায়ের কথা যখন ভাবি,
দুচোখ যায় ভিজে।
কেমন করে বুঝব মাগো-
কষ্ট আমার কী যে।
তোমার কথা মনে হলে,
কী যে করি কী যে ভাবি-
মন মানে না দেখি ছবি-
ফাঁকা ফাঁকা সবই।
মনের ভেতর ভেসে ওঠে-
মা হারানোর ব্যথা।
সবাই যদিও আছে পাশে,
তবুও ভুলতে পারি না।
আমার লক্ষ্মী মায়ের কথা,
ভাই বোনেরা সাথে গেলে-
আদর সোহাগ করে,
তারপরেও মায়ের স্মৃতি-
বুকে রাখি ধরে।
হারিয়ে গেছে মা আমার,
হারিয়ে গেছে সুর।
মাগো তোমার দেখা পেতে-
যাব কতদূর!

মেহরাব হোসেন আরাদ
শ্রেণি ঃ নবম
শাখা ঃ মার্কারী
রোল ঃ ২৩৬

বন্ধুত্ব

আমাদের এতদিনের পরিচিতিতে,
হলো বন্ধুত্ব এবার।
সকল বাধা পেরিয়ে হবো,
সাতসমুদ্র পার।
একসাথে মোরা করবো জয়,
পেরিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি ভয়।
এত বিপত্তি পেরিয়ে এবার,
যাব মোরা একসাথে।
একসাথে মোরা করবো কাজ,
কোনো কাজে রাখবো না লাজ।
প্রতিদিনই আমাদের ঝগড়া হয়,
তবুও মোদের বন্ধুত্ব অটুট রয়।
বন্ধুত্বের খাতিরে এগিয়ে আসি বারবার,
এ বন্ধুত্ব নয় কভু হারাবার।

সামিয়া হক
শ্রেণি ঃ অষ্টম
শাখা ঃ ড্যাফোডিল
রোল ঃ ৬৩০

মনে পড়ে

মাকে আমার পড়ে না মনে,
সর্বদা কর্মময়ে।
শুধু খেলতে গিয়ে,
পড়ে মনে হঠাৎ অকারণে।
আমার মাকে মনে পড়ে,
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে-
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন-
আমার খেলার মাঝে।
মা যে আমার গান গাইত,
দোলনা ঠেলে ঠেলে।
মা গিয়েছে পরপারে,
গানটি গেছে ফেলে।
আশ্বিন মাসে, গাছের তলে,
ঝরে শিউলিফুল।
মাকে মনে পড়ে আমার,
হারাই যেন কূল।
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে,
ফুলের গন্ধ আসে।
তখন যেন মায়ের কথা,
আমার মনে ভাসে।

জারিন তাসনিম
শ্রেণি ঃ নবম
শাখা ঃ নীহারিকা
রোল ঃ ৭০৩

গাছ

গাছ থেকে কাঠ,
কাঠ থেকে ঘর।
ঘর থেকে আশ্রয়,
গাছ থেকে ফুল-
ফুল থেকে ফল।
ফলেরা খাদ্য হয়,
গাছ থেকে আঁশ।
আঁশ থেকে সুতা,
সুতা থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ।
গাছ থেকে রস-নির্যাস,
পথ্য ও ঔষধ।
গাছের ডালের পাতায় পাতায়,
বসে কত পাখি।
গাছ করে কত দান,
গাছের রূপ দেখে-
জুড়ায় মোদের প্রাণ।

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

অরিন দীপ্র জয়ী
শ্রেণি ঃ নবম
শাখা ঃ ভেনাস
রোল ঃ ৫০৬

অকস্মাৎ বৃষ্টিপাত

হঠাৎ আকাশে মেঘের ঘনঘটা,
কাজল-ছায়ায় ঢেকে গেল চারপাশ,
শুরু হয়ে গেল দমকা ঝড়ো হাওয়া,
চোখেমুখে এলো ধুলাবালি এক রাশ।
ক্ষীণ গুরুগুরু আওয়াজ আসে দূর থেকে,
ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।
ধীরে ধীরে বৃষ্টির গতি বেড়ে গেল,
বৃষ্টির ফোটা ছন্দ ও সুরে ভালো।
বৃষ্টির ছোঁয়ায় মাটি যেন পেল প্রাণ,
ভেজা মাটির সে গন্ধ আসে ভেসে-
বজ্রপাত যে খুব বেশি বেড়ে গেল।
কানে তালা লাগে, চোখে ঝলকানি আসে।
প্রকৃতি দেখে মনে রোমাঞ্চ জাগে,
পাশাপাশি জাগে একটু একটু লোভ-
ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে ভাজা ইলিশ,
এই বৃষ্টিতে মণিকাঞ্চন যোগ।
বহুক্ষণ পরে একটু একটু করে,
বৃষ্টির ধারা থেমে গেল।

বজ্রপাত থেকে পাওয়া গেল নিস্তার,
দূরে সরে গেল আকাশের মেঘগুলো।
রাস্তাগুলোয় কাদা জমেছে,
একটু অসুবিধা হবে চলতে-ফিরতে।
পাশের ডোবায় ব্যাঙ গান ধরেছে,
তাদের কনসার্ট খারাপ নয় শুনতে।
হঠাৎ এসে পড়া এই বৃষ্টিতে পেয়েছি বেশ আনন্দ,
অকস্মাৎ বৃষ্টিপাত কখনো-সখনো হয়না মোটেও মন্দ।

এম রিদওয়ানুর রহিম রিফাত
শ্রেণিঃ দশম
শাখাঃ সুগন্ধা
রোলঃ ১১৯

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

আমাদের স্কুলের নাম বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা,
মোরা সদা চঞ্চল, তবু করি না কভু বিশৃঙ্খলা।
মোদের শিক্ষকগণ সদা মোদের প্রতি সদয়,
মাঝে মাঝে রাগ হন তবুও হন না নির্দয়।
মোদের অধ্যক্ষ স্যার খেয়াল রাখেন মোদের প্রতি,
তাইতো মোরা গৌরবময় রেজাল্ট করি অতি।
মোদের পরিচর্যায় রয়েছেন কিছু নিত্য সহচর,
যারা মোদের স্কুলের পরিবেশ রাখেন পরিষ্কার।
খেলার জন্য রয়েছে দুটি মাঠ,
সেখানে খেলা করি শেষ করে পাঠ।
এখানে কাটানো দিনগুলি যাবে না ভোলা,
মনে পড়বে তোমার কথা, শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা।

রাফিউল হাসান
শ্রেণিঃ নবম
শাখাঃ মার্কারী
রোলঃ ২০৭

অঙ্ক শিক্ষা

অঙ্ক আমার সবচেয়ে পছন্দের,
করতে লাগে ভালো।
অঙ্ক কমন না আসলে,
মুখটা হয় কালো।
এত অঙ্ক প্র্যাকটিস করি,
তাও আসে না কমন।
পরীক্ষার হলে প্রশ্নে দেখি,
সবই আনকমন।
প্রশ্ন দেখে হয়ে পড়ি,
ভয়ে কুপোকাত।
ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি,
সময় শেষ হঠাৎ।
রেজাল্টের দিন এলে আমি,
নার্ভাস হয়ে পড়ি।
তাও যে কেমনে আমি,
রেজাল্ট ভালো করি।
অঙ্ক জীবনের সব সময়ই,
অতি প্রয়োজনীয়।
তাই সবাই অঙ্কতেই,
পারদর্শী হয়ে নিও।

কবিতার কলি ছড়ার বুলি

অর্কিড চাকমা
শ্রেণিঃ নবম
শাখাঃ অলিভ
রোলঃ ২১

শিক্ষক

মহান দায়িত্ব শিক্ষকতা,
পালন তারা করে।
অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর-
হাল তারা ধরে।
গুরু তাদের মানতে হবে,
মানুষ হতে হলে।
তাদের কথা শুনতে হবে,
শিক্ষাদান কালে।
সূর্য হয়ে আলো দেন,
বটবৃক্ষ হয়ে ছায়া দেন।
কষ্ট পেলে ভালোবাসা দেন,
ভুল করলে শুধরে দেন।
এক নয়নে শাসন করেন,
অন্য নয়নে স্নেহের ছবি আঁকেন।

মোঃ শুভ রহমান
শ্রেণিঃ দশম
শাখাঃ সুরভী
রোলঃ ৫৫৩

চিরঋণী

আম্মু যখন মুখে তুলে খাইয়ে দিত আমায়,
আদর করে সাজিয়ে দিত নতুন জুতো-জামায়।
তখন আমি খুব ছোট আর দুষ্টু-ইচরে পাকা,
তখন আমার মনটি ছিল হরেক রঙে আঁকা।
নিত্যনতুন বকাঝকা, শাসন কত খেতাম,
আম্মুর স্নেহের-পরশ তখন হাত বাড়ালেই পেতাম।
হঠাৎ আমি বড় হলাম পড়তে যাব দূরে,
গড়তে হবে সফল জীবন স্বদেশ-বিদেশ ঘুরে।
মাকে ছেড়ে দিতে হবে অনেকটা পথ পাড়ি,
ভাবতে ভীষণ লাগছে একা ভুলতে হবে বাড়ি।
বুঝতে পারি তোমার কাছে আমি চিরঋণী,
মায়ের জীবন নিয়ে কেউ খেলো না ছিনিমিনি।

ইসফার কবির তামিম
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ পাই
রোলঃ ২০৬৫

আঁধার থেকে আলোতে

দীর্ঘশ্বাস পড়ছে বারবার,
চোখেতে আছে আঁধার।
হায়! ব্যর্থ এই আমি-
আজ আমি ক্লান্ত।
তমসার হাতছানি,
আমি যেন অন্ধ-
আলো নিভেছে বুঝি,
চারিদিকে নিস্তব্ধ।
কিন্তু...
হার মানলে তবে,
আঁধারে ভেসে যাবে।
পৃথিবী নিষ্ঠুর হবে,
নরকের দেখা পাবে।
আশা হারাবে যবে,
দুশ্চিন্তা তোমাকে খাবে।
জাগাও অন্তরে নিহিত শক্তি,
দেখাও দৃঢ় অভিব্যক্তি।
শোনো বিবেকের যুক্তি,
সৎকর্মে মিলবে মুক্তি।
মানো জ্ঞানের উক্তি,
সত্যকে করো ভক্তি।

তাহসিন আক্তার
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ অরিয়ন
রোলঃ ৪২১৪

বন্ধুত্বের পরিণতি

ইঁদুর বিড়াল ভাব করেছে,
বন্ধু হবে নাকি?
দুশমনি সব ভুলে গিয়ে,
বন্ধু হয়েই রবে।
খেলবে তারা লুটোপুটি,
আজ সারাটি বেলা।
কারো প্রতি কেউ কখনো,
করবে নাকো হেলা।
খানিক বাদে লোভী বিড়াল,
বসলো ভুলে পণ।
ইঁদুর খাওয়ার নেশায় সে যে-
মাতলো সারাক্ষণ।
বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে-
শত্রু হলো ফের।
ইঁদুরটাকে উপড়ে ফেলে,
হানলো আঘাত ঢের।
বন্ধুত্ব করতে গেলে,
সজাগ হওয়া চাই।
প্রতারকের সাথে কভু,
ভাব করো না ভাই।

আলোকচিত্রে আলোকোজ্জ্বল শাহীনেরা

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

ফারজানা আফরোজ

শিশু শ্রেণি (বুলবুলি)

ফারজানা লোবান

শিশু শ্রেণি (দোয়েল)

সৈয়দা ফাতেমা সুলতানা

শিশু শ্রেণি (কোয়েল)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

নরিন সিকদার বনি

শিশু শ্রেণি (ময়না)

সোনিয়া খাতুন

শিশু শ্রেণি (শ্যামা)

মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম

শিশু শ্রেণি (টিয়া)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মাহমুদা আক্তার

শিশু শ্রেণি (টুনটুনি)

নীলুফা আক্তার

১ম শ্রেণি (চামেলি)

লুৎফুন্নাহার (আইরিন)

১ম শ্রেণি (ডালিয়া)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

শারমীন সুলতানা

১ম শ্রেণি (গন্ধরাজ)

তাসলিমা বাসেত

১ম শ্রেণি (করবী)

সানজিদা রহমান

১ম শ্রেণি (শেফালী)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

শামিমা নারগিস

১ম শ্রেণি (টগর)

রুবিনা ইয়াসমিন স্মৃতি

১ম শ্রেণি (তমাল)

আমেনা খাতুন

২য় শ্রেণি (গোমতি)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোহাম্মদ শফিউল্লাহ

২য় শ্রেণি (যমুনা)

কানিজ ফাতেমা

২য় শ্রেণি (মেঘনা)

মোসাঃ শাইলা ইয়াসমিন

২য় শ্রেণি (মধুমতি)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

সেলিনা আক্তার

২য় শ্রেণি (রূপসা)

শাহিদা পারভীন

২য় শ্রেণি (সুরমা)

যারীন তাসনিম

২য় শ্রেণি (তিতাস)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

রেহানা আক্তার

৩য় শ্রেণি (পাইন)

সামিয়া সুলতানা

৩য় শ্রেণি (পাপড়ি)

সুমন হোসেন

৩য় শ্রেণি (পিয়াল)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

উম্মে হাবিবা

৩য় শ্রেণি (পলাশ)

সুস্মিতা সংগীতা মৃধা

৩য় শ্রেণি (পল্লব)

সুমাইয়া হোসেন অর্পা

৩য় শ্রেণি (পরাগ)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মুক্তা খাতুন

৩য় শ্রেণি (পুষ্প)

মোঃ সাইদুর রহমান

৪র্থ শ্রেণি (কাঞ্চন)

আফিয়া সুলতানা রাখী

৪র্থ শ্রেণি (কল্লোল)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ জাকারিয়া

৪র্থ শ্রেণি (কলতান)

তাসনীম ফেরদৌস

৪র্থ শ্রেণি (কর্ণফুলী)

সায়মা সুলতানা

৪র্থ শ্রেণি (করতোয়া)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মেহেনাজ শফিক

৪র্থ শ্রেণি (কুশিয়ারা)

ফারহান নওরোজ নুর

৪র্থ শ্রেণি (উর্মি)

আফজালুন নাহার

৫ম শ্রেণি (বেলী)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ সাইদুল ইসলাম

৫ম শ্রেণি (গোলাপ)

নাজমুল ইসলাম

৫ম শ্রেণি (জবা)

রওনক আরা

৫ম শ্রেণি (জুঁই)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ মোমিন হোসেন

৫ম শ্রেণি (কেয়া)

মোসাঃ এমরানা বেগম

৫ম শ্রেণি (মল্লিকা)

সাদিয়া আফরিন

৫ম শ্রেণি (সূর্যমুখী)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ হাফিজুর রহমান

৬ষ্ঠ শ্রেণি (গোল্ড)

দীপক চন্দ্র বল্লভ

৬ষ্ঠ শ্রেণি (জেম)

সুমন চন্দ্র রায়

৬ষ্ঠ শ্রেণি (জুয়েল)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

সাইফুল ইসলাম

৬ষ্ঠ শ্রেণি (পার্ল)

রোকসানা আমিন

৬ষ্ঠ শ্রেণি (প্লাটিনাম)

মামুনুর রশীদ

৬ষ্ঠ শ্রেণি (সিলিকন)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

৬ষ্ঠ শ্রেণি (টোপাজ)

সিরাজাম মনিরা

৭ম শ্রেণি (পিকক)

রূপ নারায়ণ সরকার

৭ম শ্রেণি (কিংফিশার)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

শামসুন নাহার শান্তা

৭ম শ্রেণি (নাইটিঙ্গেল)

নাজমা আক্তার

৭ম শ্রেণি (পায়রা)

মোঃ আব্দুল্লাহ

৭ম শ্রেণি (পেঙ্গুইন)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

হারুন-অর-রশীদ

৭ম শ্রেণি (প্যারট)

পরিমল চন্দ্র সরকার

৭ম শ্রেণি (স্কাইলার্ক)

মোঃ নূর আলম সিদ্দিক

৮ম শ্রেণি (ডাহুক)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

সাইফ উদ্দিন সোহেল

৮ম শ্রেণি (ডায়মন্ড)

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান

৮ম শ্রেণি (ডায়না)

মোঃ আফাজ উদ্দিন পাঠান

৮ম শ্রেণি (ড্যাফোডিল)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

আস-সাদিক

৮ম শ্রেণি (ডলফিন)

আশিস কুমার দাস

৮ম শ্রেণি (ডন)

মোঃ রুহুল আমিন

৮ম শ্রেণি (ডুমুর)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

আব্দুল মজিদ পরশ

৯ম শ্রেণি (জুপিটর)

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

৯ম শ্রেণি (মার্কারী)

আল মামুন

৯ম শ্রেণি (মার্স)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান মোস্তফা

৯ম শ্রেণি (মুন)

মাহবুবুর রহমান

৯ম শ্রেণি (নীহারিকা)

স্বরূপ কুমার ভক্ত

৯ম শ্রেণি (ইউরেনাস)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

আবেদা সুলতানা ঝর্ণা

৯ম শ্রেণি (ভেনাস)

সাঈদা শাহীন সেতারা

৯ম শ্রেণি (সান)

নাজনীন খানম

১০ম শ্রেণি (শালুক)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ তাজমিনুর রহমান

১০ম শ্রেণি (শাপলা)

তারিকুল ইসলাম

১০ম শ্রেণি (শিমুল)

মোঃ শাহীনুর রহমান

১০ম শ্রেণি (শিউলি)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী

মোঃ মোশাররফ হোসেন

১০ম শ্রেণি (সুগন্ধা)

মোঃ আমিরুল ইসলাম

১০ম শ্রেণি (শতদল)

কিরণ বড়ুয়া

১০ম শ্রেণি (সুরভী)

হামিদা আক্তার

১০ম শ্রেণি (রজনীগন্ধা)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী (ইংরেজি ভার্সন)

খন্দকার শামিমা আফরোজ

১ম শ্রেণি (মেরিগোল্ড)

সোনিয়া শাহিন মুক্তি

১ম শ্রেণি (অর্কিড)

শাম্মি আক্তার পলি

১ম শ্রেণি (সানফ্লাওয়ার)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী (ইংরেজি ভার্সন)

লায়লা নাসরিন

২য় শ্রেণি (হার্মিং বার্ড)

নুসরাত সিদ্দিকা

২য় শ্রেণি (স্প্যারো)

তনুশ্রী বিশ্বাস

৩য় শ্রেণি (ব্লুবেল)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী (ইংরেজি ভার্সন)

মানসুরা হাসান

৩য় শ্রেণি (ক্যামেলিয়া)

জেনসি হাওয়ালাদার

৪র্থ শ্রেণি (সানসাইন)

আইরিন আক্তার

৪র্থ শ্রেণি (সিলভিয়া)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী (ইংরেজি ভার্সন)

শামসুন নাহার

৫ম শ্রেণি (সামার)

ফারহানা আক্তার

৫ম শ্রেণি (উইন্টার)

মোহাম্মদ আলি

৬ষ্ট শ্রেণি (অটাম)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী (ইংরেজি ভার্সন)

তানভিন সুলতানা চৌধুরী

৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্প্রিং)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

৭ম শ্রেণি (অ্যালবাট্রস)

মাহবুবা আক্তার

৮ম শ্রেণি (প্যাসিফিক)

আলোকচিত্রে স্কুল শিক্ষার্থী (ইংরেজি ভার্সন)

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান

৯ম শ্রেণি (অলিভ)

মোঃ আব্দুর রহমান

১০ম শ্রেণি (উইলো-বিজ্ঞান)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

ফারিয়া খাতুন

একাদশঃ বিজ্ঞান (ডেল্টা)

মাহবুবুর রহমান

একাদশঃ বিজ্ঞান (আলফা)

মোঃ খায়রুল ইসলাম

একাদশঃ বিজ্ঞান (বিটা)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

একাদশঃ বিজ্ঞান (গামা)

নাঈমা সুলতানা

একাদশঃ বিজ্ঞান (সিগমা)

মোঃ মাসুদ করিম

একাদশঃ বিজ্ঞান (পাই)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

কাজী তরিকুল ইসলাম

একাদশঃ ব্যবসায় শিক্ষা (অ্যাপোলো)

মোঃ শাহীন মিয়া

একাদশঃ ব্যবসায় শিক্ষা (অরিয়ন)

মোঃ মোশারফ হোসেন

একাদশঃ ব্যবসায় শিক্ষা (স্পুটনিক)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

শাহিদা খানম

একাদশঃ মানবিক (টিউলিপ)

পাপিয়া খান

একাদশঃ মানবিক (লোটাস)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

ফয়সাল আমমেদ তারেক

দ্বাদশঃ বিজ্ঞান (লেপটন)
ইংরেজি ভার্সন

নাহিদ আফরোজ

দ্বাদশঃ বিজ্ঞান (ইলেকট্রন)

মোঃ মুরশীদ আলম

দ্বাদশঃ বিজ্ঞান (প্রোটন)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

মোঃ ইকবাল হোসেন মুন্সী

দ্বাদশঃ বিজ্ঞান (নিউট্রন)

গৌতম কুমার সরকার

দ্বাদশঃ বিজ্ঞান (মেসন)

হুমায়ুন কবির

দ্বাদশঃ বিজ্ঞান (কসমস)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

মোঃ তানভীর মোস্তফা

দ্বাদশঃ ব্যবসায় শিক্ষা (ভয়েজার)

মোঃ আমির হোসেন

দ্বাদশঃ ব্যবসায় শিক্ষা (গ্যালাক্সী)

মোঃ শরিফুল ইসলাম

দ্বাদশঃ ব্যবসায় শিক্ষা (টাইটান)

আলোকচিত্রে কলেজ শিক্ষার্থী

নাসিমা আক্তার

দ্বাদশঃ মানবিক (ডেউজী)

মোঃ আল-আমীন

দ্বাদশঃ মানবিক (লিলি)

সাহিত্য - কথায়
শাহীন শিক্ষার্থী

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনি

কাজী নুজাফা জাররা
শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ করতোয়া
রোলঃ ৩২৬

ঘুরে এলাম কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

এক রাতে মা বলল, আমরা কাল নানুর বাসায় যাব। আমরা খুশি হলাম। আমরা সকালে বাবাকে উত্তরা থেকে আনলাম। তারপর এয়ারপোর্টে এলাম। বললাম, আমরা এয়ারপোর্ট কেন? বাবা বলল, ছোট খালাদের এখান থেকে নিয়ে তারপর যাব। তারপর বাবা কিছু কাগজ নিল। তারপর একটা বাসে উঠলাম। অবাক আমরা। আমরা প্লেনে করে কক্সবাজার যাচ্ছি-বাবা ও মায়ের সারপ্রাইজ। খুব খুশি হলাম। এক ঘন্টার জার্নি। অদ্ভুত অনুভূতি। প্রথমবারের মতো বিমানে উঠলাম।

কক্সবাজারে গিয়ে ভালো লাগলো। অসংখ্য হোটেল। প্রচুর মানুষ এখানে এসেছে। একটা সুন্দর হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। রাতে বিচের কাছে গেলাম। বিচ দিয়ে হাঁটলাম। সমুদ্রের গর্জনে রোমাঞ্চিত হলাম। পরদিন সকালে সবাই মিলে বিচে নামলাম। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল, ঘন্টাখানেক সমুদ্রস্নানের পর হোটেলে এসে ফ্রেশ হলাম। এরপর খাবার-দাবার খেয়ে রেস্ট নিলাম।

এরপরের মিশন প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। নাফ নদীর ঘাট থেকে লঞ্চে উঠে সোজা সমুদ্র পাড়ি। নীল জলরাশির মধ্য দিয়ে প্রায় আড়াই ঘন্টা যাত্রা শেষে পৌঁছলাম সেন্টমার্টিন। এখানেও প্রচুর পর্যটক এসেছে। মনটা খুশিতে ভরে গেল। একরাত সেন্টমার্টিনে কাটালাম। দ্বীপের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মজাদার খাবার খেলাম, ছবি তুললাম। এরপর ফিরে এলাম কক্সবাজার। কক্সবাজার থেকে বিমান যোগে আবার ঢাকায়। চমৎকার ভ্রমণ ছিলো। এই ভ্রমণটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ মেহেদী হাসান
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ পার্ল
রোলঃ ৭১১

মানুষ কী বলবে?

মানুষ কী বলবে? এ প্রশ্নটি দিয়েই শুরু করলাম। গল্পের নামও এটি। প্রতিনিয়ত আমরা প্রত্যেকটি কাজের পূর্বে চিন্তা করে থাকি, কাজটি করলে মানুষ কী বলবে? ঠিক কি না?

উদাহরণ না দিলে বোঝাতে পারব না। একটা গল্প বলি। একদিন এক বৃদ্ধ লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে গাধার পিঠে চড়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। রাস্তার লোকজন তাদের দেখে পরস্পর সমালোচনা করতে লাগল, "দেখুন, লোকটি কীভাবে গাধাটাকে কষ্ট দিচ্ছে।" তাই পরদিন সে নিজে গাধার পিঠে চড়ে তার স্ত্রীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যেন গাধাটার কষ্ট কম হয়, তারপর লোকজন পরস্পর সমালোচনা করল, "কী স্বার্থপর লোকটা! নিজে গাধার পিঠে চড়ে স্ত্রীকে হাঁটাচ্ছে।" তারপরের দিন লোকটি তার স্ত্রীকে বসিয়ে নিজে হেঁটে যাওয়ায় সমালোচনা হলো, "লোকটি কত বোকা! নিজে হেঁটে যাচ্ছে আর বউকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?" তারপর তার অনেক রাগ হলো। পরদিন সে গাধাটাকে না নিয়েই তার স্ত্রীর সঙ্গে বাজারে গেল। তখন সবাই হাসাহাসি করতে লাগল এবং বলল, "গাধা থাকতে এ বয়সে লোকটি হেঁটে যাচ্ছে।" গল্পটি পড়ে কী বুঝলেন? আপনার প্রতিটি কর্মে কোনো না কোনো মানুষ কোনো না কোনো সমালোচনা করবেই; এটাই সচরাচর হয়ে থাকে। আর এসব সমালোচনায় কান দিতে গেলে আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না। একজন মহান ব্যক্তির বাণী, "মানুষ সমালোচনা করবেই, সকল সমালোচনাকেই ইতিবাচক ভাবতে হবে।" আরও একটি ঘটনা বলা যাক -যে কথাটি কোনো একটি কবিতায় আছে। সেই কবিতার কথাগুলো গদ্যরূপে লিখে ঘটনাটি বর্ণনা করছি। একদিন একজন পথিককে একটি কুকুর কামড় দিয়েছিল। রাতে কামড়ের ব্যথায় ঘুমাতে পারছিল না বেচারা। তার মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, তোমারও তো দাঁত আছে। তাহলে তুমি কেন তাকে কামড়ে দিলে না? উত্তরে সে বলল, "কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, আমাকে কামড় দিয়েছে। তাই বলে কি কুকুরকে কামড়ানো মানুষের শোভা পায়? ঘটনা শুনে আপনি কী বুঝলেন? কুকুরের কাজ কুকুর করবেই। আপনি আপনার মতো থাকুন। তেমনি সমালোচনাকারী সমালোচনা করবেই; তা গায়ে মাখবেন না।

আমরা ধর্মের কাজ করবো সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করার জন্য; মানুষ কী বলবে তা মনে রেখে নয়। ধর্মীয় বিধান জীবনকে সুন্দর করার জন্য। পরোপকার, মানবসেবা ইত্যাদি ইসলামের মহান শিক্ষা। কিন্তু এটা লোক-দেখানো হলে তা হবে মহাপাপ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মানুষকে ন্যায়-বিচারের শিক্ষা দিয়েছেন, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। অনেক সময় আমরা রিকশাওয়ালার সাথে দুর্ব্যবহার করি। তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করি। এটা কোনভাবেই ইসলাম শেখায় না। সব ধর্মেরই মূল কথা মানবতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। কারো সমালোচনা না করে ভালো কাজে মনোনিবেশ করলেই এ সমাজ পরিবর্তন হবে। তাই, আসুন, সকলে মানুষের জন্য, দেশের জন্য কাজ করি। সকল সমালোচনার পথ পরিহার করি।

ইসরাত জাহান সাবা
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ পায়রা
রোলঃ ৬০৩

হেলেন কেলার

হেলেন কেলার, যার পূর্ণ নাম হেলেন অ্যাডামস কেলার; ১৮৮০ সালের ২৭ জুন তুসাকুম্বিয়া, অ্যালাবামা, আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন ১৯ মাস তখন তিনি একটি রোগে (সম্ভবত স্কারলেট ফিভার) আক্রান্ত হয়েছিলেন; যা তাকে অন্ধ ও বধির করে রেখেছিল। ছয় বছর বয়সে আলেকজান্ডার তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাকে বোস্টনের 'পারকিন্স ইনস্টিটিউশন ফর দ্য ব্লাইন্ড'-এর ২০ বছর বয়সী শিক্ষক অ্যানসলিভানের কাছে পাঠান। অ্যান ছিলেন একজন অসাধারণ শিক্ষিকা। তিনি ১৮৮৭ সাল থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কেলারের সাথে ছিলেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে হেলেন বস্তুকে অনুভব করতে এবং তার হাতের তালুতে আঙ্গুলের সংকেত দ্বারা লেখা শব্দের সাথে যুক্ত করতে শিখেছিলেন। কার্ডবোর্ডে উত্থিত শব্দগুলো অনুভব করে বাক্য পড়তে এবং একটি ফ্রেমে শব্দগুলি সাজিয়ে নিজের বাক্য তৈরি করতে শিখেছিলেন। ১৮৮৮-৯০ সাল তিনি ব্রেইল শিখেছিলেন। তারপর তিনি বধিরদের 'হোরাস মান' স্কুলে সারাহ ফুলারের অধীনে কথা বলার ধীর প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তিনি স্পিকারের ঠোঁটে ও গলায় হাত রেখে পড়তে শিখিয়েছিলেন। তিনি ১৯০০ সালে 'র‍্যাডক্লিফ' কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০৪ সালে স্নাতক অর্জন করেন; যা এর আগে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অর্জন করতে পারেনি। তারপর তিনি 'দ্য স্টোরি অফ মাই লাইফ' (১৯০৩), 'দি ওয়ার্ল্ড আই লিভ ইন' (১৯০৮), 'দ্যা ওপেন ডোর' (১৯৫৭) সহ বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন (একজন দো-ভাষীর সহায়তায়)। তিনি ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার এনডাউমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি ১লা জুন ১৯৬৮ সালে আমেরিকার 'কানেকটিকাট'-এ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও প্রশিক্ষণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৬২ সালে তাঁর জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়; যার নাম 'দা মিরাকল ওয়ার্কার'। হেলেন কেলার একজন বিশ্বনন্দিত সংগ্রামী এবং অনুসরণীয় সাহসী ব্যক্তিত্ব।

হাসান বিন আব্দুল্লাহ
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ নাইটিঙ্গেল
রোলঃ ৫০২

লিভিং ইগল

সাইফুল আজম, বাংলাদেশের একজন কিংবদন্তি পাইলট। তিনি ১৯৪১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি উপমহাদেশের একমাত্র ব্যক্তি যিনি মোট চারটি দেশের বিমান বাহিনীতে সার্ভিস দিয়েছেন (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জর্ডান, ইরাক)। এছাড়া তিনি ইসরায়েলের সবচেয়ে বেশি যুদ্ধবিমান (তিনটি) ডগফাইটের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। তিনি মোট তিনটি দেশের বিমান যুদ্ধে অংশ নিয়ে শত্রু দেশের বিমান ধ্বংস করেছেন এবং তিনটি দেশ থেকেই বীরত্বসূচক খেতাব পেয়েছেন। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ২২ জন 'লিভিং ইগল' এর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ১৪ই জুন ২০২০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে শাহীন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তথা বাংলাদেশের একজন গর্বিত পাইলট এবং বর্তমান প্রজন্মের প্রেরণার উৎস; যদিও তার বীরত্বগাঁথা ইতিহাস আমাদের অনেকেরই অজানা।

রওনক আফরোজ
শ্রেণিঃ অষ্টম
শাখাঃ ডলফিন
রোলঃ ৭৩০

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলঃ রহস্য নাকি গুজব

রহস্যভরা এই দুনিয়া। কিছু রহস্য মানুষের সৃষ্ট, আর কিছু এখনও মানুষের অজানা রয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে হাজারো রহস্যে ঘেরা ঘটনার মধ্যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে সংঘটিত ঘটনাগুলো আজও মানুষকে রোমাঞ্চিত করে। কিছু ব্যাখ্যা মানুষ দিয়েছে, কিছু ঘটনা আজও রহস্যের কুয়াশায় আছন্ন হয়ে আছে।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল পৃথিবীর রহস্যময় জায়গার একটি। বিশ্বজুড়ে এ জায়গা নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা ও ইতিহাস।

আটলান্টিক মহাসাগরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অ্যামেরিকা উপকূলের এক কোনায় বারমুডা দ্বীপ, অন্য দুই কোনায় আছে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের দুই সাগর সৈকত মিয়ামি ও পুয়েতোরিকো। তিন কোনায় এই তিন স্থানকে রেখে মাঝখানে যে পাঁচ লক্ষ কি.মি. বর্গক্ষেত্র এলাকার ত্রিভুজের মতো বিশাল জলাঞ্চল, সেটিই এখন 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গল' নামে পরিচিত বিশ্বজুড়ে।

চতুর্দশ শতকে স্প্যানিশ অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রথম বারমুডা ট্রায়াঙ্গল আবিষ্কার করেন। এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত কত দুর্ঘটনা ঘটেছে তার কোনো হিসেব নেই। গত ১০০ বছরে ১০০০ মানুষের জীবন নিয়েছে এ জায়গাটি।

এ অঞ্চলে একবার গেলে আর কেউ ফিরে আসেনি। কত জাহাজ যে এই অঞ্চল থেকে নিখোঁজ হয়েছে বা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত বিমান যে হারিয়ে গেছে তার হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। কেন এমন হয়? কেউ বলে এসব এলিয়েনের কারণে হয়। আবার কেউ কেউ বলে 'বারমুডা নয়, এ তো শয়তানের ট্রায়াঙ্গল!' এ অঞ্চলে একবার কোনো জাহাজ বা বিমান গেলে কখনোই তা আর ফেরেনি। বিমান এ অঞ্চলে প্রবেশ করা মাত্রই সিগনাল হারিয়ে ফেলে। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অঞ্চলে গেলে কম্পাসের কাঁটা এলোমেলো হয়ে যায়। দেখা দেয় অদ্ভুত আলোর নাচানাচি। ঝড় বা জলোচ্ছ্বাস এ অঞ্চলে সবসময় লেগেই থাকে। এ অঞ্চল নিয়ে সর্বপ্রথম কাহিনি লেখেন ডিনসিয়েন্ট গ্যাডিস। ১৯৫০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর 'দ্য মিয়ামি হেরাল্ড' পত্রিকায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মূলত এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই গ্যাডিস "The Deadly Bermuda Triangle" নামে একটি গল্প প্রকাশ করেন। এ অঞ্চল নিয়ে প্রথম রহস্যের উৎপত্তি হয় ১৯৪৫ সালে। ইউএস নেভির সেরা পাঁচজন অ্যাডভেঞ্জার নিয়ে ৫টি যুদ্ধ বিমান প্রশিক্ষণের জন্য রওনা হয়, কিন্তু বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে ঢোকার পর পাইলটের সাথে কনট্রোল টাওয়ার থেকে কথা বলার সময় বাক্য শেষ হওয়ার আগেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ যেন সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আজও মেলেনি সে যুদ্ধবিমানের সন্ধান। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞানীরা কম চেষ্টা করেননি। 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গল' নিয়ে অনেক গুজব রটেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা বিজ্ঞানের হাইপোথিসিসগুলো সমান্তরাল মহাবিশ্ব, ওয়ার্মহোল, এলিয়েন ইত্যাদি। একদল মানুষ দাবি করেন এ এলাকায় রয়েছে অদৃশ্য জগতের দরজা বা ওয়াসহোল। ওয়াসহোল হলো আইনস্টাইনের 'জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' থেকে আসা এক ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এটি গ্রহণ করা হয়নি। কারণ ওয়াসহোলের দেখা পাওয়ার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান মানুষ এখনও অর্জন করেনি।

ব্যাপক গবেষণা করে ২০১৬ সালের ৪ই মার্চ 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' জার্নাল থেকে একটি লেখা প্রকাশ করা হয়; যাতে লেখা হয়- "প্রায় ৩০০টির মতো জাহাজ ও ৭৫টি বিমান এ অঞ্চলে নিখোঁজ হয়েছে।" বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এটি কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়। এর রয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী স্টিভ মিলার। তিনি গবেষণা করে জানান, এ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের মেঘ দেখা যায়। এই মেঘের কারণে এসব এলাকায় সমুদ্র ঝড় নিয়মিত ঘটে। সমুদ্রে এসব এলাকার একটি নাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন জোন। এ জোনে ঝড়ের বেগ ঘন্টায় ২৭০ কিমি। এ কারণেই এসব হয়।

বারমুডা অঞ্চলের বেশিরভাগ ধ্বংসাবশেষ হারিয়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো 'গালফ স্ট্রিম' বা 'উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোত'। এই উষ্ণ স্রোত মেক্সিকো উপসাগর থেকে প্রবাহিত হয় ফ্লোরিডার দিকে। এ স্রোতের তোড় মাঝে মাঝে এমন থাকে যে, দ্রুত জাহাজের ধ্বংসাবশেষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়।

সব কথার শেষ কথা হলো; গুজব ব্যবসা। অসাধু মানুষেরা প্রাকৃতিক রহস্যময় ঘটনা নিয়ে গুজব সৃষ্টি করেন এবং এসব নিয়ে ব্যবসা করেন। আর এসব গল্পের কাটতি সে যুগেও ছিল, এযুগেও আছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সে গুজবের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। একদিন হয়তো সব রহস্য উন্মোচিত হবে।

সূত্রঃ গুগল

ফয়েজুল ইসলাম উদয়
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ অরিয়ন
রোলঃ ৪২৯২

রাতের আঁধারে ভূতুরে লাশ

সময়টা ছিল ১৯৯২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। আমার বড় মামা রূপসদী নামক এক গ্রামে বাস করেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হেঁটে শহরে আবাসিক এলাকায় কাজ করতে আসেন। তিনি খুব সাহসী ও পরিশ্রমী। বড় মামা খুব ভোরে আযান দেওয়ার আগে ঘুম থেকে উঠে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হতেন। তখন গ্রামের রাস্তা পাকা ছিল না। আর এখনকার মতো গাড়ি রাস্তায় চলাচল করত না। তাই মামা হেঁটে শহরে কাজে যেতেন। আবার শহর থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতেন। এতে অনেক রাত হয়ে যেত। আর এভাবে কষ্টের জীবন চলছিল তার।

প্রতিদিনের মত একদিন কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন ছিল শীতকাল। সেদিন খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়েছিলো, তার সাথে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল চারদিক। তেমন ভালোমতো কিছু দেখা যাচ্ছিল না। মামা চাদর গায়ে জড়িয়ে ধুলোমাখা পথে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। শীতের রাত। কেউ বাইরে নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দূর থেকে শিয়ালের অদ্ভুত ডাক ভেসে আসছিল। হঠাৎ মামার চলার পথের কিছুটা সামনে একটা কাফনে মোড়ানো মৃত মানুষ দেখা যাচ্ছিল। তিনি ভয় না পেয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু কাফনে মোড়ানো লাশটি যেন তার সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মামা সাহসী ছিলেন বলে ঘাবড়ালেন না। তিনি চিন্তা করলেন যে, ভালো করে দেখতে হবে আসলে জিনিসটা কী? মামা যত সামনে এগিয়ে যান, কাফনে-ভরা লাশটাও সামনেই নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। সামনে থেকে যেন কিছুতেই সরছে না। তখন মামার মনে কিছুটা ভয় অনুভব করলেন। এভাবে কিছু দূর যাওয়ার পর সে সাদা জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। আর তখন যা দেখলেন, তা হলো একটা সাদা কাফনে চকলেটের মতো করে মোড়ানো লাশ। মামার হাত-পা তখন যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। শরীরটাও ঘামতে শুরু করলো। তিনি তখন চিন্তা করলেন যে, যেকোনো ভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বুকে সাহস নিয়ে একপা দুপা করে সামনের দিকে এগুতে লাগলেন মামা। চোখের পলকে হঠাৎ লাশটি উধাও হয়ে গেল। মামা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর কোনো দিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। এখানেই শেষ নয়! কিছুদুর যেতেই আবার সেই লাশটা মামার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক আগের মতো করে। রাস্তার আশেপাশে কোন বাড়িও নেই যে মামা আশ্রয় নিবেন। তবে কিছুটা দূরে একটা ছোট দোকান আছে। আর দোকানদার দোকানেই রাতে শুয়ে থাকে। তাই তিনি চিন্তা করলেন যেভাবেই হোক ঐ দোকানটি পর্যন্ত তাকে যেতেই হবে। দোয়া-কালাম পড়তে পড়তে মামা দোকান পর্যন্ত গেলেন। দোকানদারকে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করলেন। মামার ডাকে কিছুক্ষণ পর দোকানদার দোকানের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মামার ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলল, "এত রাতে ডাকাডাকি করছেন কেন?" মামা তখন জবাব দিল, "ভাই, আগে আমাকে আপনার দোকানে আশ্রয় দেন। পরে আপনাকে সব বলছি।" পরে দোকানদার মামাকে সেই রাতের জন্য তার দোকানে আশ্রয় দেয়। এরপর সকাল হলে মামা বাড়ি ফিরে আসেন। এই ঘটনার পর মামা শহরের কাজটা ছেড়ে দেন এবং আর কোনোদিন রাতে ঐ পথ দিয়ে চলাচল করেন না।

অবাক করা বিষয় এই যে, কিছুদিন পরে মামার অলৌকিকভাবে মৃত্যু হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, মামার লাশটি কাফনের কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় একটা তুলা গাছে ঝুলছিল। এই ঘটনার পর থেকেই গ্রামের মানুষের মনে ভয় লাগা শুরু হয়। গ্রামের লোকেরা আজও সেই রাস্তাটিকে অভিশপ্ত মনে করে এবং সেখানে সন্ধ্যার পর কেউ যাতায়াত করে না। সেদিন রাতে মামার সাথে সত্যিই কি এমন কোনো ভৌতিক ঘটনা ঘটেছিল? নাকি সবটাই ছিল গভীর রাতে একাকী হাঁটার ফলে সৃষ্ট মনের 'হ্যালুসিনেশন'। নির্জনতা মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। এমন তো হতে পারে, মামা অবচেতন মনেই তুলা গাছে উঠে গলায় ফাঁস নিয়েছিলেন। এ জাতীয় অনেক গল্পও পড়েছি, বিশেষ করে হুমায়ূন আহমেদের এসংক্রান্ত প্রচুর গল্প রয়েছে। মামার মৃত্যুর রহস্য আজও কেউ উন্মোচিত করতে পারেনি। পৃথিবীতে এরকম কত কিছুই তো হয়ে থাকে।

সাদ্দান সাঈদ রাতুল
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ পাই
রোলঃ ২০৫৯

হাঁরঘে বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের আমের রাজধানী হিসেবে পরিচিত। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজশাহী বিভাগের অধীনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত এই জেলাকে কখনো নবাবগঞ্জ এবং চাঁপাই নামে ডাকা হয়। ভারত-পাকিস্তান ভাগের আগে এটা মালদা জেলার একটি অংশ ছিল। মালদা থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এই জেলাটি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে একক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নবাব আমলে মহেশপুর গ্রামের পঞ্চবটি বা চম্পাবতী মতান্তরে চম্পারানি বা চম্পাবাঈ নামে এক সুন্দরী বাইজি বাস করত। তিনি নবাবদের প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠেন। তার নাম অনুসারে এ জেলাটির নাম রাখা হয় বলে অনেকে মনে করেন। ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-এর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বর্ণিত হয় যে লাউসেনের শত্রুরা মতিনগর দিয়ে প্রবেশ করেছে। এসবের উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো গবেষক চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পানগর বলে স্থির করেছেন এবং মত দিয়েছেন যে 'চম্পক দল' থেকে চাঁপাই নামের উৎপত্তি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অবস্থান বাংলাদেশের মানচিত্রে রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার উত্তরে পদ্মানদীর পাড়ে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অর্থনীতির মূল উৎস কৃষি। এ জেলার বেশিরভাগ মানুষই মূলত কৃষিকাজ করে। এ জেলার মানুষেরা মৌসুমী ব্যবসা করে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আমের ব্যবসা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ আম ব্যবসার উপযুক্ত স্থান। আমের মৌসুমে শিবগঞ্জ উপজেলা হয়ে ওঠে লোকে লোকারণ্য। এখানে দেশের সবচেয়ে বড় আমের বাজার বসে। এ জেলায় উৎপাদিত আমের মধ্যে আছে ফজলি, ল্যাঙড়া, খিরসা পাতি, আশ্বিনা, বোম্বাই উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের লোক-সংগীতের একটি ধারা 'গম্ভীরা'। এই ধারাটির প্রচলন রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে। 'গম্ভীরা' গাওয়া হয় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে। এই 'লোকসংগীত'-এর মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুবই জনপ্রিয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে রয়েছে ছোট সোনা মসজিদ, তোহাখানা শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ-এর মাজার, নাচল রাজবাড়ী, তেঁতুল গাছ ইত্যাদি। শুনেছি স্বপ্নপল্লী কানসাটের জমিদার বাড়ি এখানেই অবস্থিত। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষেরা শুদ্ধ বাংলাতে কথা বললে তাদের উচ্চারণে প্রমিত বাংলা থেকে একটু আলাদা হয়ে যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানেই সর্বাত্মক যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর শহিদ হন। ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে এই বীরসেনাকে সমাহিত করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ইলা মিত্র, আলহাজ্ব ডাক্তার মেজবাহুল হক, ডাক্তার মঈন উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। বাংলাদেশে অন্যতম একটি সীমান্ত জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঘুরে আসতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নাফিসা তাসনিম নোসিন
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ মেসন
রোলঃ ১৮২৯

ওসিন থেকে নোসিন, নোসিন থেকে নোসিন-চান

আমার নাম নোসিন। নামটা আমার মায়ের রাখা। এই নামের পিছনের গল্পটা একটু বলি। আমার মা যখন কলেজে পড়তো তখন সে একটা জাপানিজ নাটক দেখতো, সেই নাটকের নাম ছিল "ওসিন"। নাটকের মূল কাহিনি 'ওসিন' নামের এক মেয়েকে ঘিরে। সেই ওসিন থেকেই আমার নাম রাখা হয় নোসিন। যদিও এই গল্প আগে জানতাম না, কিছুদিন আগে জেনেছি।

এবার আসি আমার জাপান যাওয়ার গল্পে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় খুব বেশি খারাপ না হলেও খুব যে ভালো তাও না। পড়ার মধ্যে অঙ্কটাই একটু পছন্দ ছিল। কিন্তু যা করতে বেশি ভালোবাসতাম তা হলো নাচ, বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা এসব। জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আমাদের বয়সী হাইস্কুল পড়ুয়াদের জন্য এক স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে। যেটির মাধ্যমে সেখানে এক বছর জাপানিজ হাইস্কুলে পড়া যাবে এবং জাপানে থাকা যাবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলোঃ পুরো খরচ বহন করবে জাপান সরকার। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর যখন আমাকে ইন্টারভিউতে ডাকে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে, আসলেই আমাকে ডেকেছে কিনা। এরপর একে একে সবগুলো ধাপে টিকে গেলাম। সুযোগ পেয়ে যাই বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার। ছোটবেলায় যখন ডোরেমন দেখতাম, ভাবতাম ইশ! আমি যদি এমন একটা ক্লাসরুমে ক্লাস করতে পারতাম। ভাবিনি তখন আমার এই স্বপ্নও কোনোদিন সত্যি হবে। আমার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত স্কুল থাকতো। এরপর বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাব। জাপানিজ হাইস্কুলের ক্লাবগুলো একদমই ভিন্ন। তারা ক্লাব নিয়ে খুবই সিরিয়াস। সেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে চেনা যায় তাদের ক্লাব দিয়েই। আর এতগুলো ক্লাব গুণে শেষ করা যাবে না। যেমন- টি সিরেমোনি ক্লাব, ক্যালিগ্রাফি, আর্চারি, জুডো, বাস্কেটবল, ফুটবল, সাইন্স, ফটোগ্রাফিসহ হরেক রকম ক্লাব। ক্লাব শেষ করে যেতেই সাতটা বেজে যেত। বলা যায়, দিনের তিন ভাগ সময় স্কুলেই কাটত। জাপানিরা ইংরেজি তেমন বোঝে না বলে জাপানি ভাষাই বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করা লাগত। আমার ক্লাসের বন্ধুরা আমাকে নোসিন-চান বলেই ডাকত। মূলত জাপানিরা নামের শেষে চান, সান, কুন যোগ করে সবাইকে সম্বোধন করেন। শীতের ছুটির সময় আমি জাপানিজ হোস্ট ফ্যামিলিতে ছিলাম। মূলত এটিও এই স্কলারশিপের অন্তর্গত। আমার হোস্ট ফ্যামিলিতে আমার হোস্ট মা-বাবা, ভাইবোন এবং দাদা-দাদি ছিলেন। তাদের সাথেই আমার পুরো শীতের ছুটি কেটেছে। তাদের সাথে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। ডিজনিল্যান্ড থেকে শুরু করে স্কী করা; কতই না নতুন নতুন এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে।

জাপানে যাবার আগের 'আমি' এবং এই নতুন 'আমি'-তে বিস্তর পার্থক্য। মাত্র ১৭ বছর বয়সে একা একটা ভিন্ন দেশে যাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। ভিনদেশি ভাষা, সংস্কৃতি, খাবার; সবকিছুর সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, আমি বাংলাদেশকে সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। এটিই সবচেয়ে বড় আনন্দের ও গর্বের। আমাদের জীবনটা খুব ছোট। প্রতিটি দিন খুব দামি। আমাদের উচিত প্রতিটি দিন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করা ও জীবনটাকে উপভোগ করা।

সুরাইয়া ইসলাম রাণী
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ আলফা
রোলঃ ১২৩৩

SIR-(নিকাসা)

০৩ মার্চ ৩৮২২,

আমি SIR, Researcher of Aeronautics and Space Administration of Earth (ASAE) on CaNiA (কানিয়া) planet. এই সংস্থার পূর্বের নাম ছিল NASA। CaNiA planet- হল এমন একটি গ্রহ যার মাটির রং সাদা আর নীলে মিশ্রিত এবং আকাশের রঙ কালো। প্রাচীন বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাষা ল্যাটিনের নীল (Caeruleum), কালো (Nigrum), সাদা (Album) এসব শব্দের মিশ্রণ করে গ্রহটির নাম দেওয়া হয় CaNiA planet। বাংলা ভাষায় নাম দিলে, নীল, কালো, সাদার প্রথম অক্ষর নিয়ে এর নাম হয়তো হতো নিকাসা। সে যাই হোক, ১০ই মার্চ ৩৮২২-এ মানুষ হিসেবে আমিই প্রথমবারের মতো যাচ্ছি সেই CaNiA planet-এ।

আমার জমজ বোন আছে নাম MIR.... বর্তমান যুগে এ ধরনের নামেরই প্রচলন। অতীতের বিষয়ে বরাবরই খুব আগ্রহ আমার। অতীতের বেশ কয়েকটি ভাষা আমার আয়ত্তে আছে, যেগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। এ ভাষার ওপর এক বিশেষ টান অনুভব করি। কারণ আমি শুনেছি এই ভাষার জন্যই ইতিহাসে প্রথম প্রাণ দিয়েছিলো এক জাতি। তাও প্রায় দেড়-দুহাজার বছর আগের কথা। পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখলাম কোন এক যুগে মানুষ নাকি মোবাইল ফোন নামক এক ধরনের ডিভাইসের মাধ্যমে অডিও/ ভিডিও কনফারেন্স বা ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলত, আবার পৃথিবীর মাঝেই যাতায়াতের জন্য তারা যানবাহন ব্যবহার করত। এখন এগুলো শুনলেই কতটা কাল্পনিক মনে হয়... এখন তো আমাদের প্রত্যেকের সাথেই ইলেকট্রনিক ড্রপস রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা যে কারো অনুমতি নিয়ে আলোর বেগের সাথে সাথেই তার সাথে সামনা-সামনি দেখা করতে পারি। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যখন খুশি তখন ASAE-এর তত্ত্বাবধানে উপস্থিত হতে পারি... আগের যুগে এধরনের চিন্তাকেই নাকি ভূতুরে হিসেবে বিবেচনা করা হতো...

সে কালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, "আলোর বেগের চেয়ে দ্রুত চলাচল করা কখনোই সম্ভব নয়"। আজকের পৃথিবী এ অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখিয়েছে।

দেখতে দেখতে মার্চের ১০ তারিখ চলে এলো। এবার আমার সেই বহুল প্রত্যাশিত ভ্রমণে যাবার পালা। আমার স্প্রেডশিট চালু হলো। টার্গেট; অন্তত ১ ঘন্টা CaNiA planet-এ টিকে থাকতে হবে। আমার কানে কিছু একটা ক্ষীণ আওয়াজ আসছে। সফলতার সাথে CaNiA-তে অবতরণ করলাম, সাথে থাকা স্টিকাসে (ঘড়ি) সময় ধরে ঠিক ১ ঘন্টা পর স্প্রেডশিট নিয়ে পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। আমার কানে এখনো কিছু একটা আওয়াজ আসছে। বলে রাখা ভালো, পৃথিবী হতে যাত্রাকালে স্প্রেডশিট চালু হবার ৩-৪ মিনিটের মধ্যেই ASAE-এর সাথে আমার প্রটোকল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, নিজের গবেষণার সফলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে মাত্র ৫.৫৫ মিনিটেই আমি ASAE-এর সাথে কানেক্টেড হয়ে স্পেডশিট থেকে পৃথিবীর মাটিতে পা রাখি। যদিও মাটি বলা ভুল হবে। এখন পৃথিবীতে শুধু বেশ কয়েকটি বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও মাটি পাওয়া যায় না।

সে যাই হোক, পৃথিবীতে ফেরার পরেই ঘটে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। সবাই আমাকে খুব অবাক চোখে দেখছে, তাদের সাথে আমিও অবাক হই তাদের এমন মুখভঙ্গি দেখে। মনে হচ্ছে আমার ফিরে আসাটা যেন কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। তবে এর পাশাপাশি আরো একটি অবাক করা ঘটনা ঘটে। সেটা হলোঃ আমার সামনে থাকা মানুষগুলোর বাহ্যিক কাঠামো আমি ১ ঘন্টা আগে যেমন দেখেছিলাম, এখন সেই অবস্থার সাথে অবিশ্বাস্য অমিল দেখতে পাচ্ছি এবং আশপাশের পরিবেশটাও যেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। সেই আওয়াজটা আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি। আমাকে দেখে সবাই খুব দ্রুত আমার পরিবারকে জানাল। সেখানে উপস্থিত একজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, এখন আমার পরিবারের মধ্যে শুধু আমার বোন মির বেঁচে আছে। আমি একের পর এক মানুসিক ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছি। ১০-১২ সেকেন্ডের মধ্যে মির আমার সামনে আসে। ওকে দেখে আমি স্তম্ভিত। ওকে প্রায় ৫৫ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধার মত দেখাচ্ছে। পরে ধীরে ধীরে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারলাম যে, আমার CaNiA planet-এ কাটানো ১ ঘন্টার সাথে সাথে পৃথিবীতে প্রায় ২৪ বছর ১০ মাস ২২ ঘন্টা ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রায় ১৮০০ বছর পূর্বের বিজ্ঞানীরা যাকে বলতেন টাইম ট্রাভেলের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যাওয়া; অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের যাত্রায় আমি প্রায় ২৫ বছর ভবিষ্যতের পৃথিবীতে চলে এসেছি। উল্লেখ্য যে, আমার নিজের জমজ বোনসহ তৎকালীন সময় পৃথিবীতে বসবাসরত সকলের বয়স এবং বাহ্যিক পরিবর্তন পৃথিবীর ২৫ বছরের সাথে হলেও আমার পরিবর্তন স্বাভাবিক ১ ঘন্টার মতোই ছিল।

হঠাৎ এক ঝটকা পানি আমার মুখে এসে পড়লো। চোখ মুছতে মুছতে তাকাতেই দেখি আমার মায়ের অগ্নিমূর্তি। এখন সকাল ৭:৪৫ বাজে আর আমার কলেজ ৮টায়। মা ১ ঘণ্টা ধরে আমাকে ডাকছে, সেই আওয়াজটাই আমি বারবার শুনতে পাচ্ছিলাম আমার স্বপ্নের মধ্যে। অবশেষে, আমার মুখে ছুড়ে মারা পানির গ্লাসটি তার হাতেই আছে এবং সাথে তার অগ্নিচক্ষু দুটি ড্যাব ড্যাব করে দেখছে আমায়। মা তো জানে না যে, তার মেয়ে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল না; সে তো 'নিকাসা' থেকে ঘুরে এসেছে!

মোঃ নাইমুল ইসলাম (নয়ন)
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ লোটাস
রোলঃ ৩২৭৭

মিশর রহস্যঃ

পিরামিডের রোমাঞ্চিত অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশের একটি মুসলিম রাষ্ট্র মিশর। মিশরে রয়েছে হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং অনেক অজানা রহস্য। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মিশরের সাক্কারাতে পৃথিবীর প্রথম পিরামিড তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রায় ৪৫০০ বছর পূর্বে মিশরের গিজে শহরের ফারাও সম্রাট খুপুর পিরামিড তৈরি করা হয়েছে।

প্রায় ২৫ লাখ পাথর দিয়ে ৭৫০ বর্গফুট জমির উপর তৈরি এই পিরামিডের প্রতিটি পাথরের ওজন ২৫ টন। ডিজাইন ও গঠন-কৌশল দেখে অনেকেই বলতে শুরু করে এগুলো বহির্বিশ্বের অতি বুদ্ধিমান এলিয়েনদের তৈরি।

মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরও তাদের আরেকটা জীবন আছে। তাই তারা মৃতদেহ তাজা রাখার জন্য মমি তৈরি করে এবং মিশরীয় বিজ্ঞানীরা এতে সফলও হয়েছে।

এবং এই মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করত। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড ফারাও খুপুর পিরামিড। মিশরীয়রা এই পিরামিড ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে তৈরি করত। আজও পিরামিড নিয়ে অনেক রহস্য রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিস্ময় পিরামিডের ভেতরে। পিরামিডের বাইরে প্রখর সূর্যতাপ থাকলেও এর ভেতরের আবহাওয়া অস্বাভাবিক আর্দ্র থাকে। আর পিরামিডের এখানে-ওখানে মরে পড়ে থাকা বিড়ালসহ অন্যান্য ছোট প্রাণীর মৃতদেহ দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সব কয়টি প্রাণীর মৃতদেহ শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে। তবুও এগুলো থেকে পচা গন্ধ বের হয় না। ভেতরে কী এমন পরিবেশ আছে যার ফলে এমনটি হয়েছে। আজ থেকে ৩৫০০ বছর পূর্বে প্রিন্সেস মারা যাওয়ার পর তাকে মমি করে রাখা হয়েছিল। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে উদ্ধারকৃত এ মমিটি চারজন ইংরেজ কিনে নিতে হোটেলে আসেন। তাদের একজন কয়েক ঘণ্টা পরে হোটেল হতে বেরিয়ে মরুভূমির দিকে হেঁটে চলে যান। পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় জন একজন মিশরীয় ভৃত্যের দ্বারা গুলিবদ্ধ হন। তৃতীয় জন দেশে ফিরে দেখেন ব্যাংকে রাখা তার সব টাকা লোপাট হয়ে গেছে। চতুর্থ জন দেশে ফিরে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। শেষ জীবনে তিনি রাস্তায় দিয়াশলাই বিক্রি করতেন। এক মহিলা নোংরা কাপড় দিয়ে মমিটির মুখ মুছে দিয়েছিলেন। পরের দিন তার ছেলে হাম রোগে মারা যায়। একবার এক সাংবাদিক মমিটির ছবি তুলে দেখেন যে রাজকুমারীর মুখের বদলে বীভৎস এক চেহারা। এই ঘটনার পর তিনি আত্মহত্যা করেন। সর্বশেষ মমিটি কিনেন জনৈক মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যাবার জন্য তিনি টাইটানিক জাহাজে ওঠেন। ধারণা করা হয়, এই অশুভ মমির কারণে নাকি টাইটানিক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। এমন আর অনেক ঘটনা আছে মমি নিয়ে।

যুগে যুগে মানুষ পিরামিড নিয়ে গবেষণা করে আসছে। অনুসন্ধিৎসু মানুষ হয়ত একদিন এই পিরামিডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। তার আগ পর্যন্ত এই পিরামিড নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকবেই। এলিয়েন নাকি মানুষ তৈরি করেছিল এই পিরামিড? যদি এলিয়েন তৈরি করে থাকে, তাহলে কি প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের সাথে যোগাযোগ করত? যদি মানুষ তৈরি করে থাকে, তাহলে মানুষ কেন বিপদে পড়েছে? তবে কি ফারাও রাজাদের অভিশাপ বা জাদু-মন্ত্রের ফলে এসব হচ্ছে? একদিন হয়ত বিজ্ঞানীরা এসব উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন।

নাজমুস সাকিব
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ টিউলিপ
রোলঃ ৩০৬০

এক নজরে সিলেটের দর্শনীয় স্থান

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি প্রধান শহর সিলেট। সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত এ শহরটি দেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই সিলেট। চা-বাগান, পাহাড়, ঝরনা, জলাবন, সাদাপাথর, হাওর সব মিলিয়ে এক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভার এই সিলেট।

সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ

হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার

৩৬০ আউলিয়ার পুণ্যভূমি এই সিলেট বিভাগ। হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত দরবেশ। পীর হযরত শাহজালাল (রহঃ) কে ওলিকুল শিরোমণি বলা হয়। ৩৬০ জন সরফরসঙ্গী (আউলিয়া) সহ হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর সিলেট আগমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার শরীফ সকলের কাছেই একটি পুণ্যস্থান। সারা বছরই দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে ভক্তরা ছুটে আসেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজারে এলে আপনাকে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করবে; সেটি হচ্ছে মাজারের চারপাশে উড়ন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে জালালি কবুতর। এছাড়াও

হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার

মাজারের উত্তর দিকের পুকুরে অসংখ্য গজার মাছ রয়েছে। এগুলোকে মাজারে আসা ভক্তবৃন্দ পবিত্র মনে করে এবং ছোট ছোট মাছ খেতে দেয়। হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার শরীফের দক্ষিণ দিকটিতে একটি গ্রিলবেষ্টিত তারকা-খচিত দুই ফুট চওড়া ঘর আছে। এই ঘরটিকে হযরত শাহজালাল (রহঃ) 'চিল্লাখানা' হিসেবে ব্যবহার করতেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন একজন বড়ো মাপের ইসলামের প্রচারক ও বীরযোদ্ধা। তার ব্যবহৃত তলোয়ার, খড়ম, বাটি ও প্লেট দেখতে পাওয়া যায় এই মাজারে এলে।

ক্বীন ব্রিজঃ ক্বীন ব্রিজ সিলেটের একটি অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান। স্থানীয়ভাবে এই ব্রিজটিকে পুরান পুল বা সুরমা ব্রিজও বলা হয়। ১৯৩৬ সালে আসামের তৎকালীন গভর্নর মাইকেল ক্বীন এই লৌহ নির্মিত ব্রিজটি নির্মাণ করেন। এটি সিলেট শহরের জিরো-পয়েন্টে অবস্থিত।

আলী আমজাদের ঘড়িঃ ক্বীন ব্রিজের পাশেই অবস্থিত আলী আমজাদের ঘড়ি। এটি সিলেটের একটি অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন। ১৮৭৪ সালে এই ঘড়িটি নির্মাণ করেন সিলেটের কুলাউড়ার জমিদার আলী আমজাদ খান।

শাহী ঈদগাহঃ শাহী ঈদগাহ সিলেটের একটি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন। ১৭০০ সালের দিকে মুঘল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ এই ঈদগাহটি নির্মাণ করেন। এই ঈদগাহটি ১৫টি গম্বুজ দ্বারা সুসজ্জিত। ২২টি সিঁড়ি মাড়িয়ে এই ঈদগাহের মূল চত্বরে প্রবেশ করতে হয়। ঈদগাহটিতে প্রায় দেড় লাখ মুসুল্লি একত্রে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারে।

ক্বীন ব্রিজ

আলী আমজাদের ঘড়ি

শাহ পরান (রহ.) এর মাজারঃ হযরত শাহ পরান (রহ.) ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সফরসঙ্গী এবং ভাগ্নে। তিনি ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও জালালিয়া তরিকার একজন প্রখ্যাত সুফি দরবেশ। শাহ পরান (রহ.) এর মাজার সিলেটের একটি পূণ্যস্থান। শাহজালাল (রহ.) এর মাজার থেকে শাহ পরান (রহ.) এর মাজারের দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। মাজারটি সিলেট শহরের পূর্ব দিকে খাদিমনগর এলাকায় অবস্থিত।

জাফলংঃ সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম জাফলং 'প্রকৃতি-কন্যা' হিসেবে পরিচিত। খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি এই জাফলং। উঁচু পাহাড়, স্বচ্ছ জল আর রকমারি নুড়ি পাথরের সমন্বয়ে সুসজ্জিত জাফলং ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ভারতের ডাউকি পাহাড় থেকে অবিরাম প্রবাহিত ঝরনা, ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ, পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ শীতল পানি জাফলং-এ বেড়াতে আসা পর্যটকদের মোহাবিষ্ট করে। পিয়াইন নদীর তীরে স্তরে স্তরে বিছানো পাহাড়ের স্তূপ জাফলংকে আরো দৃষ্টিনন্দন করেছে। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পর্যটকের সমাগম

শাহ পরান (রহ.) এর মাজার

জাফলং

ঘটে এখানে।

বিছানাকান্দিঃ সিলেটে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য আরেকটি বড় আকর্ষণীয় ভ্রমণস্পট হলো বিছানাকান্দি। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রাম বিছানাকান্দি। জাফলং ও ভোলাগঞ্জের মত বিছানাকান্দিও একটি পাথর-খনি অঞ্চল। উঁচু পাহাড় ঘেরা সবুজের মায়াজাল থেকে নেমে আসা ঝরনার শীতল পানির অস্থির বেগে বয়ে চলা মন কাড়বে যে কারোরই। বর্ষায় যখন থোকা থোকা মেঘ আটকে থাকে পাহাড়ের গায়ে, তখন মনে হয় মেঘেরা যেন বাসা বেঁধেছে পাহাড়ের কোলে। পাহাড়, ঝরনা, নদী আর পাথরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিছানাকান্দিকে সাজিয়েছে এক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসাবে।

রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্টঃ রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানি বা স্বাদু পানির জলাবন ও বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য। এটিও সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলার অ্যামাজন খ্যাত এই রাতারগুল। এখানে এক গাছ থেকে আরেক গাছে ঘুরে বেড়ায় নানান বন্যপ্রাণী ও পাখি। রাতারগুলের গাছপালার মধ্যে রয়েছে হিজল, করচ, বরুন, পিঠালি, জালিবেত, কদম, ছাতিম, বট, অর্জুন ইত্যাদি এবং প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, বানর, বেজি ও গুঁইসাপ ইত্যাদি এছাড়া পানকৌড়ি, টিয়া, সাদাবক, ঘুঘু, বাজপাখি, চিল, বুলবুলি, মাছরাঙা, কানা বক ইত্যাদি বিচিত্র প্রজাতির নানা বর্ণের পাখির কল-কাকলিতে মুখরিত এ বনাঞ্চল। শীতকালে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে আসে পরিযায়ী পাখি ও বালিহাঁস; আসে বিশালাকার শকুনও। রাতারগুলের জলাশয়ে রয়েছে দেশি প্রজাতির সুস্বাদু মাছ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাবদা, টেংরা, খালিসা, রুই, কালবাউস, রিঠা ইত্যাদি। রাতারগুলের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এক কথায় অনন্য।

সাদা-পাথর সমৃদ্ধ ভোলাগঞ্জঃ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ভারতীয় সীমান্তবর্তী ধলাই নদীর উৎসমুখে অবস্থিত ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরে সমৃদ্ধ একটি দর্শনীয় অঞ্চল। এখানে ধলাইয়ের স্বচ্ছ নীল জল, সাদা পাথর এবং পাহাড়ের সবুজ মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। স্বচ্ছ নীল জলে পা ভিজিয়ে মেঘালয়ের সবুজ পাহাড় আর মাথার ওপর সূর্যের উত্তাপ দারুণ এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির জন্ম দেয়। এখানে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি যেন সেজে ওঠে সবুজের আচ্ছাদনে। দূর থেকে মেঘালয়ের সবুজ পাহাড়গুলো যেন ডাকে, 'আয়! আয়! আয়!...। সারাবছরই পর্যটকদের পদভারে মুখরিত থাকে ভোলাগঞ্জ।

মালনীছড়া চা-বাগানঃ সিলেটের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান মালনীছড়া চা-বাগান। ১৮৫৪ সালে ১৫০০ একর জায়গা জুড়ে এই চা-বাগানটি গড়ে তোলা হয়। এটি উপমহাদেশের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত চা-বাগান। এটি সিলেট শহরের জিরো পয়েন্টের ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থিত। চা-বাগান মানেই হলো দিগন্ত-প্রসারী সবুজের মাঝে ছায়াবৃক্ষের মিলনমেলা। ভ্রমণবিলাসী পর্যটকদের জন্য এই চা-বাগানটি সবসময়ই পছন্দের স্থান। সিলেট শহরের একেবারে কাছাকাছি এর অবস্থান হওয়ায় প্রতিদিনই পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে এখানে।

বিছানাকান্দি

চাবাগান

অভিষেক দাস
শ্রেণিঃ একাদশ
শাখাঃ ডেল্টা
রোলঃ ১০৪১

অন্তিম বার্তা

১

আমি আমার ৬৩ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে এই সিদ্ধান্তে আমার আদতে কোনো আক্ষেপ নেই। চার বছর ধরে এই বৃদ্ধাশ্রমে আছি। কখনো মনে হয়নি যে আমি কোনো কষ্টে আছি বা আমার জন্য কেউ ভাবার নেই। তবে, আজ মনে হচ্ছে, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। শরীরটা বেশ ভারী হয়ে আসছে, বেশ ক্লান্ত লাগছে...

২

৬ই সেপ্টেম্বর। হ্যাঁ, তারিখটা এখনো মনে আছে। তবে সালটা ঠিক মনে নেই তবে হয়তো ২০০০ বা ২০০১ সাল। এখানে এসে কিছু অস্বস্তিকর সমস্যায় ভুগতে হয়েছে, অস্বীকার করব না। বৃদ্ধাশ্রমের ফরমে এখানে আসার কারণটা লিখতে বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঘামাতে হয়েছে। আসার কারণ দেখে আশ্রমের কর্মচারীগণ আমার আবেদন ফরমটা গ্রহণ করতে চায়নি। তবে হামিদা আপার সাথে কথা বলার পর তারা আমার অবস্থা বিবেচনা করলেন। উল্লেখ্য, আনোয়ার সাহেব এবং তার স্ত্রী, হামিদা আপা এই বৃদ্ধাশ্রম ও সংলগ্ন

এতিমখানার মালিক। শিল্পপতি হওয়ার দরুন তাদের অঢেল সম্পদ রয়েছে। সেই সম্পদের কিছু অংশ তারা এই দুটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালাতে ব্যবহার করেন। তবে, তাদের আচার ব্যবহারে সেই সম্পদের ঐশ্বর্য বা অহংকার কখনো দেখিনি। প্রকৃত মাটির মানুষ বললেও তাদের কম বলা হবে।

৩

জায়গাটা মন্দ নয়। বেশ খোলামেলা এবং গাছগাছালিতে ঘেরা। সুখের কোনো কমতি নেই। সর্বদা আয়ারা আমাদের খেয়াল রাখেন। খাবার-দাবারের এলাহি আয়োজন তো রয়েছেই। যদিও আমি নিরামিষভোজী, সে ব্যাপারে আমার তেমনি কিছু যায় আসে না। অবশ্য বয়স্ক বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে গল্প করে সময় বেশ ভালই কাটে। টুক-টাক কিছু কাজও করি এখানে। এতিমখানার বাচ্চাদের পড়িয়ে সময়টা বেশ কেটে যায় এখানে। এ কাজটা আমি আমার নিজের ভালো লাগার জন্যই নিয়েছি। এই কচি-কাঁচাদের সাথে সময় কাটাতে আমার খুব আনন্দ লাগে। তাদের মধ্যে শেখার আগ্রহ ও কৌতূহল দেখে আমি বিস্মিত হই। ওদের মধ্যে আমি যেন আমার ছেলেদের খুঁজে পাই।

৪

আমার বয়স তখন ২২ কি ২৩ বছর। মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসার উন্নতির ফলে আমাদের সংসার বেশ সুখে-শান্তিতে কাটে। তবে সব সুখেরই তো শেষ আছে। আমার স্বামী ট্রেন দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যুবরণ করেন। নিজেকে তখন বেশ অসহায় লাগছিল। তবে বড় খোকা তার বাবার ব্যবসাটা শক্ত হাতে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর বড় খোকা যেন আমাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। হয়তো মনে মনে ছেলে ও বৌমা আমার পটল তোলার জন্য প্রার্থনা করত। এক পর্যায়ে অবশ্য পুরো ব্যবসা এবং আমার নামে থাকা আমার স্বামীর বাড়িটাও বড় ছেলে দখল নেয়। ছোট ছেলে সম্পত্তির বিন্দুমাত্র ভাগ পায়নি। অবশ্য আমি এজন্য বড় ছেলে বৌকে কখনোই দোষ দেব না। হয়ত আমি আমার বড় ছেলেকে ঠিকভাবে মানুষ করতে পারিনি। খামোখা পরের মেয়েকে তো দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার ছোট খোকা বিয়ের পরও আমার দায়িত্ব নিতে ভুলেনি। সে ছোট একটি চাকরি করে। একটি কন্যা-সন্তানও আছে তার।

তারপরও সে আমার দায়িত্ব নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আসলে তার সংসারে টানাটানি দেখে আমারই মনে হয়েছে আমি তাদের বোঝা হয়ে থাকছি। ছেলের চাকরি ও ছোট বৌমার সাংসারিক ব্যস্ততার কারণে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে যতটুকু পরিচর্যা ও যত্ন দরকার তা পাচ্ছি না। আমি এ ব্যাপারে ওদেরকে জোরও করতে পারছি না। অগত্যা আমি স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে যেতে সিদ্ধান্ত নিই। কথাটি আমি ওদেরকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেই। আমার কিছু গহনা ছোট ছেলের জন্য চিঠির সাথে রেখে আসি। অবশ্য আমি এ আশ্রমের ঠিকানা চিঠির কোথাও উল্লেখ করিনি। ভাবছি ছেলে ও ছেলের বউ আমাকে এ জন্য ক্ষমা করে দিবে।

৫

হামিদা আপা গতরাত থেকে আমার শিয়রে বসে রয়েছেন। দুদিন ধরে আমার শরীরটা বেজায় খারাপ করেছে। বুকে প্রচন্ড ব্যথা আর জ্বরে একদম কাবু। ডাক্তার সাহেব এসেছিলেন বটে, তবে তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমার সমবয়সী বন্ধুরা আমার বিছানার চারপাশে বসে যে যার মতো উপর ওয়ালার কাছে প্রার্থনা করছে। দরজার বাইরে বাচ্চাগুলো কান্নার রোল বইয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় আমি নিজেকে বেশ ভাগ্যবতী বোধ করছিলাম। শরীরটা কেন জানি না বেশ হালকা হয়ে আসছে। হামিদা আপা আমার হাত ধরে, 'অনুপমা দিদি' বলে কাঁদছিল। সত্যিই এই জীবনে আমার আর কোনো আক্ষেপ নেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা চেনা স্বর যেন আমাকে 'মা' বলে ডাকলো....

শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলার আগে অনুপমা শুধু বলেছেন .... 'খোকা' .....

অতনু মল্লিক
শ্রেণীঃ দ্বাদশ
শাখাঃ মেসন
রোলঃ ১৮৬৩

আমার প্রাণী পরিবার

আমি অতনু। ছোটবেলা থেকেই পশু পাখির প্রতি ভালোবাসা আমার একটু বেশি। খাওয়ার জন্য কিনে আনা মাছ পানিতে রাখতাম যদি বাঁচাতে পারি। কুকুরকে দেখলে সব সময় বিস্কুট খেতে দিতাম। তবে ছোট বেলায় আমার নিজের কোনো পোষ্য ছিল না। এখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছি। হোমো স্যাপিয়েন্স বাদে বর্তমানে আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পনেরো। তাদের নিয়েই আজকের এই গল্প। প্রকারভেদে ভাগ করলে এরা মোট পাঁচ প্রকারের প্রাণী। পশু, পাখি, মাছ, উভচর এবং সরীসৃপ। আমার বর্তমানে একটি বিড়াল, দুইটি পাখি, তিনটি মাছ, ছয়টি কাসিম, একটি কচ্ছপ ও দুটি সালামান্ডার (পানির টিকটিকি) রয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রাণী নিয়েই কিছু মজাদার গল্প এবং অজানা তথ্য রয়েছে। ওদের নিয়েই আজকে আমার এই গল্প।

১. বিড়াল ঃ আমার বিড়ালের নাম লিম্বো (limbo)। ও একটি দেশী প্রজাতির সম্পূর্ণ কালো বর্ণের ছেলে বিড়াল। ওর বর্তমান বয়স দেড় বছর। লিম্বোর বয়স যখন দুই মাস চার দিন, তখন আমি ওকে এনেছিলাম। ওর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: ওর নাম ধরে ডাক দিলে চলে আসে, সব সময় নিজের টয়লেটে গিয়ে টয়লেট করে, নিজের খাবার ছাড়া অন্য কিছুতে কখনো মুখ দেয় না। এবং বিশেষ দিনগুলোতে রোজা রাখে। যেমন: পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ঈদ, পূজা ইত্যাদি। এখনো পর্যন্ত এর কারণ উদঘাটন করতে পারি নি আমরা। কালো বিড়াল অশুভ বা অমঙ্গল আনে এই কুসংস্কার কে মিথ্যা প্রমাণের জন্য সম্পূর্ণ কালো রঙের বিড়াল আনা। লিম্বোকে আনার পর আমাদের পরিবার আরও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে। ওর প্রিয় খাবার ক্যাট ফুড, কপিলা মাছ ও কুমড়া।

২. টিয়াপাখি ঃ আমার টিয়া পাখির নাম গুচী (Gucci)। ও

ইন্ডিয়ান রিংনেক প্রজাতির একটি মেয়ে পাখি। টিয়া পাখি আমাদের দেশের একটি বন্য পাখি যা পালন বা কেনা-বেচা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে গুচীকে রেসকিউ করা। ওর বয়স যখন তিন বা চার, চোখ তখনো ফোটেনি আমার বাবা ওকে পেয়েছিল। সেই তিন-চার দিন বয়স থেকে আজ ওর বয়স প্রায় পাঁচ বছর। ও খুবই বুদ্ধিমতী ও শান্ত প্রকৃতির। ঘরের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া থাকে, তবে ওর প্রিয় জায়গা ওর খাঁচা। বাইরে ঘুরেফিরে নিজেই খাঁচায় চলে আসে। ও নিজের নাম বলতে পারে, শিস বাজাতে পারে। ওর আনন্দ, রাগ, দুঃখ, অভিমান সকল অনুভূতিগুলো আমি এখন বুঝতে পারি। বন্য পাখি পোষ্য হিসেবে পালা ঠিক নয় তবে গুচী একদম ছোট থেকেই ঘরে এবং মানুষের সংস্পর্শে বড় হয়েছে। তাই ওকে বন্য পরিবেশে অবমুক্ত করা হলে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না। দুইবার প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার পরও ও আবার ফিরে এসেছে। তাই এখন সব সময় আমার সাথেই থাকে। ওর প্রিয় খাবার সূর্যমুখীর বীজ ও বিভিন্ন ধরনের ফল।

৩. কাকাতুয়া পাখি ঃ আমার কাকাতুয়া পাখির নাম ণক্কী (Gnocchi) ও ককাটেল প্রজাতির একটি ছেলে পাখি। ককাটেল খাঁচার পাখি। পোষ্য হিসেবে এরা বিশ্ববিখ্যাত। ণক্কীর যখন আঠারো দিন বয়স, তখন ওকে আমি কিনে আনি। এখন ওর বয়স প্রায় আড়াই বছর। ও একটু সরল প্রকৃতির। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর কিছু বোঝে-না। ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ পড়ে যায়। রাত তিনটা-চারটার সময় হঠাৎ ওড়াউড়ি শুরু করে। তবে ওর বিশেষ গুণগুলো খুব আনন্দদায়ক। ও শিস বাজিয়ে গান গাইতে পারে, বিভিন্ন পাখির ডাক নকল করতে পারে। ওকে দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক হলেও ওর স্বভাব সদ্য ডানা গজানো বাচ্চা পাখির মত। ও সবকিছুই খায়।

৪. গজার মাছ (Channa Marulius) ঃ গজার মাছ স্নেক হেড স্পিসিস এর একটি প্রজাতি। আমার একটি গজার মাছ আছে। এটি একটি রাক্ষুসে মাছ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। গজার মাছ বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। তবে আমার এই গজার মাছ পালনের আগ্রহ হয়েছিল আমাদের দেশের একটি প্রচলিত কুসংস্কার শোনার পর থেকে। গজার মাছকে ভূতের প্রিয় মাছ বলা হয়। তবে কোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারছিলাম না পরে একদিন আমার মা বাজারে আধমরা গজার মাছ দেখতে পেয়ে কিনে নিয়ে এসেছিল। ছয় থেকে সাতটা মাছের মধ্যে একটিকে বাঁচাতে পেরেছিলাম এবং সেই গজার মাছটি প্রায় দেড় বছর ধরে আমার কাছে। ও একা একটি বড় অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকে। ওর প্রিয় খাবার পুঁটি মাছ ও মুরগির মাংস। বেশ রাজকীয় এবং ইন্টারেস্টিং মাছ এই গজার।

৫. টিনফয়েল বর্ব ঃ আমার দুটি টিনফয়েল বর্ব মাছ রয়েছে। ওরা বার্ব (পুঁটি) প্রজাতির মাছ। টিনফয়েল বর্ব এর মধ্যে বিভিন্ন মিউটেশন রয়েছে। আমার মাছ দুটোর মিউটেশন হলো অ্যালবিনো। ওদের বিশেষত্ব ওদের চোখ সম্পূর্ণ লাল এবং দেহ সাদা। মাছ দুটিকে রেসকিউ করা। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ধরে ওরা আমার কাছে আছে। ওরা বেশ লাজুক স্বভাবের ।

৬. রেড ইয়ার্ড স্লাইডার কাছিম (Red Eared Slider) ঃ আমার একটি রেড ইয়ার্ড স্লাইডার ছেলে কাছিম রয়েছে। এরা স্লাইডার প্রজাতির বিদেশি কাছিম। বিশ্বে সর্বাধিক পোষ্য কাছিম হিসেবে এই প্রজাতির কাছিমকে পালন করা হয়। অ্যাকোয়ারিয়াম এর দোকানে সহজেই এদের কিনতে পাওয়া যায়। বর্তমানে কৃত্রিমভাবে এদের প্রজনন করানো হচ্ছে। এরা দেখতে অনেক সুন্দর। মাথার পাশে কানের ন্যায় লাল রঙের চিহ্ন রয়েছে বলে এদের এই নামকরণ। আমার কাছিমটি বেশ কৌতূহলী। কিছুই ভয় পায় না। মানুষ দেখলে কাছে এগিয়ে আসে। ওর প্রিয় খাবার চিংড়ি মাছ, মুরগির মাংস ইত্যাদি।

৭. ইয়োলো বেলি স্লাইডার (Yellow Belly Slider) ঃ আমার এক জোড়া এই স্লাইডার প্রজাতির কাছিম রয়েছে। ওদের তলপেটের খোলসের রং একদম হলুদ বলে ওদের এই নামকরণ। এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্যতম বিরল একটি কাছিম। এটি একটি বিদেশী প্রজাতির

কাছিম। বাংলাদেশে তেমন কোথাও কিনতেও পাওয়া যায় না। তবে আমি দুটিকে বিশেষভাবে সংগ্রহ করি। ওদের পছন্দের খাবার বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ ও মাংস। এই স্লাইডার প্রজাতির কাছিম গুলোর ছেলে এবং মেয়ে চেনার উপায় খুব সহজ। ছেলেদের লেজ ও পায়ের নখ অনেক বড় হয় এবং মেয়েদের লেজ এবং হাতের নখ অনেক ছোট হয়।

৮. **কড়ি কাইট্টা কাছিম** (Indian Roofed Turtle) ঃ আমার একটি এই প্রজাতির ছেলে কাছিম রয়েছে। কড়ি কাইট্টা আমাদের একটি দেশীয় প্রজাতির কাছিম। বাংলাদেশের স্থান ভেদে এখনো কম বেশি এদের দেখা যায়। দেশীয় কোনো প্রজাতির কাছিম আমাদের পালন করা ঠিক নয়। তবে আমার কাছিমটি রেসকিউ করা। জলাশয় ভরাটের ফলে ওরা লোকালয়ে উঠে আসে। একজন ওকে পেয়ে আমার কাছে দিয়ে যায়। তবে কাছিমদের সাধারণত খোলসে একটি রোগ হয়ে থাকে।ওদের খোলস ক্ষয় হয়ে যায় বা পচে যায়।আমার এই কাছিমটির এই রোগটি আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার পর ওকে আবার উপযুক্ত এবং নিরাপদ পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ওর প্রিয় খাবার কলমি শাক, ছোট মাছ ইত্যাদি।

৯. **হলুদ কাইট্টা কাছিম** (Indian Eyed Turtle) ঃ আমার একটি এই প্রজাতির মেয়ে কাছিম রয়েছে। হলুদ কাইট্টা আমাদের একটি দেশীয় প্রজাতির কাছিম হলেও বর্তমানে তা বিলুপ্তির পথে। কালে ভদ্রে একটি দুটি দেখা যায় পরিবেশে। ওকে একটি অ্যাকোয়ারিয়াম এর দোকানে পেয়েছিলাম তখন ওর অবস্থা অনেক বেশি খারাপ ছিল পরে ওকে রেসকিউ করে নিয়ে আসি। ওর অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে প্রথম দুই সপ্তাহ কিছু খাওয়াতে পারিনি, ভেবেছিলাম বাঁচাতে পারবো না তবে এখন ও বেশ সুস্থ। হলুদ কাইট্টা পৃথিবীর অন্যতম সংবেদনশীল কাছিম প্রজাতি। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলোঃ এরা শুধু শাক বা গাছের পাতা খায়। আমার হলুদ কাইট্টা কাছিমটির প্রিয় খাবার কলমি শাক ও লেটুস পাতা।

১০. **ধুম তরুণাস্থি কাছিম** (Indian Peacock Softshell Turtle) ঃ আমার একটি ধুম তরুণাস্থি কাছিম রয়েছে। বাংলাদেশ আগে অনেক পাওয়া গেলেও বর্তমানে তা বিলুপ্ত প্রায়। এটি অন্যান্য কাছিমের তুলনায় ভিন্ন। এদের খোলস প্যানকেকের মত নরম হয় বলে এদের তরুণাস্থি কাছিম বলা হয়। এই কাছিমটিকে আমি যমুনা নদী থেকে সংগ্রহ করেছি অনেক বাচ্চা অবস্থায়। এরকম বাচ্চা অবস্থায় কোনো কাছিম অবমুক্ত করা হলে তার বাঁচার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। তাই ওকে বড় করে অবমুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১১. **তারা কচ্ছপ** (Star Tortoise) ঃ আমার একটি স্টার কচ্ছপ রয়েছে। ওর নাম ওটো (Oto)। এখন আপনারা ভাবতে পারেন আমি এটিকে কেন কচ্ছপ বলছি এবং বাকিগুলোকে কাছিম বলেছিলাম। আসলে কচ্ছপ এবং কাছিমের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হল কাছিম সাধারণত জলে থাকে আর মাঝে মাঝে রোদ পোহানোর জন্য ডাঙায় ওঠে। ওরা সাঁতার কাটতে পারে। আর কচ্ছপ কখনোই সম্পূর্ণ পানিতে নামে না। সম্পূর্ণ জীবন ডাঙ্গায় থাকে। ওরা সাঁতার কাটতে পারে না। পানিতে পড়ে গেলে ওরা ডুবে মারা যায়। ওদের খোলস অনেক বেশি শক্ত হয়ে থাকে এবং শারীরিক গঠন কাছিমের তুলনায় বেশ ভিন্ন। আমার এই কচ্ছপটির প্রিয় খাবার লেটুস পাতা এবং জবা ফুল। ওকে দেখতে একদম ছোট খেলনা পুতুলের মত।

১২. **ফায়ার বেলি নিউট** (Fire Belly Newt) ঃ আমার দুটি নিউট রয়েছে। নিউট এক ধরনের সালামান্ডার। এরা Amphibians বা সহজ ভাষায় জলের টিকটিকি। জল এবং স্থল উভয় স্থানে এরা বিচরণ করে। এদের বিশেষত্ব এদের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে গেলে তা পুনরায় সৃষ্টি হয়। ফায়ার বেলি নিউট পৃথিবীর অন্যতম একটি বিষাক্ত জীব। এরা বিষধর নয়। বিষাক্ত এবং বিষধর জীব আমরা অনেক সময় মিলিয়ে ফেলি। যে সকল জীব আমরা খেয়ে ফেললে বা শরীরে গেলে আমাদের বিষক্রিয়া হয় তারাই বিষাক্ত জীব এবং যেসব জীব আমাদেরকে কামড় দিলে আমাদের বিষক্রিয়া হবে তারা বিষধর জীব। তাই নিউট ঠিক পদ্ধতিতে পালন করলে এর মাধ্যমে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে আমার কাছে উল্লিখিত প্রাণীগুলো রয়েছে। প্রত্যেককেই আমি আমার পরিবারের সদস্য মনে করি। আগে আমার বেশ কিছু ভিন্ন প্রজাতির পোষ্য ছিল। যেমন: হুতুম পেঁচা, মদনা টিয়া, ফুল মাথা টিয়া, বাজরিগার পাখি, পঁচিশ-ত্রিশ প্রজাতির মাছ, ব্যাঙ, ঘাসফড়িং, টিকটিকি ইত্যাদি। ভবিষ্যতেও অনেক প্রাণী পালন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মানুষ মনে করে পশুপাখি পালন করা অনেক ঝামেলার এবং অনেক ব্যয়বহুল। তবে এই ধারণাটি ভুল। প্রত্যেকটি প্রাণীর পরিচর্যা ও পালনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। আমরা যদি সেগুলো মেনে পশুপাখি পালন করি তবে কোন অসুবিধাই হবে না। আমার পশু-পাখিদের নিয়ে লেখার একটাই উদ্দেশ্য এবং তা হলো; মানুষ যেন পরিবেশ ও পশুপাখি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং প্রকৃতি ও প্রাণী সম্পর্কিত বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমার অনুরোধ থাকবে সকলের প্রতি; প্রকৃতি ও প্রাণীকে ভালবাসতে শিখুন। পশু-পাখিকে সাহায্য বা পালন না করতে পারলেও চেষ্টা করবেন প্রাণী ও প্রকৃতি বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে। পৃথিবীটা যতটা মানুষের, ঠিক ততটাই অন্যান্য প্রাণীদের। তাই আসুন সবাই মিলে পৃথিবীটাকে সবার জন্য উপযুক্ত এবং সুন্দর করে তুলি।

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

খান মোহাম্মদ ফজলুল করিম

সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সমাদরশূন্য ফুলের প্রসঙ্গ

তিরিশের কল্লোল-যুগের পল্লবিত ধারায় কবি জীবনানন্দ দাশ কাব্য-কলা নির্মাণে, উৎকর্ষে এক বিরল কবি-সত্তা। নিসর্গ তথা প্রাণ-প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে চলমান জীবন-ঔদাসীন্যকে চিত্ররূপময় করে আধুনিক জীবনের সংকট, বিপন্নতাকে উপস্থাপন করলেও 'শ্বাশত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয় 'এর স্বপ্ন থেকে কখনো সরে যাননি তিনি। 'নির্জনতম কবি' সবসময়ই নির্জনতার প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেছেন হৃদয়ের গভীরতর অসুখের স্বরূপ-সন্ধানে, কখনো বা আলোকিত কোন ইন্দুর নরম মায়াবী শীতল পরশে স্বপ্নময় জগতে হারিয়ে যেতে। জীবনানন্দের কবিতা মানেই উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক, আলো-আঁধারির রহস্যজাল, মগ্ন-চৈতন্যের ইন্দ্রজাল। তাঁর কবিতায় বিশেষ এক জায়গা দখল করে আছে অনাদরে বেড়ে ওঠা অথচ সগৌরবে ফুটে থাকা বিচিত্র বর্ণের অজস্র ফুল।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ

যেখানে সবুজ ডাঙা ভরে থাকে মধুকূপি ঘাসে অবিরল।'

কিন্তু কোন ঘাস 'মধুকূপি' চেনা না থাকলে কল্পনাই ভরসা। যখন পড়া হয়-

রাস্তার পাশে অনাদরে ফুটে থাকে ভাঁট ফুল

সাদা ভাটপুষ্পের তোড়া
আলোকলতার পাশে দ্রোণফুল গন্ধ ঢালে বাসকের গায়।

দুলাইনে চারটি ফুল লতার নাম-যেগুলো সবার চেনা নয়। গোলাপ, রজনীগন্ধার মতো অভিজাত বা জবা, টগরের মতো আটপৌরেও নয়; তাদের চিনতে না পারার অস্বস্তি হতেই পারে অনেকের। বাংলার অনাদরের এসব ঝোঁপ-ঝাড়, আগাছা, জীবনানন্দ দাশের কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে। এরকম দ্রোণফুল, নাটা ইত্যাদি বাংলার সবুজ ডাঙাকে সাজিয়ে রাখে বৈচিত্র্যের রূপম ঐশ্বর্যে। নিতান্ত অকাজের ভেরেণ্ডা গাছ মাথা উঁচিয়ে গজিয়ে ওঠে পথের ধারে ফাঁকা জমিতে। তাকেও মায়াকাজল পরিয়েছে কবিতা।

রাস্তার পাশে শোভা পায় ভেরেন্ডা ফুল

কাচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডা ফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে।

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেই দেখা যায়, ভেরেণ্ডার ছোট্ট লাল ফুল আর সবুজ ফলের মধ্যে বীজগুলো ঠিক যেন 'মিনিয়েচার' মাপের চোখ-নাক-মুখ আঁকা রাজকন্যা-পুতুল।

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

ভেরেণ্ডার পরে;

আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ।

শিবঠাকুরের প্রিয় ফুল আকন্দফুল।

যে শালিক মরে যায় কুয়াশায়- সে তো আর
ফিরে নাহি আসে
কাঞ্চনমালা যে কবে ঝরে গেছে;
বনে আজো কলমীর ফুল ফুটে যায়–।

বনকলমী বা দুধকলমী তার হালকা রঙিন ফুলের পসরা সাজিয়ে অবহেলায় ফুটে থাকে। বনকলমীর সেই আবহমান

ঝোঁপে-ঝাড়ে ফুটে থাকে আকন্দ ফুল

কাল ধরে ফুটে থাকাকে এক বিশেষ মাত্রা দেন কবি জীবনানন্দ।

নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে...
তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল।

কলমী ফুলে ভরে আছে জলামাঠ

দ্রোণ ফুলের সমারোহ বাংলার পথে ঘাটে

বিশুষ্ক পদ্মের দিঘি
ফোঁপরা মহাল ঘাট
হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা----

জাঁকজমকপূর্ণ অভিজাত স্থাপনা ভেঙে পড়ে কিন্তু বনকলমী বা তার মতো অন্তেবাসী আগাছারা অনাদরে ফুল ফুটিয়ে যায়। কতদিন ফোটাতে পারবে কে জানে ?

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।

তিলোত্তমা নগরী পৃথিবীতে ঢের হয়েছে। নগরায়নের এই যুগে এসব দেখে বড় হচ্ছে প্রজন্ম। এ হলো সময়ের আশ্চর্য একচিত্র! নগর সভ্যতার অগ্রসরমানতার নামে চলছে ভূমি-দস্যুতা। ঝোঁপ-ঝাড় কেটে গড়ছি ইট-ভাটা। পুড়ে যাচ্ছে বন-বনানি; ঝলসে যাচ্ছে পৃথিবীর ছোট-বড় ফুসফুসরূপী বনভূমির সবল অভ্যন্তর। সেই অক্ষয় বট, অশ্বত্থ আর উল্লিখিত অনাদরের ফুলগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। হয়ত একসময় এসব খোঁজার জন্য জীবনানন্দের কবিতার বইগুলো নিয়ে বসতে হবে।

পরিবেশবাদীরা, নিসর্গ-প্রেমিকেরা হয়ত বলে যাবে বেদনার স্বরে-বৃক্ষ বাঁচাও, প্রাণ নেও বুক ভরে'। থামাও আগ্রাসন, গড় সবুজ জনপদ'। তবু চলবে হয়তো খেলেরামদের এ খেলা!

মোহাম্মদ এরশাদ আলী

প্রভাষক, বাংলা
(ইংরেজি ভার্সন)

বঙ্গবন্ধু পাঠ ও দর্শন কেন প্রয়োজন

ইতিহাস অতীতের কোন কাহিনি নয়, বরং বর্তমানে বসে অতীতে তাকালে যে আবর্ত দেখা যায়, তা-ই ইতিহাস। আব্রাহাম লিংকন কিংবা সিরাজউদ্দৌলা ভৌগোলিক ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে; কোথাও ভিলেন, কোথাও হিরো। সৌভাগ্য আমাদের বিশেষ করে '৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর জীবনদর্শন নিয়ে যে অমানিশার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজ দূর হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে বহুগ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আরও হতে থাকবে। বিশেষ করে ২০১২ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু-চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। প্রকাশিত হয় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২), 'কারাগারের রোজনামচা' (২০১৭) এবং 'আমার দেখা নয়া চীন' (২০২০)। তাঁকে নিয়ে লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর আলোকেই বঙ্গবন্ধু-পাঠ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা এ আলোচনার বিষয়।

১৯২০ সাল। ভারতবর্ষে শাসনের নামে ঔপনিবেশিক শোষণ চলছে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটছে। পৃথিবী প্রত্যক্ষ করলো সদ্য শেষ হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা। পৃথিবীতে ফরাসি ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এদেশে সিপাহী আন্দোলন (১৮৫৭) হয়েছে। তখন ভারতবর্ষের দুটি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস (১৮৫৫) এবং মুসলিম লীগ (১৯০৬) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হচ্ছে, কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক তুরস্কের জন্ম হচ্ছে। বিভেদ ভুলে ইংরেজ তাড়াতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনকারীরা ও খেলাফতিরা। হিন্দু-মুসলিম মিলনের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' তৈরি হচ্ছে। এমন এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দুঃসময়ে আশার আলোকবর্তিকা স্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়। শেখ মুজিবের শৈশবে রাজনীতি ও সাংগঠনিক মানস গঠনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ মাস্টারের প্রভাব অনস্বীকার্য। নিজেকে কল্পনা করেন কখনো 'আলেকজান্ডার' কখনো বা মহামতি 'সম্রাট আকবর'। শেখ মুজিব ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠে আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতা ও গান এবং বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষদের জীবনী তাঁকে দারুণভাবে টানত। তাঁর বিপ্লবী ও সংগ্রামী চেতনা গড়ে ওঠে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে।

১৯২০ থেকে ১৯৪৭ ব্রিটিশ শাসনামলেই কলকাতা থাকাকালে তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে থাকেন। চল্লিশের দশকেই তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিতে সরাসরি প্রবেশ করেন। একদিকে তাঁর রাজনৈতিক পিতা গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অন্যদিকে বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রভাব বঙ্গবন্ধুকে অনন্য রাজনৈতিক দার্শনিক চেতনায় অভিষিক্ত করে। খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস তাঁর 'মুজিববাদ' গ্রন্থে বলেন–

সোহরাওয়ার্দী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী, মওলানা ভাসানী বিপ্লবে। কাজেই মুজিব একদিকে যেমন নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী, আন্দোলনে ব্যর্থ হলে পরবর্তী পদক্ষেপরূপে বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণেও প্রস্তুত।

বঙ্গবন্ধু তিনটি কারণে রাজনীতিতে আসেন :

- ইংরেজদের অধীন থেকে দেশকে মুক্ত করা।
- দরিদ্র প্রজাদের উপর সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করা।
- অসহায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে।

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অস্থির পরিস্থিতি (১৯৩৯-১৯৪৫), মুসলিমলীগের 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন (১৯৪০), কংগ্রেসের 'স্বাধীন ভারত' দাবির আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; এসব ঘটনা উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র আলোড়ন তৈরি করে। স্বাধীনতা ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যেমন: 'ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট' (১৯৪২), 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি '(১৯৪১), 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' (১৯৪২), 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩)- এর তৎপরতা; মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯৪৬), নেতাজি সুভাষ বসুর মৃত্যু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন উন্মাদনা তৈরি করে। তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক তখন সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে মুসলিম লীগের রাজনীতি শুরু করেন, কিন্তু হৃদয়ে লালন করেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ। মহাত্মাগান্ধীর সাথে দেখাও করেছেন তিনি। এতে সহজে অনুমান করা যায় যে ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দীক্ষা ও পাঠ গ্রহণ করে শেখ মুজিব নিজস্ব একটি মনন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই বঙ্গবন্ধুসহ সকল বাঙালি মুসলিম লীগ কর্মীর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। এবারের শোষক সাতসমুদ্র তেরনদীর ওপারের ইংরেজ নয়; বেইমান ও ধর্মীয় মোড়কে স্বঘোষিত অভিজাত দাবিদার মুসলিম পাঞ্জাবিরা। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু এ সময়েই ১৯৪৭ সালে হৃদয়ে লালিত অসাম্প্রদায়িক নেতাদের সাথে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১; রাজনীতিতে তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। পাকিস্তানি শোষকেরা তাঁকে ১৭/১৮ বার গ্রেফতার করেন। ৪৬৮২ দিন জেল খাটতে হয় তাঁকে। ৫৪ বছর ৫ মাসের ছোট জীবনে প্রায় ১২ বছর বিভীষিকাময় কারাগারে কাটিয়েছেন গণনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসেন। ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), ৬২, ৬৬, ৬৯-এর সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা। যার প্রমাণ ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সফলতা। বঙ্গবন্ধু যে ১৯৪৭ সালেই বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন তা অনেক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। আসলে ২১ দফা, ৬ দফা, ১১ দফা নয় তিনি একটি সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন তিন দফা, "কত নিছ? কবে দিবা? কবে যাবা?"

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

মাত্র সাড়ে তিন বছরের সরকার পরিচালনায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪টি মূলনীতিই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দর্শন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা; এই মূলনীতিগুলোকে কেন্দ্র করেই বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত উন্নত সোনার বাংলার ভৌগোলিক বৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর উন্নত কোনো দেশ এতো দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন করে উল্লেখকৃত মূলনীতি বা সরকার পরিচালনা নীতির বিকল্প রচনা করতে আজও পারেনি। বৈষম্যমুক্ত সোনার বাংলা, সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের উৎপাটন, প্রগতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাকরণ এবং বাঙালি আবেগ-স্পর্ধাকে হৃদয়ে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতেন বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা।

স্বাধীনতা অর্জন মানেই শোষকের হাত থেকে মানুষের মুক্তি নয়, শুধু ভৌগোলিক একখণ্ড জমি নয়, শুধু জাতীয় পতাকার সগর্ব উড্ডয়ন নয়; বরং বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বাধীনতাকেই এনে দিয়েছেন এবং গড়তে চেয়েছিলেন সত্যিকারের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরেই অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উন্নীত। আগামী কয়েক দশক পরেই হয়ত এই জাতি একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেখতে পাবে।

হত্যায় কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা শেষ হয়ে যান? আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, ইন্দিরা গান্ধী; এদের নাম যেমন ঘাতকরা মুছে দিতে পারেনি, ঠিক তেমনি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামও মুছে দিতে পারেনি ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরাই হয়েছে ইতিহাসে ধিকৃত, ঘৃণিত এবং ইতিহাস থেকে বিলীন। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এই বজ্রকণ্ঠ যখনই কানে ভেসে আসে তখনই প্রতিটি বাঙালি শিহরিত হয় এখনও। 'জয়বাংলা' স্লোগান বাঙালির এক অনির্বাণ, চিরন্তন অনুপ্রেরণা। বঙ্গবন্ধু উল্লেখকৃত বাণী ও মন্ত্রের এক মহান স্রষ্টা। তাই বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাঙালি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৭২ সালের এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার শক্তি কোথায়?" উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি"। পরের প্রশ্নে সাংবাদিক জানতে চান, "আপনার দুর্বল দিকটি কী?" বঙ্গবন্ধুর উত্তর, "আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালোবাসি"।

স্বাধীনতা-উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল আকার ধারণ করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও সুবুদ্ধি দ্বারা জটিল রাজনৈতিক অচলায়তনকে ভাঙার চেষ্টা করেছেন, সবাইকে সব বিভেদ ভুলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে কিছু কুচক্রী মহল ব্যতীত সকলেই দেশগঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন; ঠিক যেমনিভাবে তারা অংশ নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে।

বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক ফোরামে উপস্থাপনেও বঙ্গবন্ধুই প্রথম সাহসী ভূমিকা রাখেন। বাঙালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁর মত প্রজ্ঞা ও সর্বক্ষেত্রে দার্শনিক বীক্ষণ, জনতার জন্য ভাবনা বা ত্যাগ স্বীকার আজও কেউ করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাঙালি থাকবে, সর্বকালের মহানায়ক, শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতাকে পাঠ করবে; ধারণ করবে তাঁর আদর্শ ও দর্শন। কবি সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায়:

এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলার পথ চলি
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।

তাই শাশ্বত সত্য হলো; বাঙালি মানে বঙ্গবন্ধু; বঙ্গবন্ধু মানে সোনার বাংলা; আর সোনার বাংলা মানে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

আনজুমান আরা রীপা

সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি)
ইংলিশ ভার্সন

আহ্বান

শান্ত বিবেক বারবার
অস্থির আবেগের দুয়ারে
কড়া নেড়ে বলছে-
শান্ত হও!
অনর্থক যুদ্ধের সাজ
সাজ রব তুলে তুমি কী
আজ ক্লান্ত নও?
সুখের অসুখে তুমি
শোকের পাহাড় গড়েছো।
শুভ্রতা ছেড়ে তুমি
উগ্রতার পথ বেছে নিয়েছো।
ক্ষান্ত হও!

আলোর সাথে আঁধারের
বৈরিতা খুঁজতে গিয়ে
তুমি নিজেই ফিরেছো ঘরে
আঁধারকে সাথে নিয়ে।
এ কেমন উন্মাদনা তোমার!
হাজার রঙে রঙিন হতে চেয়ে
রংহীন কালোতে
পরিণত হয়েছো।
পবিত্রতার বসন ছেড়ে
কলঙ্কের অলংকার পড়েছো
অতি ঔজ্জ্বল্যে তুমি
অবিরত স্বরূপকে ফিকে
করে চলেছো
স্থির হও।

ফিরে এসো আপন রূপে
যেমন ছিলে তুমি।
যেমন ছিলে নিষ্কলুষ আর
নিষ্পাপ
যেমন ছিলে প্রকৃতির মতো
স্নিগ্ধ কোমল।
যেমন ছিলে সুবাসিত
অমলিন, শোভন
পবিত্র হও,
শালীনতার চাদরে।
জ্ঞানের আদরে,
আলোকিত হও।
'আমি' বিবেক তোমাতেই পূর্ণ,
আমৃত্যু তোমারি
অবিচ্ছেদ্য সহযাত্রী।

মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম

ক্রীড়া শিক্ষক

সুস্থ জীবনের জন্য খেলাধূলা

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর তাই তো বলা হয় ''তন দুরস্তে মন দুরস্ত''। "তন" অর্থ তনু বা দেহ। অর্থাৎ দেহ ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষা হলো সুন্দর ও সুস্থ জীবন। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, জাতীয় জীবনে শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় সুঠাম ও সুস্থ দেহ। ললাটে এঁকে দেয় সাফল্যের জয়-তিলক। অপরপক্ষে রুগ্ন দুর্বল মানুষ জীবনের সকল আনন্দ থেকে হয় বঞ্চিত। খেলাধূলা শরীরচর্চার একটি অঙ্গ। খেলার মধ্যে রয়েছে শরীর চালনার নানাবিধ কৌশল; যা মানুষের শারীরিক দক্ষতা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। খেলার আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। যার রোগাটে, দুর্বল তারা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি জীবনযুদ্ধে পদে পদে হয় পরাভূত। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার ভূমিকা অপরিসীম।

শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতেই খেলাধূলার উদ্ভব। ধারণা করা হয়, আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে প্রথম কুস্তি খেলার উদ্ভব ঘটে প্রাচীন ইরাকে। মুষ্টিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, দৌঁড়-ঝাঁপ ইত্যাদি খেলারও প্রচলন সেই সময়েই। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে প্রথম হকি খেলার প্রচলন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ বছর আগে রোমে মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তারও আগে প্রাচীন গ্রিসে সূচনা ঘটে অলিম্পিক খেলার।

খেলাধূলাকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- ইন্ডোর গেমস অর্থাৎ ঘরের ভেতরের খেলাধূলাঃ শারীরিক কসরত, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা ইত্যাদি ইন্ডোর গেমস।
- আউটডোর গেমসঃ এ জাতীয় খেলা খেলতে হয় খোলা মাঠে। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, দৌড়, লাফ ইত্যাদি আউটডোর গেমস।

যাকে আমরা সহজ ভাষায় খেলাধূলা বলি তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জেনে নেওয়া আমাদের অবশ্যই দরকার। এখানে খেলার সাথে ধূলা শব্দটি সংযোজিত হয়েছে; অর্থাৎ খেলার সাথে রয়েছে ধূলার সংস্পর্শ। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে, খোলা আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে যে খেলা হয় তা-ই খেলাধূলা। তবে বর্তমানে কিছু খেলা চার দেয়ালের মধ্যে অবস্থান করে খেলা হয়; যেগুলোকে আমরা ইন্ডোর গেমস বলে থাকি। ফুটবল, ক্রিকেট, লন টেনিস, দৌঁড়, লাফ বা অ্যাথলেটিকস্ জাতীয় খেলাধূলায় শারীরিক শ্রম বেশি হয়। বর্তমানের মোবাইল গেমের মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতিকর প্রভাব। তাই খেলার প্রকৃতি অনুসারে খেলাকে বেছে নেওয়া আবশ্যক।

সুস্থ সবল দেহে সুস্থ সবল মন বিরাজ করে। অসুস্থ শরীরে পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমার সাথে সাথে মনও খিটখিটে হয়ে যায়। সুস্থ সবল দেহে বিরাজ করে কঠোর শক্তি, মনে থাকে

সাহিত্য ভাবনায় শাহীন কারিগরগণ

দুর্জয় ক্ষমতা, অপরিমেয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা। খেলাধূলা মানেই শরীরচর্চা আর নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমেই শরীরকে দীর্ঘদিন সুস্থ রাখা যায়। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় একঘেঁয়েমিতা দূর করতে খেলাধূলার কোনো বিকল্প নেই।

পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি খেলাধূলা করলে শরীরের পেশী শক্ত ও সুঠাম হয়। এতে শরীরের কোষগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি পৌঁছে, হৃৎপিন্ড ঠিকভাবে রক্ত পাম্প করতে পারে। ফলে শরীরে স্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চালন ঘটে, পরিপাক যন্ত্র আরো বেশি শক্তিশালী এবং কর্মক্ষম হয়। এছাড়াও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খেলাধূলায় মস্তিষ্ক চাপমুক্ত থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায়ও খেলাধূলার রয়েছে বিশেষ অবদান। খেলাধূলা শরীরের অবসাদ দূর করায় মন থাকে ফুরফুরে। যারা খেলাধূলা করেনা, নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দি রাখে, তারা নানারকম মানসিক সমস্যায় ভোগে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিষণ্নতা ও বদমেজাজী ভাব। যে মানুষ খেলতে ভালোবাসে তার মনে কখনও সংকীর্ণতা, মলিনতার জায়গা হয় না। খেলাধূলার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধ। শৃঙ্খলাবোধ ছাড়া জীবনে সফলতা অর্জন করা কঠিন।

বর্তমান খেলাধূলার বয়সে শৈশবেই শিশুর কাঁধে চেপেছে বই-এর বোঝা। সকল সভ্য দেশে খেলাধূলা ও শরীরচর্চাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও শারীরিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে রয়েছে, কিন্তু এর প্রয়োগ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। সুস্থ-সবল মানবসম্পদ তৈরি করতে স্কুল-কলেজে খেলাধূলার চর্চা সচল রাখতে হবে। বর্তমান সময়ে খেলাধূলা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয়। মানুষকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধে খেলাধূলা। ভাতৃত্ববোধের এক উষ্ণ আনন্দে হারিয়ে যায় জয় পরাজয়ের কষ্ট। খেলার মাঠে একদিকে যেমন প্রতিযোগিতা থাকে অন্যদিকে থাকে বিনোদন। খেলাধূলার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

খেলাধূলা বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এক দেশ অন্য দেশে খেলতে যায় বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। ফলে এক দেশের সাথে অন্য দেশের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যকার কুটনৈতিক সম্পর্কও আরো জোরদার হয়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঝগড়া ভুলে গিয়ে তারা এক মৈত্রীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাই আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধনে খেলাধূলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি সৃষ্টিতে খেলাধূলা অসামান্য অবদান রাখে। মনের প্রফুল্লতা, দেহের শক্তিময়তা যদি না থাকে তাহলে জীবন হয় নীরস ও আনন্দহীন। তাই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলতে চাই: "চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পারমায়ু, সাহস- বিস্তৃত বক্ষপট"।

কামরুন নাহার তানিয়া
সিনিয়র শিক্ষক (রসায়ন)

জাতকের তিনটি গল্প

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত রয়েছে শিক্ষণীয় অজস্র গল্প-গাথা। এই উপমহাদেশেও প্রচলিত রয়েছে অনেক মজাদার নৈতিক শিক্ষার গল্প।

প্রায় ২৩০০ বছর পূর্বে পালি ভাষায় রচিত হয় জাতকের গল্প। এ গল্পগুলোই মূলত ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন গল্প। এতে রয়েছে ৫৪৭ টি গল্প। অনেকটা ঈশপের গল্পের মতোই এসব। এগুলোর কিছু কিছু আরব্য রজনীতেও জায়গা করে নিয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলোতেও এসব গল্প রয়েছে।

১

বনের সিংহ একদিন পথ চলতে গিয়ে নদীর কাদায় আটকে যায়। কিছুতেই সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। এভাবে কেটে যায় কয়েকদিন। সিংহ না খেতে পেয়ে দুর্বল হতে থাকে। কয়েকদিন পর সেখানে পানি খেতে এলো এক শেয়াল। সে সিংহকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে বিশ্রাম করছেন কেন?" সিংহ তার সমস্যার কথা খুলে বললো। শেয়াল তার বুদ্ধি দিয়ে সিংহকে ওখান থেকে উদ্ধার করলো। সিংহ ভীষণ খুশি হয়ে শেয়ালের সাথে বন্ধুত্ব করলো। বন্ধুত্বের জন্য প্রতিজ্ঞা করলো, এখন থেকে খাবার যা পাবে শেয়ালের সাথে ভাগ করে খাবে। তাকে প্রস্তাবও করলো, দুই বন্ধু এখন থেকে পাশাপাশি থাকবে। খুশিমনে শেয়াল তার পরিবার নিয়ে সিংহের পরিবারের পাশেই বাস করতে শুরু করে দিলো। দুই পরিবারের সন্তানেরা একসাথে মিলেমিশে বড় হতে লাগলো। সমস্যা দেখা দিলো কিছুদিন পরেই। সিংহের স্ত্রী অর্থাৎ সিংহীর মনে হলো, ''আমার ছেলেমেয়েরা কেন শেয়ালের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে যাবে? উফ! শেয়ালের বাচ্চাগুলোর সাথে মিশে মিশে সভ্যতা ভব্যতা সব ভুলছে। আচার ব্যবহার দিন দিন হচ্ছে শেয়ালদের মতো, অসহ্য।'' সিংহী তার সন্তানদেরকে মানা করে দিলো যেন শেয়ালের বাচ্চাদের সাথে না মেশে। সিংহের বাচ্চারা সে কথা শেয়ালের বাচ্চাদেরকে বলে দিলো, "আজ থেকে আমরা আর তোমাদের সাথে মিশবো না। তোমরা হচ্ছো, শেয়াল আর আমরা সিংহ।" শেয়ালের বাচ্চারা মন খারাপ করে তাদের মা শেয়ালিনীর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বললো, "মা, ওরা বলেছে, আর আমাদের সাথে খেলবে না। কারণ, আমরা শেয়াল আর ওরা সিংহ।" এমন কথা কোন মায়ের সহ্য হয়? কথাটা শেষ পর্যন্ত শেয়ালের কানে গিয়ে উঠলো। বিষয়টা নিয়ে শেয়াল তার বন্ধু সিংহের সাথে আলাপ করা প্রয়োজন মনে করলো। শেয়াল তার বন্ধুকে বললো, "বন্ধু, তোমাকে সেদিন কাদা থেকে উদ্ধার করেছিলাম ঠিক। কিন্তু প্রতিদানে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নয়। এভাবে তো আমাদের একসাথে থাকা সম্ভব নয়, বন্ধু!" কথা শুনে সিংহ আকাশ থেকে পড়লো, "একি কথা বন্ধু! আমাদের মধ্যে তো কোনো সমস্যা হয়নি। তবু এমন কথা কেন?" শেয়ালের মনে তখনো ক্ষোভ, "তুমি যদি আমার সাথে থাকতে না চাও, সেকথা আমাকে বললেই পারতে, তোমার গিন্নিকে দিয়ে আমার বাচ্চাগুলোর মন কেন ছোট করালে বলো তো?" সিংহ ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। বললো, "ঠিক আছে, আমি আমার গিন্নিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে

বলবো।" বিচক্ষণ শেয়াল তখন বললো, "আমরা দুজন বন্ধু হলেও আমাদের পরিবার তো আর বন্ধু হয়ে যায়নি। তোমার আর আমার বন্ধুত্ব যে উচ্চতায় ওরা সে উচ্চতা বা গভীরতা অনুভব করতে পারবে না। তাই ওরা একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারছে না। তার চেয়ে আমাদের পরিবার নিয়ে আলাদা থাকাই ভালো। তবে আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব ঠিকই থাকবে। আমরা দুজন আগের মতোই একত্রে শিকারে যাবো।" সিংহ শেয়ালের প্রস্তাবে রাজি হলো। এরপর তাদের পরিবার আলাদা থাকা শুরু করে। কিন্তু সিংহ ও শেয়ালের মধ্যে পুরোনো বন্ধুত্ব ঠিকই রয়ে যায়। তারা একত্রে শিকারে যায়। এভাবে সারাজীবন ওরা দুজনের বন্ধু হয়ে থাকে।

শিক্ষাঃ *নিজের পরিবার থেকে বন্ধুর প্রতি একই ধরনের ভালোবাসা প্রকাশ আশা করা উচিত নয়।*

২

এক পাহাড়ি বনে বাস করতো এক বাঘ আর এক সিংহ। দুজনের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব ছিলো যে, তারা জানতোই না তারা দুজন আলাদা প্রাণী। যেন হরিহর আত্মা, এক প্রাণ। ঐ পাহাড়ের গুহায় বাস করতেন এক মহৎ সন্ন্যাসী। দুই বন্ধুতে অনেক মিল থাকলেও একদিন এক তুচ্ছ বিষয়ে লেগে গেলো ঝগড়া। সিংহ বললো, "পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ যখন ছোট হতে থাকে, ঐ সময়ে শীত আসে।" দ্বিমত করলো বাঘ। বললো, "এমন আজগুবি কথা কোথায় শুনেছো? সবাই জানে নতুন চাঁদ বড় হয়ে পূর্ণ চাঁদে পরিণত হলেই শীত আসে"। ব্যস, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দুজন কিছুতেই একমত হতে পারল না। প্রথমে বাদানুবাদ, এরপর শুরু হলো গালাগালি। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আরো খারাপ অবস্থায় যখন যেতে শুরু করলো, ওরা দুজনেই বুঝতে পারলো, বন্ধুত্ব বুঝি আর টেকে না। তাই ঠিক করলো, গুহায় ধ্যানরত সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাবে। যথারীতি তারা সন্ন্যাসীর কাছে গেলো। তাদের ঝগড়ার কারণ খুলে বললো সন্ন্যাসীকে। সব শুনে সন্ন্যাসী বললেন, "চাঁদের দশা সদা পরিবর্তনশীল। কখনো সূক্ষ্ম এক ফালি চাঁদ পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়। আবার পূর্ণিমার গোল চাঁদ ক্ষয়ে গিয়ে সূক্ষ্ম চাঁদে পরিণত নয়। এজন্য শীত আসে বা যায় না। মূলত বাতাস প্রবাহের কারণে শীত আসে। এ বাতাস পূর্ব, পশ্চিম বা উত্তর, দক্ষিণ যেকোনো দিক থেকেই প্রবাহিত হতে পারে"। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ঝগড়াঝাটি না করে মিলেমিশে থাকতে পারা। একতাই সর্বোৎকৃষ্ট। বাঘ ও সিংহ দুজনেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সন্ন্যাসীকে কৃতজ্ঞতা জানালো। তারপর থেকে দুই বন্ধু মিলেমিশে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

শিক্ষাঃ *ঋতু বদলায়, কিন্তু বন্ধুত্ব চির অমলিন ও অপরিবর্তনীয়।*

৩

একটি বাগানে থাকত একদল বানর। বাগানের গাছে গাছেই ঘুরে বেড়াত। বাগানেরই ফল-মূল, লতা-পাতা খেত। মালি গেল তাদের দলনেতার কাছে। গিয়ে বলল, "বানররাজ, তোমরা এই বাগানেরই বাসিন্দা। এখান থেকে নানান সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাক। আজ এই বাগানের প্রয়োজনেই তোমাদের কিছু দায়িত্ব নেওয়া উচিত।" দলনেতা উৎসাহের সাথে বলল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! কী কাজ করতে হবে? বলো।" মালি বলল, "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এই চারাগাছগুলিকে পানি দিতে পারবে?" বানররাজ বলল, "খুব পারব। এ আর এমন কি কঠিন কাজ? তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, মালি ভাই।" "দেখো ভুলে যেওনা যেন, আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে"- এই বলে সতর্ক করে দিয়ে পানি দেয়ার ঝারিগুলো গুছিয়ে দিয়ে মালি নিশ্চিন্ত মনে উৎসবে আনন্দ করতে চলে গেল। বানররাও ঝারি হাতে চটপট কাজে লেগে গেলো। বানরদের সরদার অত্যন্ত হিসেবী মানুষ বলে, সে কড়া নির্দেশ দিল, "এক ফোটা পানিও যেন অপচয় না হয়। আমাদের কাছে যা পানি দিয়ে গেছে, তা বাজে খরচ হয়ে গেলে আবার জোগাড় করা খুব মুশকিল হবে। যে গাছের যতটুকু পানি দরকার, তোমরা ঠিক ততটুকুই পানি দিবে।" বানররা বলল, "কিন্তু কোন গাছের কতটুকু পানি লাগবে, তা বোঝা যাবে কী করে?" সর্দার সে সমাধানও করে দিল। সে জানাল, "যে গাছের শিকড় যত লম্বা, তার পানির দরকারও ততো বেশি, তোমরা শিকড়টা আগে মেপে নিও।" ব্যাস, আর সংশয় রইল না। বানররা তাদের সরদারের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে কাজে নেমে পড়লো। কাজের পদ্ধতিটি স্বভাবতই বেশ অভিনব। একেক বানর একেকটি চারাগাছ ধরে আর উপরে ফেলে। তারপর তার শিকড় দেখে মাপ করে এবং পানি দেয়। গোটা বাগানজুড়ে বানরের দল গভীর নিষ্ঠাভরে এই কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। এই সময় এক ভদ্রলোক এই বাগানে ঢুকে পড়ে। সে হতবাক হয়ে বানরদের জিজ্ঞাসা করে, "ওহে, গাছে পানি দেয়ার এমন পদ্ধতি তো আগে কখনো দেখিনি ও শুনিওনি। তোমরা এমনভাবে গাছ উপড়ে শিকড় মেপে পানি দিচ্ছ কেন?" ভদ্রলোকের এমন কৌতূহল দেখে বানররা সপ্রতিভভাবে মালির নির্দেশ বুঝিয়ে দিল।

শিক্ষাঃ *যারা নেহাৎ মূর্খ তারা ভালো কাজ করার মানসিকতা নিয়ে কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত মন্দ কাজই করে ফেলে।*

Literary Gossip English Writing (Students)

Saadman Khan Shadab
Class: One
Section: Sun Flower
Roll: 129

Bengali Our Mother Tongue

Bengali is our mother tongue. We got Bengali as a state language through a bloody language movement called “Bhasha Andolon” in 1952. Martyrs sacrificed their lives on 21st February, 1952 to protect Bengali language. From then we celebrate this day as “Shaheed Dibosh” On this day we remember and honour them by wreathing flowers at “Shaheed Minar”, 21st February is also observed as “The International Mother Language Day”. We are proud of our Bengali language.

Literary Gossip – Students

Rahimun Zahan
Class: VI
Section: Gold
Roll: 159

My Mother

Someone who cares,
Someone who loves,
Someone's heart that
Shines like the Sun

Who has pain and
Lots of problem
inside her.
But,
Outside of her,
She is perfect,
That I always see!

In my problems,
In my sadness
She makes me happy.

She's special,
She's my mother,
She's the most valuable
Person in my life.
I'll love her forever
In my life.

Rabiul
Class: IX
Section: Mars
Roll: 207

The Quran

The Quran is the holy book,
For the Muslims.
Solution to all problems-
the book brings.
All the scientific methods are
written in this book.
We should abide by everything,
in our livelihood.
The Quran is the guide book,
for all of us.
Allah has sent this
for all the nations.

Umama Mojumder
Class: XI
Section: Delta
Roll: 1017

The Awakening

All around us there are screams of pain
And death and blood,
But there's nothing to gain.
All our joys have been sucked by doom,
And in our future, we can only see
A darkened room.
Through all the sorrows, we only wait,
We wait for the happiness to open the gate,
And revive us all from these hideous monsters,
The attackers, the bandits and all the traitors.
Through all the pain
Through all the cries
We believe that one day
The sun will rise.
All smile and happiness
Will come this way
And all our sorrows
Will be reaped away.

Zarif Mohaimin Srizon
Class: VI
Roll: 103
Section: Autumn

James Webb Space Telescope

The most exciting thing is about to happen in cosmology, the James Webb telescope is NASA's number one science priority. This telescope was lunched on 25 December 2021 from the European space port in kourou (French Guiana), on board an Ariane space Arianne 5 rocket. It's a 10 billion dollars high-tech wonder that will explore strange new worlds and search for life in galaxy and beyond. It is named after NASA's second administrator who led the Apollo missions and was responsible for more than 75 launche into space during the 60's. The lJames Webb space Telescope also called webb or UWST is the largest space telescope in history. It's optimized for infrared wavelengths. The Webb is 100 times more powerful than the Hubble telescope, and has longer wavelength coverage, and greatly improved sensitivity over any other previous space telescopes. This is why some scientists call it a time machine. Because the longer wavelength coverage will allow the telescope to look further back in time to find the first galaxies and stars that formed in the early universe. The weeb is not in orbit around the Earth like Hubble. It has been launched to a destination 1.5 million kilometers from Earth, Lagrange point 2. There are 5 lagrange points between the Sun and the Earth. L1 lies between the Sun and the earth, and it's extremely useful for the Sun observation satellites. That's why Webb is located to L2.

To function correctly, the Webb telescope needs to be kept cool. It does that thanks to a five-layer sunshield the size of a tennis court. This Sun shield is about the size of a 20-car parking. Webb has a 21.3 feet across with 18 gold-pated hexagonal segments that collect infrared light. According to NASA, I Webb is so powerful that it can see a bumblebee to the Moon. But the bumblebee shouldn't move. The Webb will capture light that has been traversing the cosmos for as long as 13.5 billion years, extending our views of the universe several hundred million years earlier than Hubble Telescope.

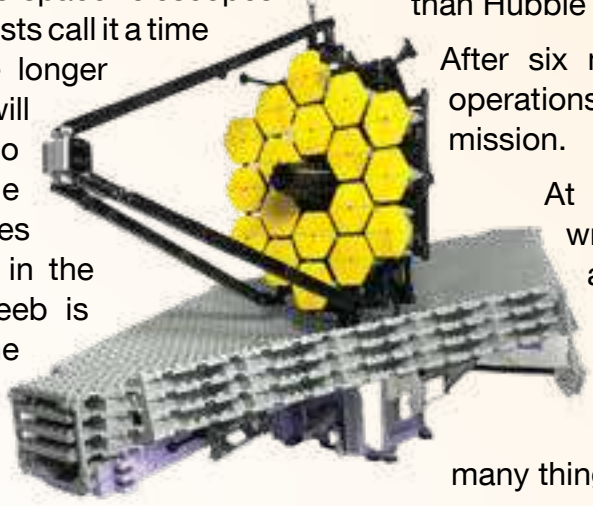

After six months, all other scientific operations will get into the thick of the mission.

At the moments when I am writing the article, the Webb already took its first own selfie. In-Sha-Allah, when my article will be published. James Webb Space Telescope will discover many things in our universe.

Farhan Jahin Anik
Class: VIII
Section: Dahuk
Roll: 301

A Little about Our Parents

Parents mean father and mother, who are whole heartedly related to every person. Parents have brought us in this world. they take care of us. They are the persons who always remain with us in our danger. Their role in building up our life is immense.

A mother gives birth to a child after carrying him/her in her womb for about 10 months and 10 days. When she first sees the face of her baby, her face becomes lucid and smiling. She takes the baby in her bosom and tries to give the best comfort to him/her as much as she can. A father also waits very eagerly to see his baby. Forgetting their own comfort, they try to give their child the sheerest happiness. They make our life comfortable and easy. They always sincerely try to fulfill all the needs of their children. When their child falls into problems and don't find any way to recover, the parents come forward with affection and love. They want their children to be in the highest peak of success. They try their level best to make their children capable of leading a happy life. But when they fail to do that, their sorrow knows no bound.

But many children, after being matured and capable of leading their lives, refuse their parents, which is very grievous. The parents who have eagerly waited for their children's establishment have to stay neglected. The values of their parents are very negligible to them. They always think about their own complacence. Those types of children are the most heinous to the Almighty Allah. Prophet Muhammad (Sm) has said, "Heaven lies under the feet of mother. "So, every person of the world has to give their parents pleasure and look after them as they took care of us in our childhood. So parents should be respected and should be given the highest position after Allah. So parents are our most precious wealth.

Literary Gossip – Students

Nadia Islam Nuramoni
Class: XI
Section: Delta
Roll: 1010

Stephen Hawking

Scientist, Physicist (1942-2018)
Stephen Hawking was regarded as one of the most brilliant theoretical physicists in history. His works on the origins and structure of universe, from Big Bang to Black holes are outstanding.

Stephen Milldam Hawking was born in Oxford, England, on January 8,1942. In early age, Hawking showed a passion for science and the sky. During his first year at St. Albans School, he was third from the bottom of his class. But Hawking focused on pursuits outside of his school. He loved to climb, board game and he and a few friends created games of their own. Early in his academic life, Hawking, while recognized as bright, was not an exceptional student. During his teens. Hawking along with several friends, constructed a computer out of recycled parts for saving rudimentary mathematical equations. He entered the University college at Oxford University at the age of 17. In 1962, he graduated with honors in natural science and went on to attend trinity Hall at Cambridge University for a PHD in cosmology.

In early 1963, on his 21st birthday Hawking was

diagnosed with motor newron disease, more commonly known as Lou Gehrig's disease or amyotrophic lateral sclerosis. A speech generating device constructed at Cambridge. combined with a software program, served at his electronic voice, allowing Hawking to select his words by moving the mycles in his cheek.

In 1963, Hawking became a member of the Institute of Astronomy in Cambridge.

He got married with Jane wide in 1965. The couple gave birth to a son, Robert, in 1967 and a saughter, Lucy in 1970. A third child Timothy, arrived in 1979.

In 1973, he published his first, highly technical book, The large-scale structure of space-Time. In 1974, his research turned him into a celebrity within the scientific world when he showed that Black holes are not the information vaccums that scientists had thought they were.

On 2 May, 2018, his final paper, titted A smooth exit from eternal inflation? was published in the Journal of High Energy physics. Submitted 10 days before his death, the new report co-authored by Belgian physicst Thomas Hertog, disputes the idea that the universe will continue to expand.

On 14 March, 2018, Hawking finally succumbed to the disease that was supposed to have killed him more than 50 years earlier.

Books

A Brief History of Time, The Universe in a Nutshell, The Grand Design, By Bang Theory, Theory of Everything.

Quotes

* The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.
* Intelligence is the ability to adapt to change.
* Science is not only a disciple of reason, but also one of romance and passion.

Shaela Arguman
Class: XII
Sec: Meson
Roll: 1819

My Mother is a Housewife; Nevertheless

What springs to your mind when you hear the term 'Mother's profession' while your mother is merely a housewife, a homely looking lady with passionate love, faith and loyalty. Well, there are things we do need to realize. The act of teaching in different institutions, prescribing medicines in hospitals or clinics, cooking in restaurants, using scientific knowledge in constructions or designs proclaims one as a teacher, doctor, chef and an engineer respectively. But never have we realized that from the day we were born. our mother is the first doctor. That qualified doctor may not be available 24 hours but a mother is and she passes sleepless nights whenever her child falls sick. It's needless to explain that a mother is the first teacher of a child. And by all means, a mother is the best cook. If you need someone to make you realize this you don't deserve to eat.

So, have you ever wondered how many times do people ask you about your mother's occupation? It's more likely out of question for the mothers of middle class or lowered middle class families. Since we are living in 21st century now, there is an exception of 30.63% of women in our country who made it to their employments. Keeping them aside, who are getting paid for their services and are recognized as independent women. Let's think of our mothers, the super women, who are bound to do the household chores and known as housewives. Oftentimes, the 'independent women' have complained about their workplaces. Bosses, jobs and move out to new ones as they get the chance. Even after having uncountable problems and complains our mothers can not and do not give up and they don't even think about this. And after all these trials and tribulations, all she gets is a

social media post with a few lines and a nice picture on Mother's Day. Also, we wish saying that everyday is or should be celebrated as a Mother's Day. But how many of us do really stick to that?

Being the youths of this generation, we pretend to know about depression or frustration. We claim ourselves to be depressed whenever we go through probably the smallest problem, the creator of which is us and misbehave with our mothers. But we have never heard her saying "leave me alone" or "you won't understand" and other things out of frustration and we will never hear this because that's not her forte. Again, the adolescents of early stage prioritize their friends over their mothers and after discovering their friends as betrayers. It is their mother whom they can go back to; not sometimes or most of the time, always! And what about those days when your mother call sick? Does your home like a home? Well, we fail to realize or recognize the good things that happen or that are present in our lives everyday that the sun rises!

Seriously, I can keep going but let's get to the point. When we say, "My mother is a housewife," this also includes; the superpower of keeping things under control while dealing with inconceivable physical and mental compulsions. The heavenly capacity of healing the unseen wounds that are only seen by her, the infinite sacrifices any one can ever think of and the best critic and praiser simultaneously, which leaves no room for doubt or confusion!

Rezwana Afrin Saba
Class: VIII
Section: Dolphine
Roll: 712

Some Amazing Facts about the Universe

- Space is completely silent. There is no atmosphere in space, which means that sound has no medium or way to travel to be heard.
- Venus is the hottest planet in the solar system and has an average surface temperature of around 450 c.
- There are more trees on Earth than stars in the milky way galaxy. There are about trillion trees on planet Earth and 100-400 billion stars in the galaxy.
- There is a planet made of diamonds twice the size of Earth called the "Super Earth" AKA 55 cancere. It's most likely covered in graphite and diamond.
- The sun makes up 99.8% of the mass of the solar system. It's so big that you could source I million Earths inside of it.

Rushad Bin Amin
Class : XII
Section: Cosmos
Roll : 2067

The Promise

The wind of late spring is blowing outside. The leaves that have dried in winter have fallen off. Green leaves have filled that void up. Fahmida is watching how the season changes. Her present condition is like that of a dry leaf, waiting for the fall eternally. Fahmicla's husband Mahmudul is sitting beside her. Fahmida and Mohamudul are looking each other with teary eyes.

The memories of seven years are becoming vivid they first met. They first met in the coffee house through Fahmida's friend Shila, when they were students of university. They were first introduced on the popular communication medium Facebook. The conversation between them first turned into frienship and finally fell into love. What a wonderful love !

Together they started dreaming that they would live together and have a family. Mahmudul would get a job and return home after office to spend time with Fahmida. They would share each other all that have happened to them throughout the day.

Their life was going very well. Mahmudul got a job. He and his sweetherst Fahmida were preparing for a life long union. But they forgot about the cruelty of reality. Twelve months ago, Fahmida was diagnosed with cancer. Mahmudul broke down after hearing this.

But 11 days ago, today Mahmudul fulfilled his promise by marring his cancer stricken beloved Fahmida. What a love not so? The harsh reality could not stop them from keeping their promises.

Fahmida wondered at the time how the rose blossomed in the dark! How she fulfilled her love before the spring departed. All these have been possible because of the similarily of the true mind.

Fahmida said goodbye to this cruel world while looking at Mahmudul with teary eyes. Mahmudul as every one has to accept the cruel reality of this cruel world. Where he dreamed that he should enter the living room with Fahmida on his lap but today he has to say goodbye to Fahmida with his shoulder to the grave.

They are both extraordinary actor and actress on the stage of cruel reality. Everyone makes a promise but how many people can fulfill it. Reality could keep them ** from uniting but could not stop them from fulfilling their promises.

Zarif Mohaimin Srizon
Class: VI
Section: Autumn
Roal: 103

Facts about the World

- North Korea and Cuba are the only places you can't buy Coca-Cola.
- Babies only make crying sounds but shed on tears until they're at least several weeks old.
- Nerves are connected throughout your body. They carry information from the brain to different organs and back at breakneck speed up to 260 miles per hour.
- Scientists discovered 14 news pieces of dancing frogs in 2014 raising the total number to 24. Maybe they could do a revival of a chorus line.
- Statue of Liberty has a Morton's toe. Her second toe is longer than the big toe. Only 10% of people have this condition.
- Folding a simple sheet of paper 103 times will get you outside the boundaries of the observable Universe.

Jakwan Masoud Rafid
Class : VII
Section : Albatross
Roll : 17

Some Unknown Facts of the World

- The Mona Lisa has no eyebrows.
- The Strongest muscle in the body is the tongue.
- Coca-Cola was originally green.
- The most common name in the world is Muhammad.
- Camels have three eyelids.
- There are only two words in the English language that I have five vowels in order: abstemious and facetious.
- Minus 40 degree Celsius is exactly the same as minus 40 degree Fahrenhiet.
- Women blink nearly twice as much as a man.
- Each king in a deck of playing cards represents great king from history:
  Spades = King David
  Clubs = Alexander the Great
  Hearts = Charle magne
  Diamonds = Julius Caesar
- 111, 111, 111 x 111 x 111, 111 = 12, 345, 678, 987, 654, 321
- Butterflies taste with their feet.

Literary Gossip – Students

Zarif Mohaimin Srizon
Class: VI
Section: Autumn
Roll: 103

Funny Jokes

Jokes-1

Teacher: Why are you late?

Student: Because of the sign of the road.

Teacher: what is it?

Student: The sign says there is a school ahead slow down:

Joke-2

Teacher: How can we get some clean water?

Student: Bring the water from the river and wash it.

Joke-3

Teacher: Can a Kangaroo jump from Eiffel tower?

Student: Yes, Sir

Teacher: Why?

Student; Because the Eiffel tower can't jump.

Joke-4

Teacher: I am beautiful? Which tense is this?

Student: Definitely past tense.

Sumaiya Nishat
Class : VII
Section: Payra

Jokes

- Dad : Go and buy us a drink.
  Son : Pepsi or Mango Juice?
  Dad : Pepsi
  Son : Normal or cold?
  Dad : 1 or 2?
  Dad : Just go and buy some water.
  Son : Larbonated or Normal?
  Dad : Normal.
  Son : Hot or cold?
  Dad : Get out!
  Son : Now or later?
  Dad : Ah....!
- Naughty boy : Sir ! Sir! There is a fire!
  Fire office: Where! Where!
  Naughty boy: On the stove.
- Once in a crowded bus, a man noticed that another man had his eyes closed, "What's the matter! Are you sick?" he asked "No, I'm okay. It's just that I hate to see old ladies standing.

Literary Gossip English Writing (Teachers)

Majharul Islam
Assistant Professor

Glorious 50 years of BAF Shaheen College Kurmitola

BAF Shaheen College Kurmitola is a reputed college in Bangladesh and it is an ideal educational institution located in a pleasant environment at Bangabandhu base, Dhaka Cantonment. This college has 50 years of glorious history and tradition and I am proud to be a teacher of this college and at the same time I feel happy. BAF Shaheen College Kurmitola is run under the direct supervision and competent leadership of the Bangladesh Air Force. One thing I want to make clear here is that many people understand a person to be a 'Shaheen' but in fact it is not a person, 'Shaheen' refers to the eagle and the eagle is a symbol of the Bangladesh Air Force. BAF Shaheen College Kurmitola is one of the best colleges located in the middle of pure nature and noise free environment of Dhaka Cantonment which has a bunch of skilled teachers. It is a standard and reputed educational institution run by the Bangladesh Air Force under the Ministry of Education of the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Board of Secondary and Higher Secondary Education Dhaka. The reputation of the college is growing steadily

due to the tireless efforts of the skilled governing body, experienced teachers, students and parents. This renowned institution was established by the Bangladesh Air Force in 1972 and was then named as Air Force School. In the year 1980, this institution was renamed as BAF Shaheen School and in 1982 the institution was upgraded to Class XII and renamed BAF Shaheen College Kurmitola. Here students from KG to class XII have the opportunity to learn in a beautiful and orderly environment and the college has a glorious result in the examinations of the Board of Secondary and Higher Secondary Education. Students are doing glorious results in primary and junior scholarship examinations in every year. The English version has been introduced along with the Bangla medium since 2010 and since 2015 the English version students have been participating in the regular SSC examinations and the trend of success has continued. The English version of the college branch started its journey from the 2019-20 academic year and through this the educational activities got institutional completion. ''Education, restraint and discipline'' is the main principle of this college and the main goal of this organization is to educate the students and make them honest, disciplined, restrained and patriotic citizens. The institute conducts regular cultural activities and conducts a variety of co-curricular activities to help students develop their aesthetic qualities, not just textbook boundaries. Annual sports and cultural competitions are held in the college every year

and all the students get the opportunity to participate and develop their own talents. The students of this institute are bringing glorious success in sports and cultural competitions at the national level every year. The institution is completely non-political and has a wide range of facilities for its students such as a spacious library, common room, spacious field for sports, debating club, quiz club, girls guide, rover scout, BNCC and other facilities. The college is rich in modern equipment and information technology and has its own website through which students can learn about various topics including various types of circulars, list of annual workbooks and other topics. Students' exam results and report cards are provided through dynamic website under the Student Management System and parents are also informed about the attendance of the students through SMS. Students' tuition fees and ancillary debts can be paid online through DBBL. Self-managed bus service has been introduced for the convenience of students and teachers. In this college students have the opportunity to get education through Bengali and English and girls and boys get the opportunity to get institutional education together. The institution has about 9,000 students and more than two hundred teachers and their spontaneous and lively presence make this institution always prominent. The students of this institute get the opportunity to study science, business studies and humanities according to their choice and qualifications and there are five houses for conducting their co-educational activities. The college has a record of 100% pass of the students in public examinations and at the same time record of achieving maximum GPA 5. The college has been doing excellent results since its inception. Here I want to talk about the resuts of the SSC and HSC exams of 2022. Our college has done unprecedented results throughout Bangladesh. In the SSC exam of 2022, there were 421 candidates of which 360 got GPA-5 and pass rate was 100%. In the HSC exam of 2022, 708 candidates got GPA-5 out of 954 and pass rate was 100%.

In order to enrich and accelerate the work and contribution of the teachers certificates and medals of the best teacher are awarded every year from this institution. A few years ago a multi-storied college building was erected on this campus and the building has all kinds of modern amenities, information technology connections and a huge auditorium, library and a cafeteria. There are specific uniforms and dress codes for the students prescribed by the college and there are certain rules which the students are to abide by. The college has a rich debating club and where students have the opportunity to engage in regular debates to develop their latent talents and the college is proud to have won debates at various competitions at the national level. There is a rich library in the college building and a large part of the library is decorated as 'Mujib Corner' where various books on Bangabandhu including liberation war are available. To develop the latent talents of the students, an aesthetic and rich magazine is presented every year so that the students can write freely. The college hosts science fairs every year where students get a chance to show their new knowledge and younger students get a chance to express their scientific views. The students can show their

new discoveries at this fair and as a result their knowledge is enriched on the one hand and the history, tradition and name of the college on the other. The college has rich and sophisticated computer lab, physics, chemistry and biology labs where students can take their practical education well. The spacious and well-decorated classrooms of the college building are equipped with all kinds of modern technology and facilities, including multimedia and projectors. In each classroom of the college section the teachers use laptops and projectors to conduct the classes through beautiful sound system which is very beneficial to the students and they get a beautiful learning environment. There is a tidy, sophisticated, well furnished rooms for teachers where teachers can sit and do their work very comfortably. The entire college campus is covered by CCTV and it helps to maintain discipline. As the college is located inside Dhaka Cantonment, the students, teachers and parents feel maximum security and there is always a beautiful atmosphere of friendship and brotherhood. A significant aspect of this college is that it has a rich writers club and language club where writing is practiced regularly and there is a great opportunity for students to develop their latent talents. There is a business club for the students of Business Studies. Regular activities of Business Club are held and through which students can share different types of ideas related to their education and get various instructions for building their career. There is a math club to develop students' mathematical skills and this club helps students to acquire different mathematical techniques. One of the good sides of this institute is that it has a wonderful system for counseling the students and through this counseling all the students who have various problems get a chance to get rid of it. The college holds regular meetings of teachers and parents to improve the quality of education and at the same time create a conducive environment. Every year the college organizes study tour which improves a beautiful bond among teachers and students. The college has an alumni association that maintains good relations with the college at various times and is working hard to create a harmonious bond between students and teachers. Although the college is located in Dhaka city, it has a large playground where students can play regularly and at the same time there are different types of play equipments for the students. An aesthetic Morning Assembly is held every morning on the spacious college grounds. 50 years ago this college started its journey on a limited scale but now this college is a big college and its reputation has spread across the country. This institution is one of the best educational institutions in Bangladesh in all respects. As a teacher of this institution, I wish its continued prosperity.

[This article has been published by National English Daily 'New Nation' and 'Independents']

Redwanul Karim
Islamic History
Lecturer

Nawab Salimullah: the Father of Muslim Nationalism in Bengal

Nawab Khaja Salimullah (1871-1915), a great nation builder was, indeed, the pioneer leader of the Muslim rejuvenation in the Indian Sub-Continent. He was a leading Muslim politician during British Raj. An attempt has been made here to write about his contributions and achievements regarding the nation building.

Figure 1: The portrait of Nawab Khaja Salimullah, Source: http://www.cybercity-online.net/pof/nawab_salimullah.html

Shimla Deputation:

Since Morley-Minto reforms proposal appeared to be a threat to the interest of the Muslims of India, the Muslim leaders headed by Aga Khan met Viceroy Lord Minto at Simla on 1 October 1906. Nawab Salimullah on the ground of operation into his eyes averted his presence in the Simla Deputation. Nawab Salimullah had a plan to float a political party styled as Muslim All India Confederacy in early 1906 AD. He sent a synopsis of the plan to the leaders attending the Simla Deputation for their consideration. The leaders had the discussion on the issue and decided to consider the proposal at the conference to be held in Dhaka.

The Partition of Bengal:

On 11 January 1904, he opposed certain aspects of the partition plan in an assemblage of Hindu and Muslim leaders at Ahsan Manzil. Viceroy Lord Curzon, while on a tour of East Bengal, accepted Nawab Salimullah's hospitality on 18-19 February 1904. As a result of their discussion, some changes took place in the partition plan. This increased Nawab Salimullah's prestige. He played a very important role in creating public opinion in favour of the new province in the face of strong opposition of the Indian national

congress. However, Sir Salimullah was a staunch supporter of the Partition of Bengal.

Mohamedan Provincial Union:

On the very day of the creation of the new province (16 October 1905) Salimullah presided over a meeting in Northbrook Hall where Muslim leaders from all over East Bengal assembled. They announced the formation of the Muhammadan Provincial Union. Through this union, the Muslim leaders, led by Salimullah, campaigned vigorously in favour of the partition.

The Formation of All India Muslim League:

In 1906 Salimullah planned to create an all-India political party called 'Muslim All India Confederacy'. The plan was dispatched to various leaders and bodies throughout the subcontinent for consideration and was published in newspapers and periodicals. On the other hand, he got the consent of leaders connected with the Aligarh Movement to convene the 20th meeting of the All India Mohammedan Educational Conference at Dhaka entirely at his own cost.

From 27 to 30 December 1906 over two thousand learned people including all-Indian Muslim leaders gathered at the nawab's family garden-house in Shahbag. This cost him over six lakh rupees. On 30 December, the last day of the convention, the 'All India Muslim League' was formed. Salimullah was made its vice-president and a member of the committee for framing its constitution. Although Nawab Salimullah was the host and sponsor of the conference he did not take the leadership of the newly formed Muslim League. It means he had no ambition or greed for leadership. His purpose was to unite the Muslims of the sub-continent and change their lot.

Salimullah played a pioneering role in it. Needless to say, the formation of the Muslim League was a personal triumph for Salimullah and it marked the beginning of Muslim political re-awakening in India. In this context Parveen Usmani says, “The first concrete step towards the foundation of a Muslim organization was taken by Nawab Salimullah of Dacca” (Origin of the All India Muslim League, Jarkhond, 2018, p. 37)

- 'The All Bengal Muslim League' was founded the same year at a meeting of Muslim leaders from both Bengals in Calcutta, and he was made its president.
- In 1908 he established the 'East Bengal and Assam Provincial Muslim League' and himself became its secretary.
- Presidency Muslim association: On 2 March 1912 a meeting of the Muslim leaders of united Bengal was held at Dalhousie Institute at Calcutta with Salimullah in the chair. At this meeting the two separate Muslim Leagues of two Bengals were amalgamated into the 'Presidency Muslim League' and Salimullah was chosen its president.

Education:

The annulment of partition was a cause of celebration for a portion of the Hindus (Calcutta) but upsetting for Nawab Salimullah and his followers. He was severely shocked, as George V annulled the Partition of Bengal

Figure 2: Ahsan Manzil: The official residential palace and seat of the Nawab of Dhaka. It is situated at Kumartoli along the banks of the Buriganga River. Source: https://www.trip.com/travel-guide

at the Darbar of Delhi on 12 December 1911. On 20 December he submitted an 8-point demand to Viceroy Lord Hardinge for the protection of Muslim interest. When the Viceroy Lord Hardinge visited Dhaka on January 31, 1912, a delegation led by Nawab Salimullah demanded the rights of Eastern Bengal's people. In this context Muhammad Abdur Rahim says, "It was this delegation that first articulated the demand for the establishment of DU". (The history of the University of Dacca, University of Dacca, 1981, 1st edition, p. 128)

On that very day establishment of a university at Dhaka and appointment of an education officer for Muslims were pledged. It was due to Salimullah's efforts that Islamic Studies Department was included in the plan of Dhaka University. However, Sir Salimullah, a key patron of education in the then Eastern Bengal, was one of the founders of Dhaka University and the prestigious Ahsanullah School of Engineer.

- Night School: He encouraged people to start mass education, in consequence of which several night schools were opened in Muslim Mahallas of the city.
- Women's education: In 1908 Nawab Salimullah had been nominated member of Women's Education Committee of East Bengal and Assam.
- Madrasha Education: He was also a member in the committee formed by the Government in 1909 to reform education. On the basis of the Committee's recommendations, and also due to Salimullah's sincere efforts, the Government introduced the plan for modern Madrasa education in 1915.

The Establishment of Dhaka City:

Then he dedicated himself to the development of Dhaka city and its social activity. On 19 August a function was held at the Curzon Hall to bid farewell to Lieutenant Governor Lancelot hare of East Bengal and Assam and welcome his successor, Mr. Bailey, where Salimullah demanded that a high court is established at Dhaka. He developed the Panchayat system of the city and popularized the observance of Miladunnabi and Fateha-i-Diaz Daham.

Social Welfare:

Nawab Salimullah was a philanthropic person. He used to contribute generously to socio-economic development activities.

- He donated one lakh twelve thousand rupees that had been promised by his father for the establishment of Dhaka Engineering School (now Bangladesh University of engineering and technology) in 1902.

- He used to arrange exhibitions to promote development of Dhaka handicrafts. His efforts gave this industry a new life. He was a member of the Committee formed by the East Bengal Government in 1909 in order to promote development of handicrafts.
- Nawab Salimullah established the Islamia Orphanage in Dhaka in 1909, which is still functioning with the name Salimullah Muslim Orphanage.
- Nawab Salimullah used to donate every year sixty five thousand rupees from the whole estate for religious and welfare purposes. It was out of his donation that the Dhaka Muslim Shiksha Samity was formed in 1920.

He patronized projects in the agricultural and industrial sectors; and also for the construction of mosques, madrasah, hospital, and student dormitories as well as other works of social upliftment.

Separate Election:

In the conference of the All India Muslim League at Amritsar on 30-31 December 1908, he demanded separate elections for Muslims and demanded the proportional quota for them in public services. It was granted in the Morley-Mintu Act-1909.

Imperial League of Eastern Bengal and Assam:

To maintain cordial relations between Hindus and Muslims in the new province he gathered wealthy and respectable persons from both communities to form the 'Imperial League of Eastern Bengal and Assam ' on 21 March 1909.

Balkan War:

In 1912 when Turkish Muslims were in great danger due to the Balkan wars Nawab Salimullah collected huge amount of donations from East Bengal and sent the money to assist them.

Nationalism:

Sir Salimullah has granted his entire life to bring improvement in the lives of deprived, back warded Bengali Muslims community. He did not even hesitate to spend huge amount of money he inherited from his predecessors. The Nawabs created political awareness among the Muslims through education.

In 1993 the Bangladeshi government launched a commemorative postage stamp in honor of Sir Salimullah. He was a towering figure in the history of Bengal. Even, he died for his homeland. In fine, after considering all sides, from the vivid and long discussion, we can come to the conclusion that he has rightly been called the father of Muslim nationalism in Bengal.

Figure 3: The graveyard of Nawab Salimullah at Begum Bazar, Dhaka. Source: https://www.jugantor.com/todays-paper/city/460914/

স্মৃতির পাতায়
বর্ণিল শাহীন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শপথ পাঠ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয়ের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসিকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন। সেই শপথ পাঠে অংশগ্রহন করছে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার শিক্ষক মন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

১৬ই ডিসেম্বর ২০২১-কলেজ মাঠে শাহীন শিক্ষার্থীবৃন্দ পতাকা হাতে শপথ পাঠ করছে

পাখির চোখে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে শাহীন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২১

শিক্ষক কর্মশালার সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি এয়ার ভাইস মার্শাল সাঈদ হোসেন, বিবিপি, ওএসপি, জিইউপি, পিএসসি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উপলক্ষ্যে একজন প্রশিক্ষক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন

প্রধান অতিথি কর্তৃক সার্টিফিকেট বিতরণ

শিক্ষক আনন্দোৎসব-২০২১

সমবেতকণ্ঠে সংগীত পরিবেশনে সাবেক অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন আহমেদ, এফএডব্লিউসি পিএসসি, অধ্যক্ষ স্যার-এর মা ও কন্যা

গানের তালে মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশন করছে শাহীন পরিবারের নৃত্য শিল্পীরা

সংগীত পরিবেশন করছে শাহীনের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-২০২১' অনুষ্ঠানে এক খুদে শাহীনের ছড়া পাঠ

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-২০২১' অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে এক খুদে শাহীন নৃত্যশিল্পী

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-২০২১' অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শিক্ষক ও কলাকুশলীবৃন্দ

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে 'দেয়ালিকা' উদ্বোধনকালে সাবেক অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শাহীন শিক্ষার্থিবৃন্দ

অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২১

শাহীন শিল্পীদের মনমাতানো ব্যান্ড সংগীত পরিবেশনা

শাহীন শিল্পীদের মনোজ্ঞ কৌতুক নাট্য পরিবেশনা

খুদে শাহীন শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনা

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০২১

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১-এর' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে বরণে প্রস্তুত কয়েকজন শাহীন শিক্ষার্থী

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১-এর' বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন সাবেক অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলে কাদের চৌধুরী, বিপিপি

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১-এর' অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০২১

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে এক শিক্ষার্থী

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১ অনুষ্ঠানে সাবেক অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কলেজ এ্যাডজুটেন্ট ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাবেক অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলে কাদের চৌধুরী, বিপিপি

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০২১ অনুষ্ঠানে ছাত্রীবৃন্দের একাংশ

শিশু শ্রেণির ভর্তি উৎসব-২০২২

‘শিশু শ্রেণির ভর্তি উৎসব-২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এয়ার ভাইস মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, ওএসপি, জিইউপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি-কে বরণ করে নিচ্ছে দুই খুদে শাহীন শিক্ষার্থী

‘শিশু শ্রেণির ভর্তি উৎসব-২০২২’ উপলক্ষ্যে ভর্তি-লটারি উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি

‘শিশু শ্রেণির ভর্তি উৎসব-২০২২’ উপলক্ষ্যে ভর্তি-লটারিতে প্রথম সৌভাগ্যবতী নতুন শাহীন সদস্যের সাথে প্রধান অতিথি

খেলাধূলায় শাহীন-এর সাফল্য-২০২২

আন্তঃ শাহীন ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০২২ এর চ্যাম্পিয়ন বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলাকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি এয়ার কমডোর আ ন ম আব্দুল হান্নান

ক্রিকেট খেলার একটি উত্তেজনাকর মূহূর্ত

প্রধান অতিথি এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ জাহিদুর রহমান, বিবিপি, বিএসপি, জিইউপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি, এয়ার অধিনায়ক, বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার-এর সাথে আন্তঃ শাহীন হকি প্রতিযোগিতায় রানার-আপ বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা হকি দল

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে শহিদ মিনারে কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২

‘একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২’ অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ও উপস্থপিকাবৃন্দ

‘একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২’ অনুষ্ঠানে নবপুষ্প সাজে উচ্ছ্বসিত নবীন শাহীন শিক্ষার্থীবৃন্দ

‘একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশনা

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২

‘একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২’ অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি পাঠ

‘একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২’ অনুষ্ঠানে শাহীন শিক্ষার্থীদের মন মাতানো ব্যান্ডশো

‘একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ-২০২২’ অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হাসান, জিইউপি, পিএসসি এবং শিক্ষকমন্ডলী

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস-২০২২

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শাহীন শিক্ষার্থীদের সববেত সংগীত পরিবেশনা

কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি-এর সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর ১০২-তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি

১৭ই মার্চ 'জাতির পিতার জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ উপাধ্যক্ষ

অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

২৫ মার্চ ও গণহত্যা দিবস-২০২২

১৯৭১-এ ২৫ মার্চের গণহত্যা

গণহত্যা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ শহীদুল ইসলাম সিদ্দিকী

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম সিদ্দিকী-এর সাথে বিভিন্ন সিনিয়র ক্যাডেটবৃন্দ

স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস-২০২২

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুর রাজ্জাক, জিইউপি, পিএসসি-এর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন এক বিজয়ী প্রতিযোগী

জাতীয় দিবসে শাহীন শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে সংগীত পরিবেশনা

শাহীন শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশনা

প্রধান অতিথির সাথে শিল্পী ও কলাকুশলীরা

বাংলা নববর্ষ উদযাপন-১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সর্ববাঙালির বড় উৎসব 'বাংলা নববর্ষ-১৪২৯' উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা

ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাকে শিক্ষকমন্ডলী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা

বাংলার লোকগান পরিবেশন করছে এক শাহীন শিল্পী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৪৭-তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২

'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাশে কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমন্ডলী

'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা উদ্বোধন উন্মোচন অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি

BAFSK National Carnival 2022

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এয়ার কমডোর আ ন ম আব্দুল হান্নান-কে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি

অনুষ্ঠানে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুমুল জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট অন্তিক মাহমুদ

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক-কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে

BAFSK National Carnival 2022

ঢাকার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীবৃন্দের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ

বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিভিন্ন ইভেন্টে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি এয়ার কমডোর আ ন ম আব্দুল হান্নান

বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি

অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে সংগীত পরিবেশনা

'বিএএফএসকে ফটোগ্রাফি ক্লাব' আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে কলেজ অধ্যক্ষ

'বাংলাদেশ ফিলাটেলি একাডেমি' আয়োজিত ডাকটিকিট প্রদর্শনীতে কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী এবং একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ

শেখ রাসেল দিবস-২০২২

'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালিতে শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি

'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ

'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে ক্ষুদে শাহীন শিল্পীদের মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনা

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০২২

কলেজ অধ্যক্ষের কাছ থেকে মেধা পুরস্কার গ্রহণ করছে বিদায়ী এক কৃতী শিক্ষার্থী

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কলেজ অধ্যক্ষের বক্তব্য প্রদান

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষকমণ্ডলী

দ্বাদশ শ্রেণির শেষ ক্লাশ উদযাপন-২০২২

কেক কেটে অনুষ্ঠান সূচনা করছেন কলেজ অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মীর মাহমুদ হোসেন জিইউপি, পিএসসি

উল্লসিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কলেজ অধ্যক্ষ

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০২২

কলেজ অধ্যক্ষের কাছ থেকে মেধা পুরস্কার গ্রহণ করছে বিদায়ী এক কৃতী শিক্ষার্থী

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কলেজ অধ্যক্ষের বক্তব্য প্রদান

দোয়া ও মোনাজাতে বিদায়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-২০২২

সম্মানিত প্রধান অতিথি সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (প্রশাসন) এয়ার ভাইস মার্শাল জাহিদুর রহমান, বিবিপি, বিএসপি, জিইউপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি এর কাছ থেকে কলেজ শাখার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জনাব শুভেন্দু কুমার সাহা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

সম্মানিত প্রধান অতিথির কাছ থেকে মাধ্যমিক শাখার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মোহাম্মদ জাকির হোসেন (সিনিয়র শিক্ষক) ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

সম্মানিত প্রধান অতিথির কাছ থেকে প্রাথমিক শাখার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জনাব হামিদা আক্তার (সিনিয়র শিক্ষক) ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

সম্মানিত প্রধান অতিথির কাছ থেকে ইংলিশ ভার্সনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মাহমুদা রহমান মুন্নি (সহকারী শিক্ষক) ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

শাহীন শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

নভেম্বর, ২০২২ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত International Science and Invention Fair-2002 এ স্বর্ণপদক জয়ী বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার গর্বিত শিক্ষার্থী মোঃ তানজীর আরাফাত তূর্য (ডান থেকে ৪র্থ)

কলেজ অধ্যক্ষের সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয়ী শাহীনের কৃতী শিক্ষার্থী তুর্য

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান চোধুরী-এর কাছ থেকে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২'-এ লোকনৃত্য ক বিভাগে ৩য় পুরস্কার গ্রহণ করছে শাহীন কলেজের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী উরফা মানার

মহান বিজয় দিবস-২০২২

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা-২০২২' অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করছেন ১৯৭১ সালের রণাঙ্গনের বীরযোদ্ধা ও বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম সিদ্দিকী

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একজন বিজয়ী শাহীনের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম সিদ্দিকী

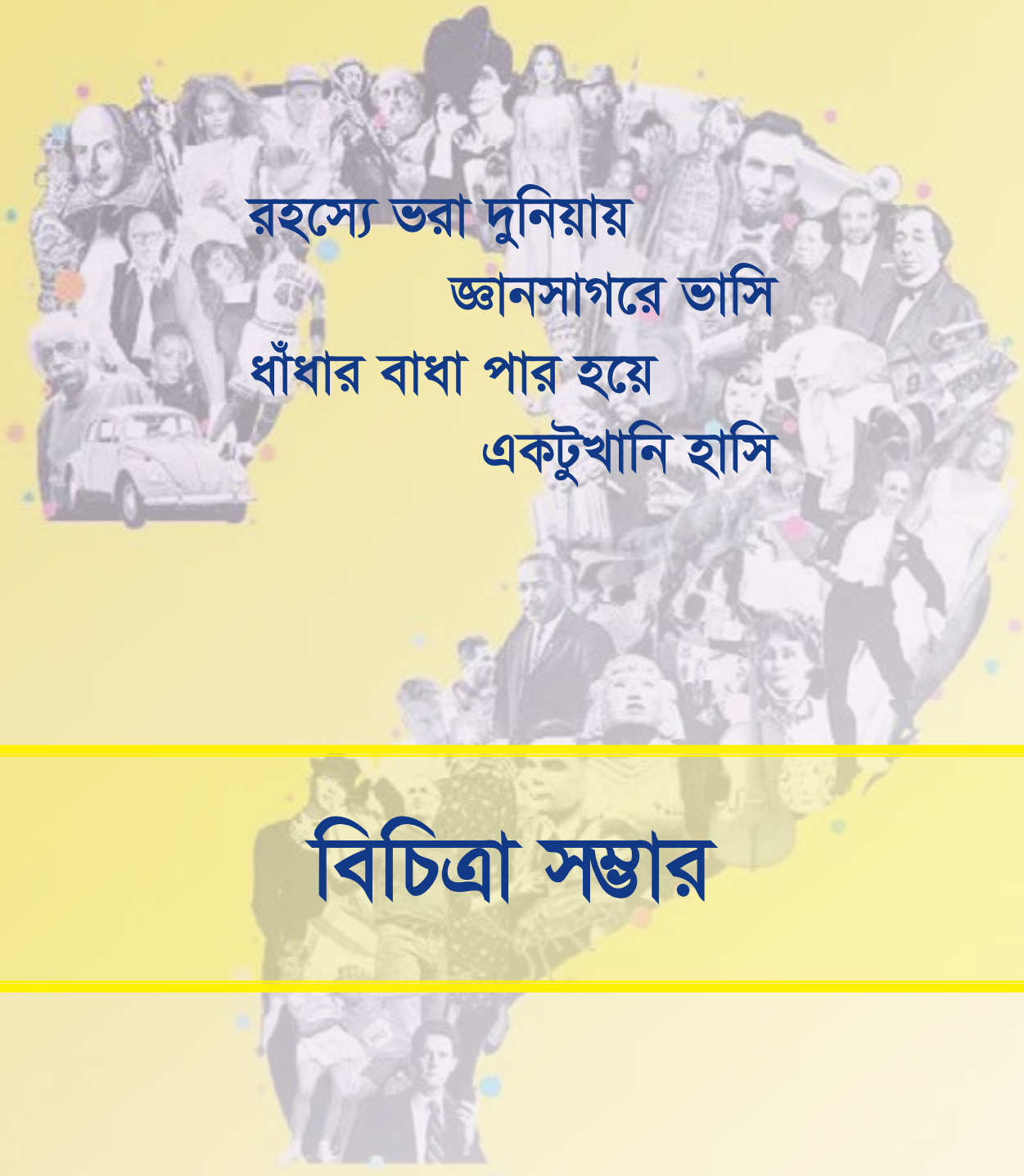

রহস্যে ভরা দুনিয়ায়
জ্ঞানসাগরে ভাসি
ধাঁধার বাধা পার হয়ে
একটুখানি হাসি

বিচিত্রা সম্ভার

জানা অজানা, ধাঁধা ও কৌতুক

জানা অজানা

তাজরিয়ান মাহযবা সারাহ

শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ কুশিয়ারা
রোলঃ ৪১৭

আব্দুল্লাহ আল জিসান

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ সিলিকন
রোলঃ ৪৪৬

মাচু-পিচু

ইনকা সভ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন মাচু-পিচু। মাচু-পিচু পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া রহস্যময় স্থানগুলোর একটি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২৪০ মিটার। এটি পেরুর উরুবাম্বা উপত্যকার উপরে একটি পর্বতচূড়ায় অবস্থিত। পুরাকীর্তিবিদদের কাছে মাচু পিচু পবিত্র অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এটি ১৪৫০ সালের দিকে নির্মিত হয়। ১০০ বছর পর স্পেন দ্বারা আক্রান্ত হলে এটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। আবার এমনটা ধারণা করা হয়; স্প্যানিশরা আসার আগেই এ শহরের অধিবাসীরা গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এ শহর নিয়ে নানান মিথ প্রচলিত আছে।

- হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ কখনো প্রতিধ্বনিত হয় না।
- পিঁপড়েরা কখনো ঘুমায় না।
- ডলফিন একই সময়ে ঘুমাতে আর সাঁতার কাটতে পারে।
- প্রাকৃতিক মুক্তা ভিনেগারের মাঝে গলে যায়।
- শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশী হলো জিহ্বা।
- মরুভূমির উড়ো ধুলা থেকে রক্ষা করার জন্য উটের চোখের তিনটি পাতা থাকে।

মুনিয়া বিনতে হাবিব

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ গোল্ড
রোলঃ ১০৮

- নাজাপ্পা রেড্ডি নামে এক ভদ্রলোক একটি চালের দানায় ৪১৬০টি অক্ষর লিখে মাইক্রো ক্যালিগ্রাফিতে বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করেছিলেন।
- মহাশূন্যে যেতে আগ্রহী রিচার্ড গ্যারিয়ট ৬৮ হাজার ৫০০ ডলার দিয়ে ১৯৭৩ সালে একটি সোভিয়েত লুনার রোভার কিনেছিলেন! ১৯৯৩ সালে এটি চাঁদে নামানো হয়। তখন থেকে এখনো এটি চাঁদেই রয়েছে।
- ১৯৫০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের আকাশে নীল চাঁদ উদিত হয়েছিল।
- পিউমিস হলো এক ধরনের ভলকানিক পাথর। এটি পৃথিবীর একমাত্র পাথর যা পানির উপরে ভাসে।
- পাখির ঘাম হয় না।
- হাতি লাফ দিতে পারে না।
- মশার ৪৭টি দাঁত আছে।

আব্দুল্লাহ আল জিসান
শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ
শাখাঃ সিলিকন
রোলঃ ৪৪৬

শোয়াইব আল সাদাব
শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ
শাখাঃ জেম
রোলঃ ৫০৪

বিখ্যাত ব্যক্তিদের মজার ঘটনা

১। আইনস্টাইন একবার ট্রেনে চড়ে যাচ্ছেন। টিকেটচেকার এসে টিকিট চাইলেন। কিন্তু আইনস্টাইন খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় টিকিট রেখেছেন ভুলে গেছেন তিনি। টিকেটচেকার আইনস্টাইনকে চিনতে পেরে বললেন, "প্রফেসর, আপনাকে আর খুঁজতে হবে না; আমি জানি আপনি নিশ্চয়ই টিকিট কেটেছেন। 'না, না, খুঁজতে হবে। আইনস্টাইন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওটা না পেলে আমি জানব না যে, আমি কোথায় যাচ্ছি।"

২। আলবার্ট আইনস্টাইন ছোটবেলা থেকেই কম কথা বলতেন। এ জন্য তার মা-বাবা তার মানসিক বিকাশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। একদিন রাতের খাবার-টেবিলে আইনস্টাইন তার নীরবতা ভাঙেন। হঠাৎ বলে উঠেন "স্যুপ খুব গরম।" অত্যন্ত স্বস্তি পেয়ে তার মা-বাবা জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন তুমি আগে একটি কথাও বলনি?" আইনস্টাইন জবাব দেন, "কারণ, তখন পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক ছিল।"

উইনস্টন চার্চিল

এক জনসভায় উইনস্টন চার্চিলের বক্তৃতা শুনে বিরোধী রাজনৈতিক দলের এক নারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "যদি আপনি আমার স্বামী হতেন, তাহলে আমি আপনাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতাম। চার্চিল এ কথা শুনতে পেয়ে তার দিকে ফিরে হেসে বললেন, "ম্যাডাম! সেক্ষেত্রে আপনি আমার স্ত্রী হলে আমি নিজেই বিষ খেয়ে মরে যেতাম!"

অধ্যাপক নোবার্ট উইনার

এম আইটির অধ্যাপক নোবার্ট উইনার অন্যমনস্কতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখা হয় এক বন্ধুর সঙ্গে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কোনদিকে আমার গন্তব্য ছিল বলতে পারো?" বন্ধু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কেন ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউর দিকে!" ধন্যবাদ।

- সর্বপ্রথম নোবেল বিজয়ী–রনজেন (এক্সরে আবিষ্কারক)
- ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন– নেবুচাঁদ নেজার।
- 'গিনেস বুক' অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' এর উদ্ভাবক-স্যার হিউম বিভার (১৯৫৫ সালে)।
- 'দি লেক অব নো রিটার্ন' অবস্থিত– মিয়ানমারে।
- বৃষ্টির পানিতে যে ভিটামিন থাকে– ভিটামিন বি।
- বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট– পেনিব্ল্যাক।
- দাবা খেলার উৎপত্তিস্থল–ভারত।
- হিজরি সন প্রবর্তন করেন– হজরত ওমর (রা.)
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয়– ১৯৯৬ সালে।
- বিশ্বের যে মুদ্রার মান সবচেয়ে বেশি–কুয়েতি দিনার

জানা অজানা

তাকিয়া কবির
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৫১

- কোন দেশে নদী নেই?

উঃ সৌদি আরব।

- কোন দেশে পাগল বেশি?

উঃ মায়ানমারে।

- ঘুড়ি ওড়ানো কোন দেশের পেশাদার খেলা?

উঃ থাইল্যান্ডের।

- কোন প্রাণীর ১২ হাজার চোখ থাকে?

উঃ প্রজাপতির।

- কোন খাবার কখনো নষ্ট হয় না?

উঃ মধু।

- কোন প্রাণী একটানা তিন বছর ঘুমিয়ে থাকতে পারে?

উঃ শামুক।

- কোন পাখি পেছন দিয়ে উড়তে পারে?

উঃ হ্যামিং বার্ড।

- মানুষের চুল একদিনে কতটা বড় হয়?

উঃ ০.৫ মিলি মিটার।

- বিশ্বের মোট অক্সিজেনের চাহিদার কত ভাগ আমাজন জঙ্গল থেকে আসে?

উঃ ২০ ভাগ।

- বিশ্বের কোন দেশে টক মধু পাওয়া যায়?

উঃ ব্রাজিলে।

- মানুষের শরীরের সবচেয়ে ব্যস্ততম অঙ্গ কোনটি?

উঃ হৃৎপিন্ড।

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় মরুভূমির নাম কী?

উঃ সাহারা মরুভূমি।

- মানব দেহের সবচেয়ে ছোট হাড়ের নাম কী?

উঃ স্টেপিস।

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপের নাম কী?

উঃ গ্রিনল্যান্ড।

- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?

উঃ জাপান।

তাকিয়া কবির
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৫১

- হাওয়াইন বর্ণমালায় শুধুমাত্র ১২টি বর্ণ ব্যবহার করা হয়। এরা হলো A.E.I.O.U.H. K. L. M. N. P.W
- হাসার সময় মানুষের ১৪টি মাংসপেশী ব্যবহৃত হয়।
- সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর জন্য ১২টি আলাদা টাইম জোন ব্যবহার করা হয়; যা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের থেকে বেশি।
- পৃথিবীতে জাহান্নাম, তুর্কমেনিস্থানের তারভেজ শহরে অবস্থিত জ্বলন্ত গর্ত "Door to Hell".
- গুগলের সার্চ বক্সে যদি গুগল উল্টা লিখে সার্চ দেওয়া হয় তবে তা এমন এক গুগল ওয়েসবসাইটে নিয়ে যাবে যা অরিজিনাল সাইট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জান্নাতুল ফেরদৌস নির্জনা

শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ পিকক
রোলঃ ৬২৩

- কুমির লোহা হজম করতে পারে।
- Redback মাকড়সা একটি সম্পূর্ণ সাপ খেয়ে ফেলতে পারে, যা শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায়।
- একেকটি কিউমুলাস ক্লাউড বা পুঞ্জমেঘের ওজন প্রায় ১১ লাখ পাউন্ড।
- জন্মের পর পয়লা বছরে রোজ ২০০ পাউন্ড করে বাড়ে একটি নীল তিমির ওজন।
- ভারতের নয়াদিল্লিতে একদিনের শ্বাস-প্রশ্বাসে যতটা ক্ষতি হয়, তা দিনে ৪৫টি সিগারেট টানার সমান। সবচেয়ে বেশি দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান কিন্তু নয়াদিল্লির পরেই।

রুশদা হোসেন (ঐশী)

শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ নাইটিঙ্গেল
রোলঃ ১৪০

- মানব দেহে প্রায় ১০০০০ ট্রিলিয়ন কোষ রয়েছে।
- বিশ্বের প্রথম মোটরসাইকেলটি কে নির্মাণ করেছিলেন?

উঃ গটলিব ডিমলার ও ইউলহেলম মেব্যাচ

- উই পাখির চোখ তার মস্তিষ্কের চেয়ে আকারে বড়।
- বিড়াল ১০০ রকম শব্দ করতে পারে। আর কুকুর পারে মাত্র ১০ রকম।
- একটি শামুকের থাকে ২৫ হাজার দাঁত।

আশজা জামান

শ্রেণিঃ ৭ম
শাখাঃ পায়রা
রোলঃ ৭৩০

- একজন ব্যক্তি যত ঠান্ডা জায়গায় ঘুমায় তার তত ভয়ংকর স্বপ্ন আসে।
- মানুষের নখ শীতকাল অপেক্ষা গরমকালে দ্রুত বড় হয়।
- পৃথিবী যদি চ্যাপ্টা হতো তাহলে আমরা আমাদের চোখ দিয়ে ৩০ মাইল দূর থেকে মোমবাতির আলো দেখতে পেতাম।
- জন্মের পর থেকে ৪ মাস বয়স পর্যন্ত একটি শিশু লবণ ও চিনির স্বাদ বুঝতে পারে না।
- Lucid dream হলো এমন স্বপ্ন যেখানে একজন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখার সময় বুঝতে পারে যে, সে স্বপ্ন দেখছে এবং সে তার স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- মানুষ স্বপ্ন দেখার সময় কোনো লেখা কিংবা বই পড়তে পারে না।

জানা অজানা

এস এম ইফতেখার নূর

শ্রেণিঃ ৭ম
শাখাঃ স্কাইলার্ক
রোলঃ ২২৯

- (Polar Bear) মেরুভাল্লুক খাবার ছাড়া ৮ মাস বেঁচে থাকতে পারে।
- একটি নীল তিমি গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন ৪ (চার) টনের উপর খাবার খায়।
- পৃথিবীর দ্রুততম পাখি Peregrine Falcon। এর গতি ঘণ্টায় ৩৮৯ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক গাছ Kings holly গাছ, যেটির বয়স প্রায় ৪৩,০০০ বছর। এই গাছের অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ায়।
- ইবনে সিনা কর্তৃক রচিত আল কানুন কিতাবটির পৃষ্ঠা সংখ্যা চার লক্ষাধিক।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শহর ইসরাইলের জেরিকো শহর, যার বয়স প্রায় ৯০০০ (নয় হাজার) বছর।

ফারহান জাহিন অনিক

শ্রেণিঃ অষ্টম
শাখাঃ ডাহুক
রোলঃ ৩০১

- তিন কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বাসিন্দা মৌমাছি।
- মানুষ আলাদাভাবে প্রায় ১০,০০০ গন্ধ শনাক্ত করতে পারে।
- 'লিটল বাংলাদেশ' লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।
- পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন ভাগ পানি থাকলেও এর মাত্র এক শতাংশ পানি পানের উপযোগী।
- শনি গ্রহকে যদি পানিতে রাখা সম্ভব হতো; তাহলে গ্রহটি ডুবত না। পানিতে দিব্যি ভেসে থাকত।
- সদ্য জন্ম নেয়া শিশু কাঁদলে চোখে পানি দেখা যায় না। এর কারণ, জন্মের পর শিশুর ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ বয়স হলেই কেবল চোখের পানির সৃষ্টি হয়।

শাহরিয়ার শাহীন লাবিব

শ্রেণিঃ অষ্টম
শাখাঃ ডন
রোলঃ ২০২

- গ্রিক জাতীয় সংগীতে ১৫৮টি স্তবক রয়েছে। যেখানে বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীতে রয়েছে ৫টি এবং আমেরিকা ও কানাডার জাতীয় সংগীতে রয়েছে ৪টি।
- একটি সাধারণ পেন্সিল দিয়ে ৩৫ কি. মি. পর্যন্ত দাগ টানা যায়।
- একটি অক্টোপাসের দেহে রয়েছে ৩টি হৃদয়, ৯টি মস্তিষ্ক ও নীল বর্ণের রক্ত।

অরিন দীপ্র জয়ী
শ্রেণিঃ নবম
শাখাঃ ভেনাস
রোলঃ ৫০৬

‘পাই’ নিয়ে কিছু কথা

‘পাই’ আমাদের কাছে বেশ পরিচিত একটি সংখ্যা জাতীয় প্রতীক। দেখতে খুব সাধারণ হলেও অঙ্কের দুনিয়াতে ‘পাই’- রহস্যের শেষ কোথায় তা কেউ বলতে পারবে না। জ্ঞানপিয়াসী দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ‘পাই’-এর জন্য ভালোবাসা হিসেবে ‘পাই’-এর মতো সুন্দর হও’-এ স্লোগান বেশ জনপ্রিয়। জেনে নেয়া যাক চমকপ্রদ তথ্য।

- হাজার বছর ধরে পাই-এর অস্তিত্ব থাকলেও সংকেত ‘Π’ ২৫০ বছর ধরে নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে।
- উইলিয়াম জোনস ১৭০৬ সালে প্রথম ‘Π’ চিহ্নটি ব্যবহার করেন। তবে লিওনার্দো ওয়েলার এই সংকেতকে জনপ্রিয় করে তোলেন।
- প্রাচীন মিশরের ‘আহমেস’ নামক এক প্যাপিরাসে প্রথম লিখিত পাইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।
- মিশরীয়রা পাই-এর মান ৩.১৪৩ হিসেবে অঙ্ক করতেন।
- পাই-এর দশমিকের পরে প্রথম ৩১টি অঙ্কে কোনো শূণ্য নেই।
- গণিতবিদ লুডলফ ভ্যান সিউলেন তাঁর পুরো জীবন ‘পাই’-এর প্রথম ৩৬টি সংখ্যা খোঁজার জন্য ব্যয় করেন। তাঁর সম্মানে পাইয়ের ৩৬ অঙ্ককে লুডলফাইন সংখ্যা বলা হয়।
- ‘পাই’-এর ৭৬৩তম অঙ্কে পরপর ছয়টি ৯ আছে। এই তিন জোড়া যমজ ৯-কে ফাইনম্যান পয়েন্ট বলে।
- প্রতিবছর ৩.১৪ হিসেবে মার্চ মাসের ১৪ তারিখ ‘পাই’ দিবস পালন করা হয়। এদিন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্মদিন।
- এখন পর্যন্ত দশমিকের পরে ৭০ হাজার অঙ্ক মুখস্থ করে গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছেন ভারতের রাজবীর মীনা। তিনি মাত্র ৯ ঘন্টা ২৭ মিনিটে ২০১৫ সালের ২১ শে মার্চ এই রেকর্ড গড়েন।
- ‘পাই’-এর দশমিকের পরে এখন পর্যন্ত ১৩.৩ ট্রিলিয়ন অঙ্কের মান গণনা করা গেছে।

ধাঁধা

সুলতান উল আরেফিন
শ্রেণিঃ তৃতীয়
শাখাঃ পুষ্প
রোলঃ ১২৭

- সকাল বেলা, দুপুর বেলা, বিকাল বেলা, সন্ধ্যা বেলা, রাতের বেলা দাড়ি কাটা যায়, কিন্তু কোন বেলা দাড়ি কাটা যায় না?

উঃ ছোটবেলা।

- কোন জল খাওয়া যায় না?

উঃ কাজল

- কোন শাল গায়ে দেয় না?

উঃ বরিশাল

- কোন জালে মাছ ধরে না?

উঃ ভেজালে

- কোন কার চলে না?

উঃ কুকার

- কোন কিলে ব্যথা নেই?

উঃ উকিল

- কার লেজ নড়ে না?

উঃ কলেজ

- কোন পান খায় না?

উঃ জাপান

- কোন বাচ্চা কাঁদে না?

উঃ চৌবাচ্চা

- কোন শাড়ি পড়ে না?

উঃ মশারি।

আফিয়া ওয়াসিমা
শ্রেণিঃ তৃতীয়
শাখাঃ পাপড়ি
রোলঃ ৫০১

- আমি তুমি একজন দেখিতে একরূপ,
  আমি কত কথা বলি তুমি কেন চুপ?
- শুইতে গেলে দিতে হয়,
  না দিলে থাকে ভয়।
- বাঘের মত লাফ দেয়,
  কুকুর হয়ে বসে,
  পানির বুকে ছেড়ে দিলে শোলা হয়ে ভাসে।
- লোহার খাটে কাচের ঘর,
  তার ভেতর আলোর বর।
- সাতের মাঝে মা-জননী,
  শেষ কথাটা সবাই জানি।
- কোন সে পালোয়ান,
  নাকে বসে ধরে কান।
- হাড্ডি পোড়াই মাথা খাই,
  চামড়া বেঁচে পয়সা পাই।
- ভাষা আছে, কথা আছে,
  সাড়া শব্দ নেই।

উঃ ১। ছবি ২। দরজার খিল ৩। ব্যাঙ ৪। হারিকেন ৫। সমাপ্ত ৬। চশমা ৭। পাট ৮। বই।

ধাঁধা

মীর আনিকা ইবনাত

শ্রেণিঃ পঞ্চম
শাখা : সূর্যমুখী
রোল : ১০১

ইফফাত তাসনিম

শ্রেণিঃ পঞ্চম
শাখাঃ জুঁই
রোলঃ ৩৩২

- দাঁত আছে তবু
  পারে না খেতে
  তাকে দিয়ে কাজ হয়
  দিনে বা রাতে।

উঃ চিরুনি।

- কারো সঙ্গে এলে
  যায় না ফেলে রাখা,
  একলা দেখে তাকে
  তুচ্ছ মনে রাখা।

উঃ শূন্য (০)

- বাঘের মত লাফ দেয়
  কুকুরের মত বসে,
  হাঁসের মত ভাসে।

উঃ ব্যাঙ।

- অল্পে লাগে না ভালো
  বেশি দিলে বিষ।
  শাশুড়ি বলে বউকে,
  ঠিক মতন দিস।

উঃ লবণ

- দিন-রাত চলি আমি
  নাই অবসর,
  দিন গেল মাস গেল
  গেল কত বছর।

উঃ ঘড়ি।

- মাসে আসে মাসে যায়,
  দিনে খায় না রাতে খায়।

উঃ রোজা।

- উল্টো সোজা একই কথা,
  প্রাণী যেথা সেও তথা।
  তিন অক্ষরে সবটা
  বল দেখি উত্তরটা।

উঃ নয়ন।

- মুখ দিয়ে খায়,
  পেট দিয়ে ফেলে।

উঃ বদনা।

- ছোটবেলায় লম্বা, বড় হলে বেটে,
  বলো আমি কে?

উঃ মোমবাতি।

- নদী আছে জল নেই, জঙ্গল আছে, গাছ
  নেই, শহর আছে ঘর নেই,
  বলো আমি কে?

উঃ নকশা।

ধাঁধা

সামিউল আলম সাব্বির
শ্রেণিঃ পঞ্চম
শাখাঃ বেলী
রোলঃ ৭২৩

- জ্বলে কিন্তু পোড়ে না, কোন সে প্রাণী বলো তো?

উঃ জোনাকি।

- কোন জিনিসটি বাইরে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু হাসপাতালে কিনতে হয়?

উঃ অক্সিজেন।

- কোন গাছের নামে শীতের পোশাক আছে?

উঃ শাল।

- কোন জিনিস ফ্রিজে রাখার পরেও গরম থাকে?

উঃ গরম মশলা।

- ব্যবহার করার জন্য কোন জিনিসটাকে ভাঙতেই হবে?

উঃ ডিম।

সানজিদা আকতার স্বর্ণা
শ্রেণিঃ পঞ্চম
শাখাঃ সূর্যমুখী
রোলঃ ১৩৮

- ভেবে চিন্তে বলো ভাই,
  কোন গ্রামে মানুষ নয়
  শুধু আমরা লোহা দেখতে পাই

উঃ কিলোগ্রাম।

- না মিললে হবে না
  ভেবে চিন্তে বলো তা?

উঃ হিসাব

- হাড় মটমট
  বাকলে দড়ি তার
  পাতাতে হয় তরকারি এইটা কী?

উঃ পাট গাছ।

ধাঁধা

তাকিয়া কবির
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৫১

- এপাড়ে ঢেউ ওপাড়ে
  ঢেউ মাঝখানে বসে আছে বুড়ো ঘেদুর বউ।

উঃ পুকুরের পানা।

- পানির জন্তু নয় পানিতে বাস করে
  হাত নেই পা নেই, তবু সাঁতার কাটে।

উঃ নৌকা।

- তিন বর্ণে নাম আমার
  বিদ্বানের সাথী
  মাথাটা কেটে দিলে হই মাপকাঠি।

উঃ কাগজ।

- কোন ফলের ওপরটা আমরা খাই
  ভিতরে তার ফুল, ভাবতে গেলে
  বড় বড় পন্ডিতের হয় ভুল।

উঃ চালতা।

- কোনখানে ঢেউ আছে কিন্তু জল নেই?

উঃ টিনের চালে (ঢেউটিন)।

- পাঁচ অক্ষরে নাম তার
  দেখতে সবাই যায়,
  প্রথম তিনটি অক্ষর বাদ দিলে
  সবাই খায়।

উঃ সবাই চিড়িয়াখানা দেখতে যায় এবং সবাই খানা খায়।

- কান নেই মাথা নেই
  পেট ভরে খায়,
  কাম নেই কাজ নেই
  মাথা নিয়ে ঘুমায়।

উঃ বালিশ।

- কোন জিনিস জল দিয়ে তৈরি
  কিন্তু সূর্যের তাপ তাকে শুকাতে পারে না।

উঃ ঘাম।

- এমন কী জিনিস শুধু নীচে নামে ওপরে ওঠে না?

উ: বৃষ্টির জল।

- হাত পা নেই তার
  ঘুরতে ভালোবাসে
  বুক দিয়ে চলে ফেরে
  বনে জঙ্গলে জলে
  বলুনতো কে সে?

উঃ সাপ।

- কাকে ডুবতে দেখেও আমরা কেউ বাঁচাতে যাই না।

উঃ সূর্য।

- সাগর থেকে জন্ম নিয়ে আকাশে করে বাস
  মায়ের কোলে ফিরে যেতে জীবন হয় লাশ।

উঃ মেঘ।

ধাঁধা

জারিন আফনীন অহনা
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৬৯

আরিয়ান ফারদিন
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ কিংফিশার
রোলঃ ৪৩৪

- এমন কোন ড্রাইভার আছে যে কখনো গাড়ি চালায় না?

উঃ স্ক্রু ড্রাইভার।

- ৫টি আলু ৩ জনের মাঝে
  ভাগ করতে হবে,
  কাটাকাটি ছাড়া করতে হবে
  কিন্তু কীভাবে?

উঃ ভর্তা করে।

- কলকাতায় দুইটি আছে,
  কানাডায় একটি আছে,
  কিন্তু বাংলাদেশে একটিও নেই।

উঃ 'ক'

- আল্লাহর কী কুদরত
  লাঠির মাঝে শরবত।

উঃ আখ।

- বড় একটি সবুজ মামা
  গায়ে তার হাজারো জামা

উঃ বাঁধাকপি।

- আম নয়, জাম নয়,
  গাছে নাহি ফলে।
  তবু সবাই তারে,
  ফল নাম বলে।

উঃ পরীক্ষার ফল।

- ইংরেজিতে বাদ্য,
  বাংলায় খাদ্য।
  কিবা সেই ফল,
  চট করে বল।

উঃ বেল।

- আজব জিনিস হাতে চলে,
  মাথায় বলে কথা।
  পেটের মধ্যে কালো রক্ত,
  ধাতব তার মাথা।

উঃ কলম।

- আট পা ষোলো হাঁটু,
  বসে আছে বীর।
  শূন্যে পেতে জাল,
  শিকার ধরে সর্বকাল।

উঃ মাকড়সা।

ধাঁধা

জাকিয়া কবির

শ্রেণিঃ সপ্তম

শাখাঃ পায়রা

রোলঃ ৬২৯

- পাখা নেই উড়ে চলে,
  সুখ নাই ডাকে।
  বুক চিরে আলো দেয়,
  চেন নাকি তারে?

উঃ মেঘ

- আমরা দুই ভাই,
  শুধু আসি আর যাই।

উঃ নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস

- ঠিক জায়গায় নিজের নামের বানান ঠিক লিখলেও কখন কেটে দিতে হয়?

উঃ জন্মদিনের কেক কাটার সময়

মাহি আল মাহমুদ

শ্রেণিঃ অষ্টম

শাখাঃ ডায়না

রোলঃ ৪১৮

- তিন অক্ষরের নাম,
  লোকালয়ে থাকে।
  মাঝের অক্ষর বাদ দিলে,
  বুকে পানি রাখে।

উঃ বিড়াল।

- চতুর পাশে লতাপাতা,
  মধ্যভাগে ভদ্র বেটা।

উঃ কুমড়া।

- তিন অক্ষরের নাম সবার গৃহে রয়,
  প্রথম অক্ষর বাদ দিলে খাদ্যবস্তু হয়।
  শেষের অক্ষর বাদ দিলে ভয়ের বস্তু হয়।

উঃ বিছানা।

- মাটির বাছুর কাঠের গাই,
  গলা কেটে দুধ খাই।

উঃ খেজুরের গাছ।

- সবাই বলে পাখি,
  গাছেই আমি থাকি।
  ডিম পাড়ি না ভাই,
  যে রাস্তায় পায়খানা করি,
  সে রাস্তায় খাই।

উঃ বাদুর

ধাঁধা

সামিয়া হক
শ্রেণিঃ অষ্টম
শাখাঃ ড্যাফোডিল
রোলঃ ৬৩০

নাফিস মাহমুদ ফুয়াদ
শ্রেণিঃ অষ্টম
শাখাঃ ডায়না
রোলঃ ৪০৫

- কোন গাছের পাতা ঝরে না?

উঃ খেজুর গাছের।

- দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে,
  রাতের বেলায় জাগে।
  ঘর নেই বাড়ি নেই,
  আকাশেতে থাকে।

উঃ চাঁদ।

- কোন দেশে মাটি নেই?

উঃ নিরুদ্দেশে।

- এখান থেকে ফেললাম ছুরি,
  বাঁশ কাটলাম আড়াই কুড়ি।
  বাঁশের মধ্যে গোট গোটা,
  আমার বাড়ি চল্লিশ কোটা।
  কোঠার উপর কোটি জমি,
  তার মধ্যে আছে এক রানি।

উঃ মৌমাছি।

- নই আমি গাছে তবু,
  শাখা আছে মোর।
  সব সময় থাকি আমি,
  একটি প্রাণীর মাথার উপর।

উঃ হরিণের শিং।

ধাঁধা

এম শামিউর রহমান ফাহিম
শ্রেণিঃ দশম
শাখাঃ শিউলি
রোলঃ ২৫৯

- তিন অক্ষরের নাম যার,
  আলো দেয় সবাইকে।
  সামনের অক্ষর ছেড়ে দিলে,
  শক্ত কিছু হয়?

উঃ লাইট।

- আমি সূর্যের মতো দেখতে,
  কিন্তু সূর্য নই।
  আমার প্রাণ আছে,
  কিন্তু আমি প্রাণী নই।

উঃ সূর্যমুখী ফুল।

- চার অক্ষরের নাম যার সবার ঘরে রয়,
  সামনের দুই ছেড়ে দিলে অনেক রাগে হয়।

উঃ আলমারি।

৫। থাকি আমি মাটিতে,
চকচকে জিনিস।
ক্ষতিকর হলেও ,
অনেক দামি জিনিস।

উঃ হিরা।

- চারিদিকে সমুদ্রের স্রোত,
  মাঝে রয়েছে ঘন জঙ্গল।

উঃ দ্বীপ।

কৌতুক

আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের
শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ উর্মি
রোলঃ ২৩১

ফাওজিয়া ইসলাম
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ প্লাটিনাম
রোলঃ ২৫২

যত খুশি হাসুন

শিক্ষকঃ যদি একটা মেয়ে দশ মিনিটে মালা গাঁথতে পারে তাহলে ঐ সময়ে পাঁচটি মেয়ে কয়টা মালা গাঁথবে?

ছাত্রঃ একটাও না।

শিক্ষিকাঃ কেন?

ছাত্রঃ কারণ, গল্প করতে করতেই দশ মিনিট কেটে যাবে।

শিক্ষকঃ জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ এখানে বাঘ আর কুমির কোন পদ?

ছাত্রঃ আজ্ঞে, দুটোই বিপদ।

নাতিঃ রাতে আকাশে সূর্য উঠে না কেন?

দাদুঃ উঠে না কে বললো, উঠে। অন্ধকারের জন্য দেখা যায় না।

- শিক্ষক: আমি যা যা প্রশ্ন করব তার তাড়াতাড়ি উত্তর দিবে।

  মুনিম: Ok, sir

  শিক্ষক: ভারতের রাজধানীর নাম কী?

  মুনিম: তাড়াতাড়ি

- শিক্ষক: আনিকা ৩টি জলজ প্রাণীর নাম বল।

  আনিকা: ব্যাঙ

  শিক্ষক: Very good, তারপর

  আনিকা: ব্যাঙের মা ও বাবা।

কৌতুক

মোঃ মেহেদী হাসান
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ পার্ল
রোলঃ ৭১১

সুমাইয়া নিশাত
শ্রেণিঃ সপ্তম
শাখাঃ পায়রা
রোলঃ ৬২৯

- ভিক্ষুক ও বাড়িওয়ালার মধ্যে কথোপকথন
  - আম্মাগো, আমারে কিছু ভিক্ষা দেন।
  - আজকে মাফ করুন।
  - আম্মাগো, আইজকা মাপজোখ করতে পারুম না। আইজকা আমি ফিতা আনি নাই।
- বধিরের মধ্যে কথোপকথন :
  - কী গো! কোথায় যাচ্ছেন?
  - বাজারে যাচ্ছি।
  - বাজারে যাচ্ছেন?
  - না, বাজারে যাচ্ছি।
  - ও! আমি ভাবছিলাম বাজারে যাচ্ছেন।
- পাগলের মধ্যে কথোপকথন –
  - বাইরে তাকিয়ে দেখ তো সকাল হয়েছে কিনা।
  - কীভাবে দেখব? বাইরে তো অন্ধকার।
  - আরে পাগল! অন্ধকার হলে কী হয়েছে? টর্চ নিয়ে যা।
- দোকানদার এবং বিক্রেতার মধ্যে কথোপকথন :
  - আরে ভাই, এটা কী তালা দিয়েছেন? সারা দুনিয়ার চাবি দিয়েই খুলে যায়! এমনকি সেফটিফিন দিয়েও খোলে!
  - আচ্ছা তাহলে এ তালাটা নিন।
  - এটা ভালো তো?
  - ভালো মানে? তালাটা একবার লাগালে নিজের চাবি দিয়েও খোলা যায় না।

- বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন–
  বাবাঃ কি রে কাঁদছিস কেন?
  ছেলেঃ ওই বুড়ো লোকটার পায়ে আমি না দেখে পাড়া মেরেছিলাম। তাই, তিনি আমাকে মেরেছেন।
  বাবাঃ সে কি! মাফ চাসনি?
  ছেলেঃ চেয়েছি, তবু মারল?
  বাবাঃ চল তো গিয়ে দেখি।
  বাবাঃ বুড়ো লোককে গিয়ে বলল, কী ব্যাপার আমার ছেলে মাফ চাওয়ার পরও আপনি ওকে মারলেন।
  বুড়োঃ সাধে কি মেরেছি? তোমার ছেলে ক্ষমা চাওয়ায় আমি খুশি হয়ে তাকে ১০ টাকা দিলাম। টাকার লোভে সে আবার আমাকে পাড়া দিল।

- এক মুরগির বাচ্চা ওর মাকে প্রশ্ন করল– মা, আমাদের জন্মের পর নামকরণ হয় না কেন?
  মুরগির মা বলল, 'আসলে আমাদের মৃত্যুর পরে নামকরণ হয়।
  যেমন : ১) চিলি চিকেন (২) চিকেন রোস্ট ৩) চিকেন চপ ও ৪) চিকেন টিক্কা মাসালা ইত্যাদি।

- শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন–
  শিক্ষকঃ বলতো, পাখির দৃষ্টি শক্তি কম না বেশি?
  ছাত্রঃ খুব বেশি।
  শিক্ষকঃ তুমি কীভাবে বুঝলে?
  ছাত্রঃ কারণ, আমি কোনো পাখিকে চশমা পরতে দেখিনি।

- দোকানদার ও কাস্টমারের মধ্যে কথোপকথন–
  কাস্টমারঃ ভাই, আমাকে একটা পলিথিন ব্যাগ দিন তো, আমাকে তাড়াতাড়ি একটা ট্রেন ধরতে হবে।
  দোকানদারঃ ভাই, মাফ করবেন ট্রেন ধরার মতো এত বড় পলিথিন ব্যাগ আমার কাছে নেই।

কৌতুক

সামিয়া হক
শ্রেণিঃ অষ্টম
শাখাঃ ড্যাফোডিল
রোলঃ ৬৩০

- প্রশিক্ষকঃ বল্টু বলতো অর্থনীতি কাকে বলে?

  বল্টুঃ যে নীতিতে টাকা-পয়সা অন্যের পকেট থেকে নিজের পকেটে আনা হয়, তাকে অর্থনীতি বলে।

- বাবাঃ কিরে বল্টু! শুনলাম শীত আসার পর থেকে তুই নাকি গোসল করিস না? এটা কোন ধরনের বাজে অভ্যাস?

  বল্টুঃ বাজে অভ্যাস না বাবা। আমি তো জীবন বাঁচানোর জন্য গোসল করা বন্ধ করে দিছি।

  বাবাঃ জীবন বাঁচানোর জন্য গোসল করা বন্ধ করে দিয়েছিস মানে! এসব কী বলছিস?

  বল্টঃ কেন বাবা? তুমি কী জানো না পানির অপর নাম জীবন। তাহলে শুধু শুধু গোসল করে এক বালতি জীবন নষ্ট করবো কেন?

অরিন দীপ্র জয়ী
শ্রেণিঃ নবম
শাখাঃ ভেনাস
রোলঃ ৫০৬

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার মজার গল্প

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা তথা মোল্লা নাসিরুদ্দিনের নাম শোনেনি এমনি মানুষ ভু-ভারতে বিরল। ইউনেস্কো তাঁর গল্পগুলোকে বিশ্ব সাহিত্যের ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর গল্প কখনো নির্মল হাস্যকৌতুক, কখনো বুদ্ধির ঝলকে, কখনো আবার নৈতিক শিক্ষার দ্যুতিতে উজ্জ্বল। বন্ধুরা এসো– এই কিংবদন্তি রসিকরাজের বিশাল গল্পসম্ভার থেকে মজাদার কিছু গল্প পড়ে নেয়া যাক।

তত্ত্বকথা

গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করলো নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তাঁর কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বললো, 'মোল্লা সাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না!' নাসিরুদ্দিন এক কথায় রাজি। দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসিরুদ্দিন উপস্থিত সবাইকে সালাম জানিয়ে বললেন, ভাই সকলে বলো তো দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয়ে বলতে যাচ্ছি? সবাই বলে উঠলো, 'আজ্ঞে সে তো আমরা জানি না।' মোল্লা সাহেব, এটাও যদি না জানো, তাহলে আমি আর কী বলবো! যাদের বলবো তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কী করে? এই বলে নাসিরুদ্দিন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এলো।

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার মোল্লা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির। আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে, গ্রামবাসীদের এহেন অনুরোধে রাজি হয়ে নাসিরুদ্দিন আবার তিনি সেই প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করলেন। এবার উত্তরে সব লোক একত্রে বলে উঠলো, আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি। সবাই জেনে ফেলেছো? তাহলে তো আর আমার কিছুই বলার নেই'– এই বলে নাসিরুদ্দিন আবার বাড়ি ফিরে গেলেন।

গাঁয়ের লোক তবু ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসিরুদ্দিন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তাঁর সেই আগের প্রশ্ন করলেন। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক। তাই অর্ধেক বললো, জানি, অর্ধেক বলেন, 'জানি না'।

'বেশ তাহলে যারা জানো তারা বলো, আর যারা জানো না তারা শোনো' এই বলে নাসিরুদ্দিন আবারও ঘরমুখো হলেন।

ঘোড়া চেনার উপায়

বিদেশে গিয়ে নাসিরুদ্দিন এক সরাইখানায় উঠলেন রাত কাটাবার জন্য। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে আস্তাবলে গিয়ে অন্যান্য ঘোড়াদের থেকে নিজের ঘোড়াটাকে তিনি অন্ধকারের মধ্যে চিনতে পারলেন না। মোল্লা খুব চিন্তায় পড়লেন– নিজের ঘোড়াটা কী করে বেছে নেয়া যায়? হঠাৎ তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বন্দুক তুলে আকাশে তাক করে তিনি গুলি ছুঁড়লেন। সবাই ভাবলো ঘোড়া চোর এসেছে। অমনি সবাই দল বেঁধে আস্তাবলে গিয়ে যে যার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে। অবশিষ্ট ঘোড়াটার পিঠে চড়ে নিশ্চিন্ত মনে নাসিরুদ্দিন নিজের পথে বেরিয়ে পড়লেন।

টাকার ঝনঝনানি

একদিন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা এক মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মিষ্টির দিকে চোখ পড়াতে তাঁর খেতে ইচ্ছে হলেও টাকা না থাকায় শুধু মিষ্টির ঘ্রাণ নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলো দোকানদার। সে মিষ্টির ঘ্রাণ নেয়ার জন্য মোল্লা সাহেবের কাছে দাম চাইলো। নাসিরুদ্দিন মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি এঁটে পরে দেবো বলে সেদিনের মতো চলে এলেন।

পরদিন তিনি কিছু ধাতব মুদ্রা থলেতে ভরে নিয়ে সেই মিষ্টির দোকানে গেলেন এবং থলেটি ঝাঁকাতে শুরু করলেন। মিষ্টির দোকানদার বললো, দিন, আমার টাকা দিন। মোল্লা সাহেব উত্তরে বললেন, টাকার ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছো না? দোকানদার বললো, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি'। নাসিরুদ্দিন হেসে বললেন, 'তো, শোধ হয়ে গেল'।

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

নভেরা আজাদ

শ্রেণিঃ প্রথম
শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৬৩৮

বর্ষার গ্রাম-বাংলা

মোঃ আলিফ আব্রাহাম

শ্রেণিঃ প্রথম
শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৬৩১

গ্রামের বাড়ী

সানজানা তাবাসসুম

শ্রেণিঃ প্রথম
শাখাঃ টগর
রোলঃ ১০৬

নদীর তীরে সূর্যাস্ত

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

গ্রামের নবান্ন উৎসব

সারাহ্ আশরাফী
শ্রেণিঃ প্রথম
শাখাঃ সানফ্লাওয়ার
রোলঃ ১০৬

লাল সবুজের পতাকা হাতে বিজয়ী বাঙালি

আসিফুর রহমান
শ্রেণিঃ দ্বিতীয়
শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৬২৪

নদীমাতৃক বাংলাদেশ

হিমাদ্রী শেখর দাস
শ্রেণিঃ দ্বিতীয়
শাখাঃ মেঘনা
রোলঃ ৭৩১

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

আইনান তাজরিয়ান
শ্রেণিঃ দ্বিতীয়
শাখাঃ মেঘনা
রোলঃ ৭৪২

অমর একুশে

নুসাইবা সামিয়াত যাহিন
শ্রেণিঃ দ্বিতীয়
শাখাঃ ম্যারিগোল্ড
রোলঃ ২০৬

নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলা

তাহমি রাফসান
শ্রেণিঃ দ্বিতীয়
শাখাঃ মধুমতি
রোলঃ ২০৩

সমুদ্রের তলদেশ

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

গ্রামবাংলার পল্লী প্রকৃতি

জাবির সাহিব
শ্রেণিঃ তৃতীয়
শাখাঃ ক্যামেলিয়া
রোলঃ ২২

বাংলার অপূর্ব পাহাড়ী-প্রকৃতি

আবরার হাসান আনজুম
শ্রেণিঃ চতুর্থ
শাখাঃ সানসাইন
রোলঃ ৪

অপরূপ গ্রামবাংলা

মনোত্তম চাকমা
শ্রেণিঃ চতুর্থ (ইংরেজি ভার্সন)
শাখাঃ সিলভিয়া
রোলঃ ৬

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

ফারাজ করিম
শ্রেণিঃ পঞ্চম (ইংরেজি ভার্সন)
শাখাঃ উইন্টার
রোলঃ ২০৯

পরিবেশ দূষণ ও বিপন্ন প্রকৃতি

মুনিয়া বিনতে হাবিব
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ
শাখাঃ গোল্ড
রোলঃ ১০৮

গ্রামবাংলার জীবন চিত্র

ফাতিহা জাহিন
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ (ইংরেজি ভার্সন)
শাখাঃ অটাম
রোলঃ ৪৪

পল্লী-প্রকৃতি ও শান্তির নীড়

রঙতুলিতে স্বপ্ন আঁকি

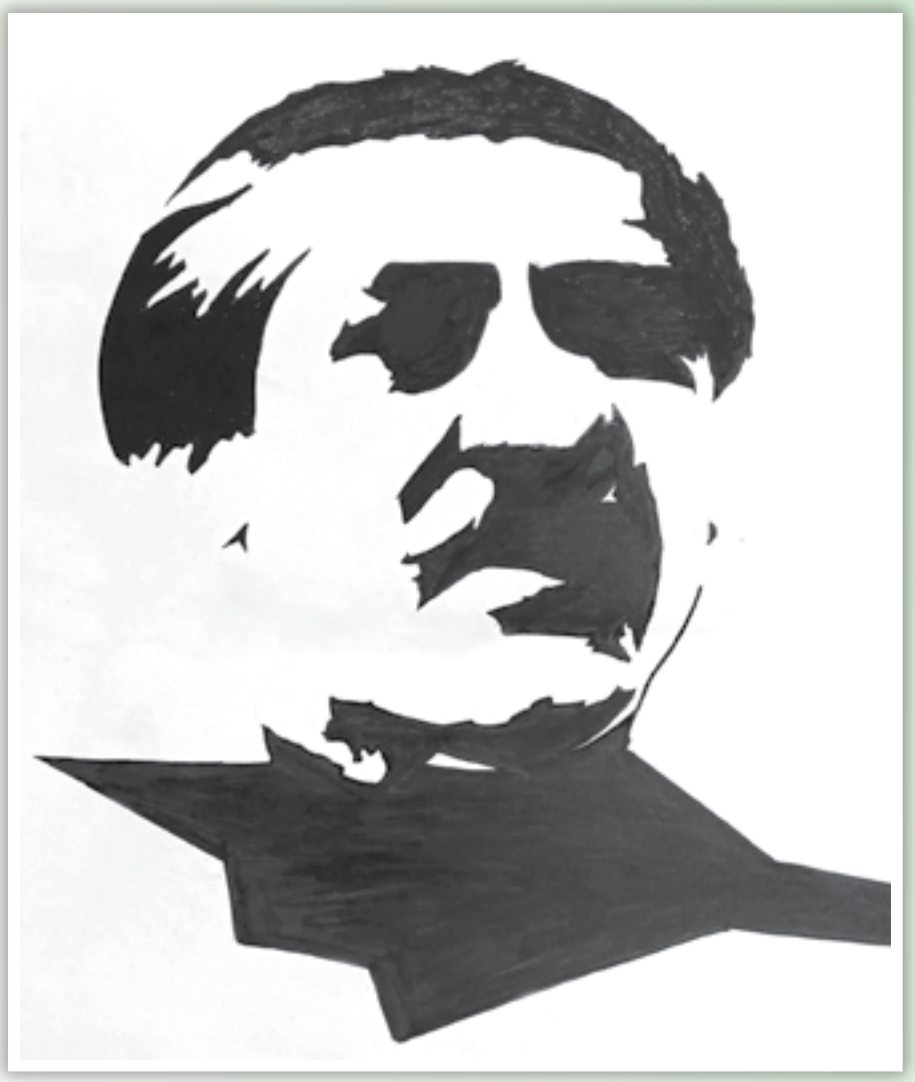

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তাইজুল ইসলাম তাজ

শ্রেণিঃ একাদশ

শাখাঃ টিউলিপ

রোলঃ ৩০৯৬

প্রাণ ও প্রকৃতি

নুশরাত-ই-নুর তিশা

শ্রেণিঃ নবম

শাখাঃ জুপিটার

রোলঃ ৩১২

অঙ্কনে ঃ মরিয়ম রহমান অনি

বাংলাদেশ
বিমান বাহিনী
বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত

www.baf.mil.bd
www.joinbangladeshairforce.mil.bd

JOiN

BANGLADESH AIR FORCE